boierpathshala.blogspot.com

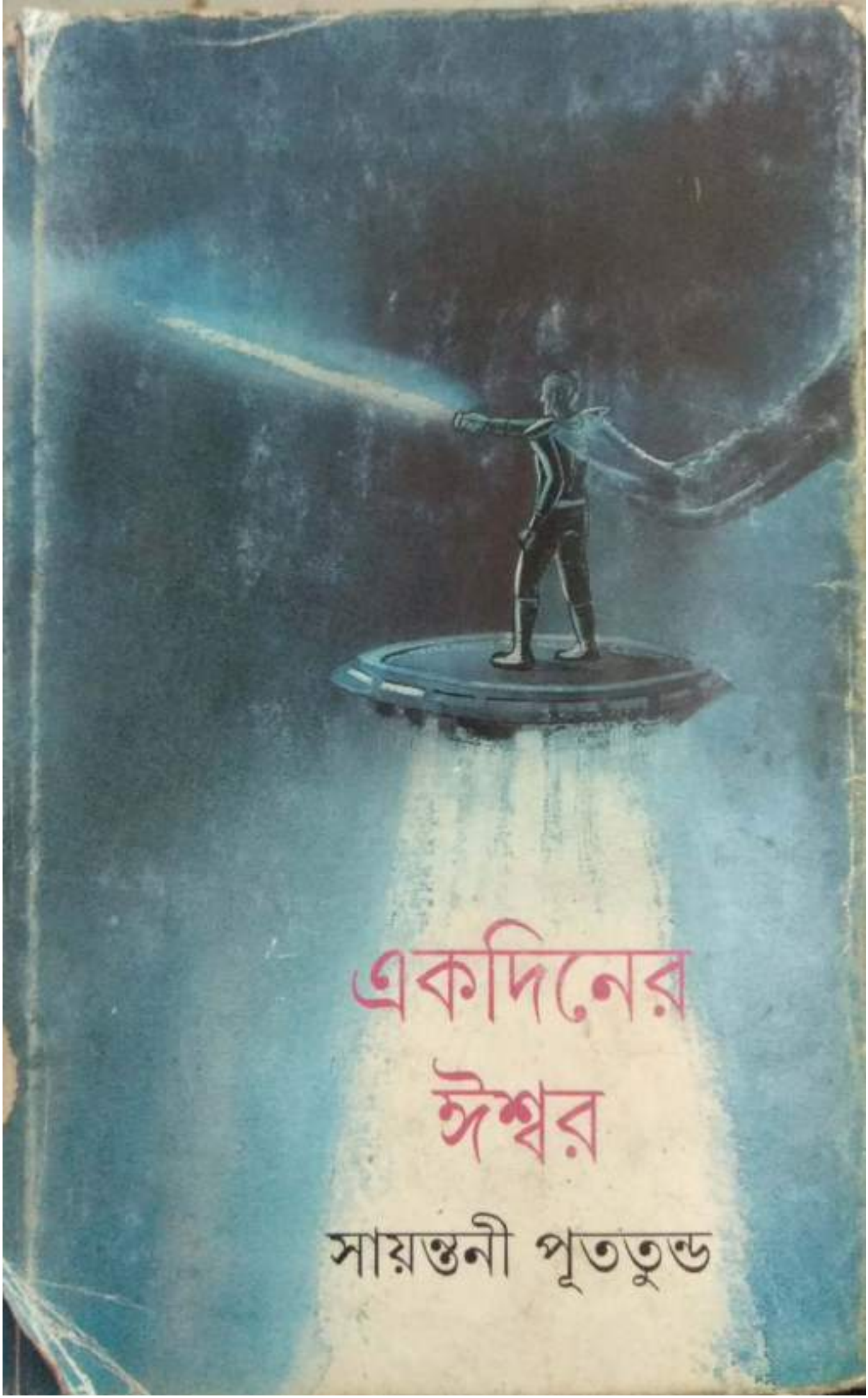

একদিনের ঈশ্বর

সায়ন্তনী পূততুন্ড

Scanned with CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

বিজ্ঞানী রবিনসন একদিন তৈরি করে ফেলেন ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়ার এক যন্ত্র। সেই যন্ত্রে নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে গিয়ে খুব আপন কারও হাতে নিজের মৃত্যু দেখতে পান তিনি। কিন্তু কে মারবে তাঁকে? কেনই বা মারবে? টাইম ট্রাভেল করে বিজ্ঞানী পৌঁছন ত্রিশ বছর পরের পৃথিবীতে। ছায়াসঙ্গী হয়ে ঘুরতে থাকেন নিজের ভবিষ্যৎ সত্তার পাশে-পাশেই। আগামী সেই ত্রিশ বছরে নিজের পরিবর্তন, নিজের নৃশংসতা দেখে রবিনসন শিউরে ওঠেন নিজেই। কিন্তু বিজ্ঞানী কি শেষমেশ পারেন নিজের খুন হওয়া আটকাতে? কে মারতে চেয়েছিল তাঁকে? কী হয় তাঁর যন্ত্রের ভবিষ্যৎ?

২০০.০০

ISBN 978-93-5040-728-8

Scanned with CamScanner

একদিনের ঈশ্বর

সায়ন্তনী পূততুণ্ড

THE DHAKURIA PUBLIC LIBRARY
ESTD.-1904
KOLKATA-31

891.443
Sayan

boierpathshala.blogspot.com

আনন্দ

Scanned with CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭

© সায়ন্তনী পূততুণ্ড

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-728-8

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

EKDINER ISHWAR
[Novel]
by
Sayantani Putatunda

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta 700009

Scanned with CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

স্বর্গীয় মাগো (ঠাকুমা) ও ভাইকে (ঠাকুর্দা)

THE DHAKURIA PUBLIC LIBRARY
ESTD.-1904
KOLKATA-31

Scanned with CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

আমাদের প্রকাশিত
এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

আনন্দধারা
জিঙ্গল বেল
নন্দিনী
ভোর
শঙ্খচিল
শিশমহল

Scanned with CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

THE DHAKURIA PUBLIC LIBRARY
ESTD.-1904
KOLKATA

সন ২০৪৬, হাইটেক সিটি

"শুন শুন সুরলোকবাসী, অমৃতের যে আছ সন্তান
জানিয়াছি সেই অবিনাশী জ্যোতির্ময় পুরুষ মহান..."

এক ঝলমলে শীতের সকালে সমবেত প্রার্থনার সুর চতুর্দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। নানা ফুলের গন্ধে হাইটেক সিটি ম-ম করছে। এই মুহূর্তে যাঁরা এখানে উপস্থিত তাঁদের প্রত্যেকের হাতেই গোলাপের তোড়া। লাল বা হলুদ নয়, সাদা গোলাপ। এই রাজ্যের শাসক রবি-রেক্স লাল পছন্দ করেন না। লাল রঙের কোনও কিছু দেখলেই নাকি তাঁর গা গুলিয়ে ওঠে। লাল দেখলেই রক্তের রং মনে পড়ে যায়। সহ্য করতে পারেন না। তাই এ রাজ্য লাল রং বর্জিত। লাল ফুল, লাল পোশাক, লাল জুতো, লাল পতাকা, লাল গাড়ি এমনকী লাল টিপও এখানে কোনও দোকানে পাওয়া যাবে না। শাসক পছন্দ করেন না বলে লাল রং এখানে ব্যান্ড। কেউ লাল রঙের একটা রুমাল রাখলেও সেটা এই রাজ্যের আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই হাইটেক সিটি লাল রংকে বর্জন করেছে।

সমবেত গানের মধ্যেই কোয়াড্রাটর হেলিকপ্টারের ফটাফট শব্দ। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতেই পুষ্পবৃষ্টি করছে তারা। উত্তুরে হাওয়ায় সেই ফুল ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। একেই আজ শীত উষ্ণতার সর্বনিম্ন সীমায় রেকর্ড করেছে, তার উপর কোয়াডকপ্টারের প্রপেলারের হাওয়ায় প্রায় উড়ে যাওয়ার দশা! তবু কষ্ট করেও মাটি কামড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জনতা। টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যানেরা সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতেই ব্যস্ত। আজ রবি-রেক্স-এর জন্মদিন। সেই উপলক্ষে আজ সারাদিন উৎসব চলবে। বছরে এই একটা দিনই ছুটি পায় হাইটেক সিটির বাসিন্দারা। অন্যদিন ছুটি পাওয়ারও উপায় নেই। কারণ কোনও পুজো-পার্বণ এখানে পালিত হয়

Scanned with CamScanner

না। এখানে কোনও মন্দির, মসজিদ বা গির্জা নেই। আগে যা ছিল, সব ভেঙে দিয়ে সেসব দেবোত্তর সম্পত্তি ও জমি সরকার দখল করেছে। শাসক রবি-রেক্সের ভাষায়, "ভগবান বলে কেউ নেই, কিছু নেই। তাঁর বন্দনা করে সময় নষ্ট করার কোনও মানে নেই। এখানে সর্বশক্তিমান একজনই। আমি। তাই পুজো করতে হলে আমাকেই করো। কারণ হাইটেক সিটিকে সৃষ্টি করেছি আমিই। অতএব আমিই হাইটেক সিটির ভগবান!"

একথা শোনার পর অনেকেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সাংবাদিকরাও প্রথমে একে 'ক্ষমতার দম্ভ', 'লঘুলম্ফের বৃহৎ আস্ফালন,' এবং আরও বড় বড় অভিধায় অভিহিত করেছিল! কিন্তু যেদিন তারা রিপোর্টটি লিখল, পরের দিনই সেই বিশেষ কয়েকজন রিপোর্টারকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না! তারা আকাশে গেল না পাতালে, সাপে কাটল কী বাঘে খেল, কেউ খবর রাখে না! তাদের পরিবারও একরাতে লোপাট হয়ে গেল। যে-যে সংবাদপত্রে রবি-রেক্সের বিরুদ্ধে রিপোর্ট বেরিয়েছিল, সেই সব সংবাদপত্রের অফিসে আগুন লাগাল রবি-রেক্সের রোবট বাহিনী। নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যেকটি অফিসে আগুন লাগাল। সাংবাদিক মহলে এই নিয়ে প্রচুর হইহল্লা চলল। যারা বেশি বাড়াবাড়ি করল, রবি-রেক্সের দিকে আঙুল তুলল, তারাও একদিন আচমকা ভ্যানিশ হয়ে গেল। বাকিরা প্রাণের দায়ে চুপ করল। চুপ না করে উপায়ও ছিল না। কারণ প্রত্যেকেরই নিজের প্রাণের মায়া আছে।

এখন সবাই মিলে হাতে ফুল নিয়ে রবি-রেক্সের বন্দনা করছে। রবি-রেক্স এখনও পোডিয়ামে হাজির হননি। তবু সাবধানের মার নেই। সবাই যে তাঁর বন্দনা করছে, সেটা তাঁকে জানাতে হবে তো। রবি-রেক্সের নিজস্ব দেহরক্ষী ও অন্যতম সেনাপতি, ক্লোন ইলেভেন একটু আগেই সমবেত জনতাকে বলে গিয়েছেন, "একটু হাই পিচে গানটা গাইবেন। রেক্সের কানে যেন ঠিকমতো পৌঁছোয়।" তাই উপায়ান্তর না দেখে সবাই গলার শিরা ফুলিয়ে তারস্বরে গান গাইছে, "তপন বরণ যিনি আঁধারের পাড়ে তিনি/ তাহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়/নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায়/ শুনো শুনো সুরলোকবাসী...!"

গান না গেয়ে যাবে কোথায়! রবি-রেক্সের কোপের হাত থেকে আক্ষরিক অর্থেই নিস্তার লাভের কোনও উপায় নেই। পান থেকে চুন খসলে তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ার আগেই রাস্তায় নেমে যাবে রোবটবাহিনী। এই

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

রোবটদের রোবোটিক্সের তিন সূত্রের বাইরেই রেখেছেন রবি-রেক্স। এদের বলা হয় 'ডেস্ট্রয়ার'। ওরা মানুষ মারতে ওস্তাদ। অটোম্যাটিক রাইফেল থেকে সাধারণ বুলেট নয়, লেসার বুলেট বের হয়। এক গুলিতেই রীতিমতো একটা সুড়ঙ্গপথ তৈরি হয়ে যায় মানব দেহে। নেমে যাবে রবি-রেক্সের পার্সোনাল ক্লোন দেহরক্ষী। এরা রবি-রেক্সের ক্লোন! এদের মধ্যে দশজন অবিকল রবি-রেক্সের মতো দেখতে। পাশাপাশি দাঁড়ালে কোনটা আসল রবি-রেক্স চেনাই অসম্ভব। কম্যান্ডার ইলেভেনসহ বাকিরা রবি-রেক্সের যুবক বয়সের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু ওদের ভাবনা চিন্তা করার ক্ষমতা ছাড়া সবই দিয়েছেন তিনি। ওরা ভাবে না। চিন্তা করে না। শুধু প্রভুর কথা শোনে। হাতে নীলাভ লেসার তরোয়াল। এক মারেই কচুকাটা হতে হবে। কিছু বোঝার আগেই খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে শরীর। এমন ভয়ংকর মৃত্যু কে-ই বা চায়! তাই উপায়ান্তর না পেয়ে ঈশ্বরকে ভুলে গিয়েছে জনতা। এখন তাঁর জায়গায় রবি-রেক্সকেই পুজো করছে।

হাইটেক সিটির সর্বত্র রবি-রেক্সের বিরাট বিরাট মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন রেক্স নিজেই। আজ শহরবাসীরা সেই সব মূর্তির পাদদেশে ফুল অর্পণ করবে। মালা পরাবে। হাত জোড় করে প্রার্থনা করবে। তাই রবি-রেক্সের বাড়ির সামনে দমবন্ধ করা ভিড়।

নিজের দুর্গের মতো প্রাসাদে বসে সবই টের পাচ্ছিলেন রবি-রেক্স। অদ্ভুত তৃপ্তিতে মন ভরে যাচ্ছিল। আজ সবাই তাঁরই বন্দনা করছে। তাঁর একটু অনুগ্রহের জন্য সকলেই কাতর। সজোরে শ্বাস টানলেন তিনি। হ্যাঁ, শক্তি, জ্ঞান ও ক্ষমতা! এর নেশাই আলাদা। এখন কে ভগবান? তিনিই তো! ওই মানুষগুলো তাঁরই পদপ্রান্তে প্রার্থনা জানাচ্ছে!

চরম তৃপ্তিতে গোঁফে মোচড় দিলেন রবি-রেক্স! তাঁকে পুজো করাই উচিত! কী ছিল এই শহরটা। আর তিনি কী বানিয়েছেন! রাস্তার পাশে জঞ্জাল, নোংরা মানুষ, ততোধিক নোংরা একটা শহর। রোগে গিজগিজ করা একটা রাজ্য। মশা-মাছিতে ভিনভিন করা, ঘিনঘিন করা একটা জায়গা। কথায় কথায় ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, প্লেগ, আরও নানা রকম নোংরা মহামারী। অথচ তাঁরই কল্যাণে আজ হাইটেক সিটি ঝাঁ চকচকে। সৌন্দর্যে বিদেশের যে-কোনও শহরকে হার মানিয়ে দেবে। সবদিক দিয়ে রোগমুক্ত। এখন হাইটেক সিটির রাস্তায় অবাঞ্ছিত কোনও হকার বা ভিখিরি দেখা যায় না।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

মজুর বা শ্রমিক শ্রেণির লোকেরাও এখানে নেই। কলকারখানায় তাদের জায়গা দখল করেছে উন্নত মানের রোবো-লেবাররা। রোবট দিয়ে যে পরিমাণ কাজ হয়, তা মানুষকে দিয়ে হয় না! এর জন্য বহু দরিদ্র মানুষের চাকরি গিয়েছে। কিন্তু তার পরোয়া করেন না রবি-রেক্স। উন্নয়নের জন্য অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে পরিত্যাগ করতে হয়। তিনি করেছেন। বস্তি নামে নোংরা ও বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা জনবসতির হাত থেকে এ রাজ্য অনেকটাই মুক্ত। যেটুকু বাকি আছে, সেটুকুও কয়েকদিন পরে থাকবে না! রবি-রেক্সের বিশ্বাস, এই আপাতত সুন্দর শহরটার স্রষ্টা তিনি। অতএব তিনিই হাইটেক সিটির মালিক। ভগবান!

"হ্যাপি বার্থ ডে বাবা!"

রবি-রেক্সের আত্মজা শ্যারন এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেল। রবি-রেক্স আঁতকে উঠে তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছেন, "এ কী! কী করছ!"

শ্যারন বিস্মিত। ধাক্কাটা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয়ে গিয়েছিল। সামলাতে না পেরে বেচারি মেঝেতে ছিটকে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু শারীরিকভাবে ব্যথা পাওয়ার চেয়ে মনে বেশি ব্যথা পেয়েছে মেয়েটা। সে শুধু খুব খুশি হয়ে আন্তরিকভাবে বাবাকে আদর করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাবা তাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে তা ভাবতে পারেনি। অভিমানে, বেদনায় তার বড়বড় চোখ জলে ভরে আসে।

রবি-রেক্স বিরক্ত হয়ে বলেন, "শুধু উইশ করতে পারো না? চুমু খেলে কেন? তাও আবার ব্রাশ না করে! তোমার মুখের স্যালাইভায় কত জীবাণু আছে জানো? এইরকম অসভ্যতামি আর কখনও আমি বরদাস্ত করব না।"

মেয়েটা চোখের জল সামলে নীরবে উঠে চলে গেল। রবি-রেক্স তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে গজগজ করে উঠলেন, "স্টাবর্ন কিড। কোনও কথা শোনে না। এখন আমায় আবার স্নান করতে হবে।"

রবি-রেক্সের চিরকালই খুঁতখুঁতে স্বভাব। হাইজিনের ব্যাপারে কারও সঙ্গে আপস করেন না। সে নিজের স্ত্রী বা মেয়েই হোক না কেন! লক্ষ করে দেখেছেন যে নিরানব্বইভাগ জীবাণু দেহে প্রবেশ করে স্পর্শের মাধ্যমে। তাই গোটা হাইটেক সিটিতেই কেউ কাউকে স্পর্শ করে না। সবার হাতই

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

পাতলা গ্লাভসে কনুই অবধি ঢাকা। দৈহিকভাবে পরস্পরকে ছোঁয়াছুঁয়ি এখানে বেআইনি। এমনকী স্বামী স্ত্রীকে বা সন্তানও বাবা-মাকে গ্লাভস ছাড়া ছুঁতে পারে না। নরম কবোষ্ণ ত্বকের ওপরে আদর করলে কী অনুভূতি হয় তা হাইটেক সিটির লোকজন ভুলেই গিয়েছে।

রবি-রেক্স ধীরে সুস্থে তৈরি হলেন তাঁর জন্মদিনের উৎসবে সামিল হওয়ার জন্য। প্রথমে একটা স্বাস্থ্যকর স্নান করলেন। শুধু জলে জীবাণু মরে না। তাই হাইটেক সিটিতে স্নান করার জন্য জল খরচ হয় না। প্রথমে ক্লোরিন গ্যাসে বাথরুম ভরতি হয়ে গেল। ক্লোরিন বাষ্পে ভিজে যাওয়ার পর তরল অ্যান্টিবায়োটিকে আপাদমস্তক স্নান। সেফটোবাইপ্রোল ফিফথ জেনারেশন, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস, স্ট্রেপটোগ্রামিনস প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিকে দেহ জীবাণুমুক্ত হয়। এরপর ভিটামিন ডি'র কৃত্রিম উর্যায় কিছুক্ষণ। বাথরুমের বাইরে একটা ইন্ডিকেটর লাগানো আছে। আর ভেতরে ব্লু লেন্স বডি স্ক্যানার। সে স্নানের প্রত্যেক পর্বেই ঘোষণা করে দেয় দেহ কত পার্সেন্ট জীবাণুমুক্ত হল।

"হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্যাকটিরিয়া ফ্রি।"

ইন্ডিকেটরে ঘোষণা শোনামাত্রই নিশ্চিন্ত হলেন রবি রেক্স! অন্যদিকে তাঁর পোশাকও জীবাণুমুক্ত হয়ে এসে পৌঁছেছে। তিনি ধীরেসুস্থে পোশাক পরে ফ্লাইং ড্রোনের উপর উঠে দাঁড়ালেন। ফ্লাইং ড্রোন, তথা ভাসমান চাকতি তাঁকে নিয়ে ধীরে ধীরে চলল পোডিয়ামের দিকে। সামনে পিছনে তাঁর দেহরক্ষী, তাঁরই পঞ্চাশটি ক্লোন, মাথার উপরে সুদর্শন চক্রের মতো ভাসমান জেনারেল ড্রোন। দরকার পড়লে আক্রমণ করতে এই ড্রোন একাই একশো। চাকার মতো ঘুরতে-ঘুরতে মুহূর্তের মধ্যে কয়েক হাজার বুলেটের বৃষ্টি করতে পারে একাই। শুধু রবি-রেক্সের একটা ভয়েস কমান্ড লাগবে।

ইতিমধ্যে বাইরে জনতা তাঁকে দেখতে পেয়ে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। আকাশে বাতাসে এখন তাঁরই জয়ধ্বনি। গানের সুরটাও যেন কয়েকগুণ চড়ে গিয়েছে। বিজয়গর্বে চতুর্দিকে তাকালেন রবি-রেক্স। তাঁর বুক গর্বে ফুলে গিয়েছে। গোটা শহরটা আজ চলে এসেছে তাঁর প্রাসাদের দোরগোড়ায়। এই না হলে ক্ষমতা, এই না হলে শাসক।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

একদিকে যখন হাইটেক সিটিতে রবি-রেক্স-এর জন্মদিন পালন হচ্ছে, ঠিক তখনই অন্যদিকে কিছু নোংরা চেহারার মানুষ মিছিল করে হাইটেক সিটির কাঁটাতার টপকে ঢুকে পড়ছে সিটির ভিতর। তারা জানত এটাই শহরে ঢোকার একমাত্র সুযোগ। কারণ আজ সমস্ত প্রহরী, সমস্ত রোবটবাহিনী ব্যস্ত থাকবে রবি-রেক্সের জন্মদিন পালন উৎসব উপলক্ষে। সেই ফাঁকেই গুঁড়ি মেরে এই অনভিপ্রেত মানুষেরা অনধিকার প্রবেশ করে ফেলেছে। তাদের হাতে কোনও অস্ত্র নেই। বরং তারা হাতে-হাত মিলিয়ে সমবেত স্বরে গান গাইতে-গাইতে এগিয়ে যাচ্ছে রবি-রেক্সের প্রাসাদের দিকে।

রবি-রেক্স তখন সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছিলেন। আজ তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে একটি আবক্ষ প্ল্যাটিনামের মূর্তি উদ্বোধন হবে। বলাই বাহুল্য, মূর্তিটি রবি-রেক্সের। বিদেশি এক ভাস্কর বহু যত্নে তৈরি করেছেন তাঁর এই আবক্ষ মূর্তিটি। অবশ্য তার জন্য প্রচুর খরচও করতে হয়েছে। কিন্তু যাঁরা এখনও পর্যন্ত মূর্তিটিকে দেখেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন— হ্যাঁ মূর্তির মতো মূর্তি বটে।

"আপনি কথা দিয়েছিলেন রাজ্যকে নতুন দিশায় নিয়ে যাবেন। কতটা সফল হয়েছেন?"

সাংবাদিকের প্রশ্নে একটা আলতো হাসির আমেজ ভেসে উঠল তাঁর মুখে। মৃদু ও শান্তস্বরে বললেন, "আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না? অতীতে এই শহরটাই রোগে, নোংরায়, দারিদ্র্যে ভুগত। আজ হাইটেক সিটি সম্পূর্ণ সুস্থ, পরিষ্কার ও ধনী শহর। আজ ফুটপাতে কোনও ভিখিরি নেই। বেশ্যালয় কী জিনিস তা এই শহর জানেই না। ফলস্বরূপ সমস্তরকম যৌনরোগ, এমনকী এড্‌সের মতো মারণ রোগকেও আমরা রুখতে পেরেছি। এই রাজ্যে শেষ কবে চুরি ডাকাতি বা খুনের মতো অপরাধ হয়েছে মনে করতে পারেন? আজ প্রত্যেক হাসপাতালে উন্নতমানের চিকিৎসা হচ্ছে। শিশুমৃত্যু নেই। যারা জন্ম নিচ্ছে তারা রোগকলঙ্কমুক্ত সমাজে জন্ম নিচ্ছে। এই মুহূর্তে রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে কোনও মানুষ নেই। তাকিয়ে দেখুন ওই ভিড়ের দিকে," বলতে-বলতেই জয়ধ্বনি করতে থাকা ভিড়ের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন তিনি। উদ্ভাসিত, গর্বিত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রত্যেকটি মানুষকে দেখুন, তাঁরা কত সুন্দর,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

কত স্বাস্থ্যবান। কত ধনী। একে আপনি সাফল্য বলবেন না তো কী বলবেন?"

"কিন্তু যাঁদের রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন, যাঁদের উচ্ছেদ করলেন, তাঁদের কী হবে? পুনর্বাসনের কথা কি আদৌ ভেবেছেন?"

প্রশ্নটায় মুখের হাসি মিলিয়ে গেল রবি-রেক্সের। প্রশ্নকর্তা সাংবাদিকের দিকে ভাল করে তাকিয়ে নিলেন তিনি, নতুন এসেছে নাকি? প্রতিবাদী দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে? জানে না, এই জাতীয় প্রশ্ন রবি রেক্সকে করতে নেই! গম্ভীর মুখে বললেন তিনি, "তারা এ রাজ্যের কেউ নয়। তাদের হাতে এ রাজ্যের আইডেনটিটি চিপ বসানো হয়নি। যেখানে তারা বসবাস করত, সেই জমি তাদের নয়। বে-আইনিভাবে এতদিন থাকছিল তারা। বস্তি বা ব্রথেলের এ রাজ্যের প্রয়োজন নেই। অপরাধীদের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং তাদের দায়িত্ব রাজ্য নেবে না।"

"তবে তারা যাবে কোথায়?" তরুণ সাংবাদিক আরও সাহসী, "আপনি বলেছেন, সবরকম আনপ্রোডাকটিভ মানুষকে এরাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে। শুধুমাত্র বস্তিবাসী অপরাধীরা বা ব্রথেল নয়, কয়েকলক্ষ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, পঙ্গুরা আশ্রয় হারিয়েছে। তাদের কী হবে?"

এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন রবি-রেক্স, "কী আশ্চর্য! কয়েক লক্ষ বুড়োবুড়ি আর পঙ্গুদের দিয়ে এ রাজ্যের কোন উপকারটা হবে? তারা কোনও কাজে সক্ষম নয়। তাদের সঙ্গে নিয়ে চললে শুধু পিছন দিকেই যেতে হবে। উন্নয়নের পথ ওটা নয়। তারা ইচ্ছে করলে অন্য রাজ্যে চলে যেতে পারে। কে বারণ করেছে?"

"কিন্তু অন্য কোনও রাজ্য যে তাদের আশ্রয় দিচ্ছে না।"

"দ্যাট ইজ নট মাই প্রবলেম ইয়ংম্যান," এবার উষ্মা মিশল তাঁর কণ্ঠস্বরে, "আমার সঙ্গে, আমার বিচারে, আমার মতো করে যারা এগোতে পারবে না, যারা ভাবতে পারবে না, আমার সঙ্গে একমত হবে না, তারা কেউ এ রাজ্যের শুভ চিন্তক নয়। তাই তাদের চিন্তা আমি করি না!"

"আপনি বলেছিলেন, এ রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে কোনও মানুষ নেই।"

"হ্যাঁ," অধৈর্য হয়ে বললেন তিনি, "মিথ্যে বলেছি?"

"তবে ওরা কারা?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন শুনেই সাংবাদিকদের দিক নির্দেশ করে তাকালেন রবি-রেক্স। দৃশ্যটা দেখেই তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। একী! হাইটেক সিটির ঝকঝকে পথে এই নোংরা মানুষগুলো কখন এল? ওদের দেখলে সবার প্রথমে যেটা বোঝা যায় যে, ওরা দরিদ্র। পরনে শতছিন্ন ময়লা পোশাক! মুখ, সারাদেহে নোংরা। দেখলেই মনে হয় রোগজীবাণুর আড়ত। মনে-মনে সিঁটিয়ে গেলেন রবি-রেক্স। আবার ওরা ফিরে এসেছে। ওদের তো তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কাঁটাতার টপকে আবার ফিরে এসেছে। কী সর্বনাশ!

দরিদ্রের মিছিল প্রতিবাদী গান গাইতে গাইতে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। কে নেই সেখানে? শিশু বৃদ্ধ নারী পঙ্গু—সব নোংরা মানুষ। একটা লম্বা মিছিল রাজ্যের নোংরা, রোগ ব্যাধি নিয়ে এদিকে আসছে। পেটে কতদিন ভাত পড়েনি কে জানে, না খেয়ে সব কঙ্কালসার। এই দারুণ শীতে লজ্জা নিবারণের জন্য আস্ত একটা পোশাকও কারও কপালে জোটেনি। শীতে হি-হি করে কাঁপছে। কেউ-কেউ হয়তো রোগেও ভুগছে। মুখগুলোয় যেন কালি পড়েছে। দুর্বলতায় পা টলমল করছে। তবু হেঁটে আসছে। পায়ে জোর না থাকলেও মনে জোর আছে বিলক্ষণ।

লোকগুলো শান্ত শীতের সকালে হাত তুলে পরিস্থিতিকে গরম করে তুলে প্রতিবাদ জানাতে লাগল। তাদের সমবেত কণ্ঠস্বর গর্জন করে উঠল, "রবি-রেক্স, হায় হায়। রবি-রেক্স, হায় হায়, রবি-রেক্স মুর্দাবাদ।"

তরুণ সাংবাদিকটি উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে চাইছিল। তার আগে তার ক্যামেরাম্যান টেনে সরিয়ে নিল তাকে। চাপা গলায় বলল, "ভাই, প্রথম কাজে এসেছিস। বেশি কথা বলিস না। নয়তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। আর এরপর যা ঘটবে, খবরদার তার রিপোর্ট করিস না। তোর ইন্টারভিউ নেওয়া হয়ে গিয়েছে। আর কিছু তুই দেখিসনি, শুনিসনি, জানিস না।"

"আমাদের কাজ ফিরিয়ে দাও। আমাদের ঘর ফিরিয়ে দাও।"

সাংবাদিক কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই প্রচণ্ড একটা শব্দ। ভিড়ের সামনে থাকা একটা বাচ্চা ছেলে কোথা থেকে একটা আধলা ইট তুলে নিয়ে ছুড়ে দিয়েছে রবি-রেক্সের আবক্ষ মূর্তি লক্ষ্য করে। প্ল্যাটিনামের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

মূর্তি সজোরে আওয়াজ করে উঠল, 'ঠং'! রবি-রেক্স তাকালেন শিশুটির দিকে। অতটুকু বাচ্চা ছেলে! অথচ তার চোখে কী আগুন। কী জ্বালা। কী ঘৃণা। শুধু একা সেই নয়, মিছিলের সমস্ত মানুষের চোখ যেন দাবানলের আগুনের মতো জ্বলছে। আগুন, চর্তুদিকে আগুন। এখনই হাইটেক সিটিকে তার সমস্ত সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা সমেত জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

আচমকা হাওয়ায় থ্রি ডাইমেনশনাল হলোগ্রাফিক বালিকার উদ্ভব। সে চিৎকার করে বলল, "ক্রা-ই-ম! ক্রা-ই-ম!" সবাই উদ্বেগ নিয়ে শাসকের দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি কিন্তু অদ্ভুত শান্ত। শুধু অস্ফুটে বললেন, "ফায়ার।"

মুহূর্তের মধ্যে গর্জন করে উঠল জেনারেল ড্রোন। হাইটেক সিটির বাসিন্দারা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এদিক-ওদিক ছুটছে। কারণ রবি-রেক্সের রোবট ডেস্ট্রয়াররা খুনোখুনি ছাড়া আর কিছু বোঝে না। আর একবার ফায়ার শব্দটা শোনার পর তারা আর থামবে না। বৃদ্ধ, নারী, শিশু কিছুই দেখবে না। তাদের কাছে একটা জিনিসই গুরুত্বপূর্ণ— শত্রুপক্ষের মৃত্যু।

তরুণ সাংবাদিক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল, অগ্রবর্তী শিশুটির দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল জেনারেল ড্রোনের গুলিবৃষ্টিতে। শরীরে অসংখ্য ছিদ্র নিয়ে পড়ে গেল সে। 'আঃ' শব্দটুকু করারও সময় পেল না সে। পিছন থেকে এক নারী চিৎকার করে এগিয়ে এসেছে। সম্ভবত সে শিশুটির মা। চিৎকার করে কেঁদে উঠে মৃত পুত্রসন্তানকে কোলে তুলে নিতে চাইল। তার আগে এক রোবট সেপাই তাকেও শেষ করে দিল।

রবি-রেক্স এই দৃশ্য থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছেন। রক্তারক্তি তিনি সহ্য করতে পারেন না। রক্তের রং ও গন্ধ দস্তুরমতো অপছন্দ তাঁর। রোবটবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, "মেক ইট ফাস্টার। রাস্তায় বা কোনও জায়গায় এক ফোঁটাও রক্ত দেখতে চাই না আমি।"

রোবটবাহিনী বুঝে গেল কী করতে হবে। তাদের নিধনযজ্ঞের গতি আরও বেড়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রতিবাদী মিছিল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল। আর কেউ আওয়াজ করছে না, শব্দ নেই। চতুর্দিকে রক্তের পূতিগন্ধ। হাইটেক সিটির রাস্তা পিছল হয়ে গিয়েছে রক্তে। শুধু সার সার লাশ পড়ে,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

থরে থরে ক্ষতবিক্ষত, ছিন্নভিন্ন খণ্ড হয়ে যাওয়া মৃতদেহ। কোথাও মুন্ডু, কোথাও কবন্ধ। কোথাও কাটা হাত পড়ে আছে। যে হাত একটু আগেই প্রতিবাদে আকাশ লক্ষ্য করে উঠেছিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেসব মৃতদেহ সরিয়ে ফেলা হল। রোবটবাহিনী যখন বুঝল যে আর একজন প্রতিবাদীও বেঁচে নেই, তখন সব লাশগুলোকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল বধ্যভূমির বাগানে। সেখানে প্রথমে অ্যাসিড দিয়ে গলিয়ে দেওয়া হল তাদের। তারপর মাটিতে পুঁতে ফেলা হল গলা মাংস। মরসুমি ফুলের বাগান তার থেকে সার টেনে নিয়ে আরও রঙিন হয়ে উঠবে। হয়ে উঠবে আরও সুন্দর। ক্লোনদল জল ঢেলে কয়েক সেকেন্ডে রাস্তা পরিষ্কার করে ফেলল। ওপর থেকে কোয়াডকপ্টার জল ঢেলে পরিষ্কার করেছে রক্তের দাগ। সমস্ত দাগ পরিষ্কার করে অ্যান্টিবায়োটিক পাউডার ছড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করে দিল রাস্তাঘাট। এই মুহূর্তে এই জায়গাটি দেখে বোঝা অসম্ভব যে একটু আগেই এক রক্তক্ষয়ী মানবনিধন যজ্ঞ হয়ে গিয়েছে এখানে।

এতক্ষণে রবি-রেক্স ফিরলেন এখানে। তাঁর মুখে তৃপ্তির ছাপ পড়ল। হ্যাঁ, আর কোথাও রক্তের দাগ নেই। কোথাও বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। বরং আগের চেয়ে পথঘাট ঝকঝক করছে বেশি।

নোয়াম চম্‌স্কি বলেছিলেন, "For the powerful, crimes are those that others commit।" বলাই বাহুল্য এই মুহূর্তে শহর আবার শান্ত। অবস্থা স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ। কোথাও কোনও ক্রাইমের লেশমাত্র নেই।

"কে যেন জিজ্ঞাসা করছিলেন যে এ রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে কেউ আছে কিনা?" তিনি হাত বাড়িয়ে দিক নির্দেশ করলেন। "তাকিয়ে দেখুন, কেউ নেই। সকলে এখানে সুস্থ, সুন্দর ধনী। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?"

উপস্থিত সবাই তখন ভয়ে কাঁপছে। কেউ কোনও কথা বলল না। সাংবাদিকেরও আর প্রশ্ন করার ক্ষমতা নেই। সবাই নীরব, বাকরুদ্ধ!

শুধু একটু দূরে দুটো মানুষ এসব আড়াল থেকে দেখছিল। তার মধ্যে একজন বললেন, "কী সাংঘাতিক। দারিদ্র্য শেষ করে দেবে বলেছিল, এ তো দরিদ্রদেরই শেষ করে দিল!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

অন্য লোকটি উত্তর দেয়, "এ লোকটা এমনই।"

প্রথমজন বলে, "রবি-রেক্স না টিরানোসরাস রেক্স। টি-রেক্সের চেয়েও এ লোকটি ভয়ংকর। এমন লোককে তো খুন করা উচিত। এ লোকটা বোধহয় আমাকে খুন করবে বা করাবে। এরকম শাসক থাকার চেয়ে...!"

দ্বিতীয়জন সজোরে হেসে উঠেছে, "'ব্যাড লাক! আপনি এখানে এই বিশেষ লোকটিকে বাঁচাতে এসেছেন। ওটাই আপনার মিশন। ভুলে গেলেন?"

"হো-য়া-ট!" প্রথমজন কেঁপে ওঠে, "কী বলছেন আপনি!"

দ্বিতীয়জনের চোখ কৌতুকে নেচে ওঠে। "কী বলছি বুঝতে পারেননি? নাকি লোকটাকে চিনতে পারেননি? অন্তত ক্লোনগুলোকে দেখে চেনা উচিত।"

প্রথমজন স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। তার কিছু বলার ক্ষমতা নেই। সম্ভবত বাক্‌শক্তি লোপ পেয়েছে। সে স্খলিত দেহে ওখানেই ঝপ করে বসে পড়ল। কোনওমতে বলল, "আমায় একবার ২০১৬-তে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন প্লিজ? আমি এখনও মানসিকভাবে প্রস্তুত নই।"

॥ ২ ॥

সন ২০১৬, কলকাতা

'ডাস্ট ডাস্ট নো-হোয়্যার, ডার্ট ডার্ট নো হোয়্যার
ডার্টি ফ্লোর ইজ নো হোয়্যার, হাইজিন ইজ এভরি হোয়্যার,
ডাস্ট ডাস্ট নো হোয়্যার...'

এই বাড়িতে পা ফেলতে না ফেলতেই শোনা যাবে উচ্চকণ্ঠে মেয়েলি বা পুরুষ কণ্ঠে গান! গানটা সুরেলা হলেও খুব শ্রুতিমধুর নয়। একটা যান্ত্রিক কণ্ঠ শুধু নোটগুলোকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। সেই স্পর্শে আলতো ধাতব স্বরের আভাস। তার কারণ গানটা কোনও মানুষ নয়, বরং একটি রোবট গাইছে। আর যে মানুষটি এই লোহা-লক্কড়ের না-মানুষ তথা, রোবটটিকে বানিয়েছেন, এই ভুতুড়ি তাঁরই।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

রোবটটির নাম 'টবরো'। হিউম্যানয়েড রোবট। টবরো এমনিতে দেখতে খুব সুদর্শন নয়। প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা রোডিয়ামের শরীর। মুখের আদল মানুষের মুখের মতো একেবারেই নয়। বরং টিভিতে দেখানো এলিয়েনের মতো তিনকোনা। মাথা বিশাল, থুতনির কাছটা ত্রিভুজের কোণের মতো সরু। চোখও টানা টানা, নিষ্পলক। মাঝে মাঝে একটা নীলাভ দ্যুতি চমকে চমকে উঠছে চোখে। পেটমোটা একটা দেহের গায়ে কাঠি কাঠি হাত পা। বলাই বাহুল্য দেখতে রোগা হলেও সে শক্তি রাখে প্রচুর। সচরাচর লোকে সোফার তলা, বা খাটের তলা পরিষ্কার করার সময় সোফা বা খাটটাকে যথাস্থানে রাখে। কিন্তু টবরো যখন ঝাঁট দেয়, তখন একহাতে থাকে ভ্যাকুয়ামক্লিনার, অন্যহাতে খাট-সোফা বা আলমারি। অনায়াসেই মাথার উপর তুলে ধরে। দেখলে মনে হয় গিরিধারী গোবর্ধন পর্বত মাথার উপর তুলে ধরেছেন!

"টবরো, একবার ল্যাবে আয়।"

ভিতরের ঘর, তথা ল্যাবরেটরি থেকে লাউডস্পিকারে গুরুগম্ভীর স্বরে ডাক এল। টবরো চকিতে মুখ তুলে তাকায়। এ কণ্ঠস্বর সে খুব ভালভাবেই চেনে। এ গলা তার সৃষ্টিকর্তার। নির্ঘাত কিছু দরকার পড়েছে। নয়তো এই সময় তিনি ল্যাব থেকে বের হন না। কিংবা কাউকে ল্যাবে ঢুকতে দেন না।

টবরো সন্তর্পণে ল্যাবে ঢুকল। ল্যাব তখন চুরুট ও নানাবিধ কেমিক্যালের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। ধোঁয়ার বহর দেখে মনে হচ্ছে লিট্‌ল বয় নামের অ্যাটম বোমটা ১৯৪৫ সালের ৬ অগস্ট হিরোসিমার উপর পড়েনি, বরং এইমাত্র এইখানে পড়েছে। পরমাণু বোমার সর্বনেশে ধোঁয়াকুণ্ডলী গ্রাস করেছে আকাশ-পাতাল। অথবা এটা কোনও ল্যাব নয়। ভারত-পাক সীমান্ত। যেখানে সদ্য বোম্বিং হয়ে গিয়েছে।

টবরো একবার আড় চোখে অ্যাশট্রের দিকে তাকায়। সেখানে যে পরিমাণ ছাই জমা হয়েছে তা হয়তো ধাপার মাঠের আবর্জনার পরিমাণকেও হার মানিয়ে দেবে। সে মৃদু মেয়েলি স্বরে বলে, "আপনি আজ প্রচুর চুরুট খেয়েছেন।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"স্টপ বিয়িং মাই ওয়াইফ টবরো," ধোঁয়াজালের অপর প্রান্ত থেকে উত্তর এল, "হেল্প মি।"

টবরো উত্তর না দিয়ে কোমরে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ দৃশ্যটা দেখল। তারপর ভ্যাকুয়ামক্লিনার দিয়ে টেনে নিল সব ছাই, পোড়া চুরুটের অংশ। পিছনেই দাঁড়িয়েছিলেন বিজ্ঞানী ড. রবিনসন। হাওয়ার টানে তাঁর লম্বা দাড়ির কিয়দংশও ধেয়ে এল ভ্যাকুয়ামক্লিনারের অভিমুখে।

"হে-ই!" ড. রবিনসন কাঁউমাউ করে উঠে দাড়ি সামলালেন, "এটা কী হচ্ছে? তুই আইন অমান্য করছিস।"

টবরো একটু থেমে থেকে তার মাছের মতো কালো দুটো চোখ রবিনসনের উপর ন্যস্ত করেছে। তার চোখে নীলাভ জ্যোতি ঝলসে উঠল। বোধহয় কথাটার মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করছে।

"এ রোবট মে নট ইনজিওর এ হিউম্যান বিইং অর থ্রু ইন অ্যাকশন, অ্যালাউ এ হিউম্যান বিইং টু কাম টু হার্ম!" তিনি গজগজ করে ওঠেন, "আর একটু হলেই আমার দাড়ি ছিঁড়ছিল।"

" দাড়ি ধরে টানাটা হার্মফুল নয়। বরং ওই আগাছার জঙ্গল গেলেই ভাল হয়।"

"ইসসসসা লা!" বিস্ময়ে মুখ থেকে শব্দ বেরিয়ে এল তাঁর। টবরো অত্যন্ত লক্ষ্মী রোবট। কখনও সে মুখে মুখে তর্ক করে না। তবে আজ হল কী!

"আমার দাড়ি আগাছার জঙ্গল! শালা, বলিস কী!"

"আপনি অপশব্দ বলছেন," টবরো নিস্পৃহমুখে জবাব দেয়, "আপনাকে মানায় না।"

টবরোকে এমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে যে, কোনওরকম অপশব্দ শুনতে পেলেই সে সর্তক করে দেয়। বাঙালি, বিহারি, পঞ্জাবি, ইংরাজি, আরও অন্তত পঞ্চাশটা ভাষা সে বুঝতে ও ঝরঝর করে বলতে পারে। উক্ত চুয়ান্নটি ভাষার মধ্যে কোনও একটি ভাষায় স্ল্যাং ব্যবহার করলেই রক্ষে নেই। টবরো ঠিক ক্যাঁক করে ধরবেই।

" 'শা-লা' অপশব্দ! কোন শালার ব্যাটা শালা বলে!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

এই মুহূর্তে অবশ্য ডক্টর ভুলেই মেরেছেন যে টবরোর মেমরিতে 'শালা' শব্দটি অপশব্দ হিসেবে তিনিই চিহ্নিত করেছেন।

"আপনি নিজেই আমার মেমোরিতে ডাউনলোড করেছেন স্যার," টবরো উত্তর দিল, "আমি যা বলছি, তা আপনি বলাচ্ছেন। আমি যা করছি তা আপনিই করাচ্ছেন। আমি কোনওটাই ইচ্ছাকৃত করছি না।"

"তুই তো আমাকে ভগবান বানিয়ে দিলি রে শুয়োরের বাচ্চা," একখানা চুরুট আরাম করে ধরিয়ে ড. রবিনসন গেয়ে উঠলেন, "আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী/আমি ঘর তুমি ঘরনি/আমি রথ, তুমি রথী/ যেমন চালাও, তেমনি চলি/ সকলি তো-মা-রি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি-ই-ই-ই।"

টবরো ফের কড়কড়ে মেয়েলি গলায় তার কণ্ঠসাধনাকে বাধা দেয়, "শুয়োরের বাচ্চা অপশব্দ।"

"ধুর শালা ফের ইন্টারাপ্ট করলি!"

" 'শালা' অপশব্দ!"

"আচ্ছা...আচ্ছা...," ড. রবিনসন আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বললেন, " 'শ্যালক' চলবে?"

এক মুহূর্ত চুপ থাকল টবরো। সম্ভবত তার কয়েক কোটি শব্দভাণ্ডারের মধ্যে 'শ্যালক' শব্দটির তল্লাশি চালাল। আপনমনেই জানায়, "শ্যালক, তথা পত্নীর ভ্রাতা, বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি। ইংরাজিতে ব্রাদার ইন ল। হিন্দিতে 'সালা'। পঞ্জাবিতে ভ্রা-ভিচ-কনুন্। চাইনিজে মেইফু।"

"ওরে সুনীতি চাটুজ্যের চলতা-ফিরতা ওডিবিএলএর প্রেতাত্মা," এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন তিনি, "আমি গোটা বিশ্বের ভাষা অনুবাদ করতে বলিনি। শুধু বলেছি চলবে কিনা।"

"চলবে। অপশব্দ নয়।"

"বেশ, শ্যালক আমার।" তিনি ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বললেন, "তুই মেয়ের গলায় কথা বলছিস কেন? মুখে মুখে তর্কই বা করছিস কেন? তোকে কোন মোডে সেট করেছি রে? মোড্ বল।"

"ওয়াইফ স্যার।"

"সর্বনাশ!" এতক্ষণে টবরোর তর্কালংকার হয়ে ওঠার রহস্য বুঝতে পারলেন ডক্টর। টবরো এমনই একটা হিউম্যানেয়েড সেকেন্ড জেনারেশন রোবট যাকে যখন খুশি নানা মোডে সেট করা যায়। কখনও 'ফ্রেন্ড', কখনও

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

'ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট' কখনও বা 'সার্ভেন্ট', তেমনই 'ওয়াইফ' মোডেও সেট করা যায় ওকে। ডক্টর রবিনসন যখন যাকে মিস করেন তখন তার মতো করে সেট করে দেন টবরোকে। স্বাভাবিক। অতিকষ্টে তিল তিল করে গড়ে তোলা এই একচিলতে ল্যাবরেটরিতে দিনের পর দিন কাজ করে যান উনি। বাড়ির এদিকটায় কেউ আসে না। বলা ভাল, তিনি কাউকে আসতে দেন না। এখানে তাই একা-একা কাজ করে যান তিনি। অর্থাভাবে ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টও রাখতে পারেননি। একমাত্র সঙ্গী বলতে ওই টবরো। তাই বৈচিত্র্য আনার জন্য ওকে নানা মোডে সেট করে দেন। কখনও বন্ধুর মতো সে চিত্তবিনোদন করে, গল্পগাছা করে, কখনও সিরিয়াস ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টের মতো মনোযোগ দিয়ে বৈজ্ঞানিক কাজে সাহায্য করে। কখনও বা আবার সুগৃহিণীর মতো রান্নাবান্না করে। ঘর গোছগাছও করে। রাত জেগে কাজ করার দিনগুলোয় সযত্নে ধরিয়ে দেয় কড়া কফির ধূমায়িত কাপ। প্রিয়তমা পত্নীর মতো এই সংসারে উদাসীন, উসকোখুসকো বৈজ্ঞানিকটিকেও মুখ ঝামটাও দেয়। ড. রবিনসন টবরোর এই গৃহিণীপনা দেখে মিটিমিটি হাসেন। মজা পান।

কিন্তু এখন মজা পাওয়ার সময় নয়। দীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রাণপণ প্রচেষ্টায় যে আবিষ্কারটির কাজ শেষ করে এনেছেন, এখন তার অন্তিম মুহূর্তের কাজ চলছে। বাইরে যতই শান্ত থাকার চেষ্টা করছেন, ভিতরে ভিতরে ঠিক ততটাই উত্তেজিত। এত কষ্ট স্বীকার করে এত লড়াইয়ের পর যে জিনিসটি আবিষ্কৃত হতে চলেছে, কেমন হবে তার জন্মক্ষণ। অন্যদিকে ড. রবিনসনের স্ত্রীও অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু আগত সন্তানের প্রতি মনোযোগ নেই তাঁর। যেমন ভাবে হাজার হাজার শিশু মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে চলেছে, ঠিক তেমন ভাবেই জন্ম নেবে তাঁর সন্তান। এতে চিন্তার কী আছে? নতুনত্বেরই বা কী আছে? কিন্তু তাঁর নিজের হাতে তৈরি এই আবিষ্কার কেমন হবে? জন্মলগ্নেই কি তার কেরামতি দেখাবে? প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় কেমন হবে? ভাবতে ভাবতে গায়ে শিহরন লাগে ড. রবিনসনের। বুকের ভিতরটা শিরশির করে উঠে।

তিনি টবরোকে ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টের মোডে সেট করতে করতে ভাবছিলেন অতীতের কথা। প্রথমদিকে তাঁর নিজের মনে হত অদ্ভুত এক পাগলামির দিকে দৌড়োচ্ছেন তিনি। কয়েকদিন পর তিনি বাদে সবারই মনে হতে লাগল

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

এ নিতান্তই পাগলামি। আর কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর মনে হল অসম্ভব! তখন নিজের পরিবার, নিজের স্ত্রীও পাশে এসে দাঁড়ায়নি। শুধু পাশে ছিল একজন। তার বন্ধু সৌম্যদীপ। সৌম্য বলেছিল, "যে যাই বলুক, আমার বিশ্বাস তুই পারবি।"

যে কম্পিউটার তিনি বানাতে চেয়েছেন তার জন্য একটা আস্ত নিভৃত ল্যাব দরকার ছিল। কিন্তু কোনও বাণিজ্যসংস্থা বা সরকার এগিয়ে আসেনি সাহায্য করতে। সৌম্যর চেষ্টায় একাধিক স্পনসরের সঙ্গে মিটিং করেছেন রবিনসন। কিন্তু সবারই এক কথা, "খামোখা জ্যোতিষীদের ভাত মারছেন কেন? ওদের কাজ ওদেরই করতে দিন না। আপনি আপনার কাজ করুন।"

ড. রবিনসন বোঝানোর চেষ্টা করলেন, "আমার কম্পিউটার প্রেডিক্ট করবে না স্যার। ভবিষ্যৎটাই নিখুঁতভাবে বলবে। যেমন ধরুন, আপনি আমার সঙ্গে এখন মিটিং করছেন। আগামী পাঁচ মিনিটে কী হবে তা আমার কম্পিউটার বলে দেবে। আর আপনি যদি ভবিষ্যৎ জানতে পারেন তবে প্রয়োজন বুঝে পালটে নিতেও পারেন। এর জন্য আপনার বার্থ ডেট, বার্থ প্লেস বা ইয়ারের দরকার নেই। আপনার সঙ্গে রিলেটেড একশো ছাব্বিশ গিগাইলেকট্রন ভোল্টের ভরের অদৃশ্য কণাকে এ রিড করতে পারে। এক সেকেন্ডের এক লাখ ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে কণাকে সে ক্যাচও করে নেবে। এবং আপনি যখনই কম্পিউটারের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে আসবেন তখনই আপনার শরীরের সূক্ষ্ম একটি ডিএনএ স্যাম্পেল এবং পজিটিভ, নেগেটিভ এনার্জি ক্যাচ করে।"

"ইউ মিন, ঈশ্বরকণাকে ধরে ভূত ভবিষ্যৎ সব জেনে নেবে! হাঃ...হাঃ...হাঃ মশাই, ঘুরে ফিরে সেই ঈশ্বরকণার ওপরই বাতেল্লা দিচ্ছেন। এ ঈশ্বরকণা না রুইমাছ যে জাল ফেললেই উঠে আসবে। এতগুলো বড় বড় বিদেশি বিজ্ঞানী মিলে পারছে না, আর আপনি পারবেন!"

"আমার যন্ত্র অ্যালাস এবং সিএমএস-এর চেয়েও উন্নত। আমার কাছে সিএমএসের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি শক্তিশালী চৌম্বক গোলক আছে। আমি নিজে বানিয়েছি!"

"তা হলে আর কী! নোবেলের জন্য পাঠিয়ে দিন। পেয়ে যাবেন।"

উলটোদিকে অমুকচন্দ্র তমুকের কিন্তু মনোভাবের কোনও পরিবর্তন নেই। ডক্টর রবিনসনের মুখের উপর সজোরে হেসে উঠে, তাঁর কথায়

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

অসভ্যের মতো বাধা দিয়ে বললেন, "দেখুন এটা যদি মারণাস্ত্র গোছের কিছু হত কিংবা দুরারোগ্য মারণ ব্যাধির ওষুধ, তবু কিছু একটা চেষ্টা করা যেত। কিন্তু একটা জ্যোতিষী কম্পিউটারের পিছনে টাকা খরচ করার কোনও অর্থ নেই, ভবিষ্যৎ ঠিক করার জন্য ঈশ্বর আছেন, সেগুলো বলে দেওয়ার জন্য জ্যোতিষী অমুকবাবা, তমুক শাস্ত্রীরাই যথেষ্ট।" বলতে বলতে তিনি টবরোর দিকে তাকিয়েছেন। "বরং আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট রোবটটির মতো রান্না, ঘরকন্নায় ওস্তাদ রোবট আরও তৈরি করতে চান তো সেটা কনজ্যিউমারদের পক্ষে লোভনীয় হবে। সে ক্ষেত্রে হয়তো সাহায্য করার কথা ভেবে দেখতেও পারি।"

উত্তরে একটি বিনম্র হাসি মুখে প্লাসটিকের মতো সেঁটে মনে মনে গজগজ করতে-করতে মিটিং ছেড়ে উঠে এসেছিলেন তিনি। বাইরে এসে আর থাকতে না পেরে অস্ফুটে বলেই ফেলেছিলেন, "হুঃ! ভবিষ্যৎ ঠিক করার জন্য ঈশ্বর আছেন। তোর মাথা আছেন। পারলে ঈশ্বরকণা দিয়ে ঈশ্বর মারার বোমা তৈরি করে! মারণাস্ত্রে টাকা ঢালবে! শুয়োরের বাচ্চা!" টবরো তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, "অপশব্দ"।

"বরাহনন্দন! হয়েছে?"

চুরুটের শেষ টানটা মেরে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে অতৃপ্তদৃষ্টিতে ল্যাবের চতুর্দিকটা দেখলেন ডক্টর রবিনসন। এই ঘরটা শরিকি বাড়ির ভাগ-বাঁটোয়ারা হওয়ার ফলে পেয়েছেন তিনি। এ বাড়িতে বিশেষ কেউ থাকে না। দু'-চার ঘর বুড়োবুড়ি আছে। আর সারি সারি ঘর তালাবন্ধ হয়ে আছে। উত্তরাধিকারীরা কেউ বিদেশে সেটল্‌ড, কেউ বা অন্য রাজ্যে মোটা মাইনের চাকরি করে। তবু নিজের হক কেউ ছাড়বে না। ওপরে দুটো কামরা নিয়ে তিনি ও তাঁর স্ত্রী থাকেন। উপস্থিত অবশ্য তাঁর স্ত্রী নিজের বাবা-মা'র কাছে আছে। তাই সংসারে আপাতত দুটি প্রাণী। তিনি ও টবরো। অবশ্য টবরোকে যদি প্রাণী বলা যায়!

ডক্টর রবিনসন আলগোছে ঘরটার দিকে তাকালেন। এই দশ ফুট বাই বারো ফুট ঘরে কোনওরকমে তিনি ল্যাবরেটরি বানিয়ে নিয়েছেন। নামেই অবশ্য ল্যাবরেটরি। কাজের বড্ড অসুবিধা হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। বাড়ির ছাতও তেমন। বৃষ্টিতে ছাত চুঁইয়ে জল পড়ে। জিনিসপত্র কোথায় রাখবেন

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

ভেবে অস্থির হয়ে যান ডক্টর রবিনসন। এর আগে কম্পিউটারের প্রোটোটাইপ প্রায় বানিয়ে ফেলেছিলেন। বৃষ্টিতে কম্পিউটারের প্রোটোটাইপে জল পড়ে বহু বছরের নিরলস পরিশ্রমের সর্বনাশ করে ছেড়েছিল। কম্পিউটার, দামি দামি জিনিসপত্র, তাঁর আবিষ্কার করা ছোট ছোট যন্ত্রপাতি সমস্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বর্ষায়। বাধ্য হয়েই পৈতৃক জমি, তাঁর স্ত্রীয়ের গয়না বেচে, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নামে শেষ যে সম্বল ছিল, সব নিঃশেষ করে আবার নতুন করে শুরু করতে হয়েছিল। লোকে তাঁর কাণ্ড দেখে হেসেছে। ভেবেছে পাগলা বৈজ্ঞানিক সর্বস্বান্ত হল। স্ত্রীর সঙ্গেও কম মনকষাকষি হয়নি। কিন্তু ডক্টর রবিনসন হার মানেননি। সাহায্যের জন্য দোরে-দোরে ঘুরেছেন। ঘাড় ধাক্কা খেয়েছেন। তবু হাল ছাড়েননি।

ভাবতে ভাবতেই একটা পরিতৃপ্তির হাসি ভেসে ওঠে তাঁর মুখে। হ্যাঁ, বহু কষ্ট পেয়েছেন। ঠিকমতো খাওয়া জোটেনি বহুদিন। শরীর হাড়সর্বস্ব হয়ে গিয়েছে। সর্বক্ষণ অঙ্ক কষতে কষতে জীবনের ছোটখাটো সুখ-দুঃখকে অবহেলা করেছেন। জীবনের পরিচিত অঙ্কগুলো মেলেনি। লোকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চুপ করে হজম করেছেন। প্রচণ্ড পরিশ্রমে ইনসমনিয়া হয়ে গিয়েছে। আজকাল তো আরও উত্তেজনায় ঘুম আসে না। আর কয়েকটা স্টেপ। আর কয়েকটা স্টেপের পরে সকলের সব সমালোচনা থামিয়ে দিতে পারবেন।

"এতগুলো বড় বড় বিদেশি বিজ্ঞানী মিলে পারছে না আর আপনি পারবেন?"

চাবুকের মতো সপাং করে এসে লাগল কথাটা। ডক্টর রবিনসন টবরোকে ছেড়ে দিয়ে আড়চোখে নিজের প্রোটোটাইপের দিকে তাকালেন। তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। মনে মনে বললেন, 'আমি কী পারি তা তোমরা জানো না মূর্খ সম্রাট। আমি কী করতে পারি, কী করতে পেরেছি, তা এখন বোঝার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আরও কয়েক দশক পরে বুঝবে এটা কী! ভবিষ্যৎ ভগবান গড়ে, আমি বিশ্বাস করি না। ঈশ্বরকণাও বিজ্ঞান। আর বিজ্ঞানই ঈশ্বর। বিজ্ঞানই ভবিষ্যৎ পালটাবে।"

"স্যার, এই অঙ্কটা এখনও আনসল্‌ভড আছে।" টবরো এখন ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট মোডে সেট হয়ে গিয়েছে। সে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকায়। এবার পুরুষালি কণ্ঠস্বরে জানায়, "ওই অঙ্কটা মিলছে না।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"হ্যাঁ রে।" ডক্টর রবিনসন আস্তে আস্তে বললেন, "কিছুতেই মিলছে না। সেইজন্যই তোকে ডাকছিলাম।"

টবরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, "সিরিজে ভুল হয়েছে তো স্যার।"

তিনি উত্তেজিত হয়ে লাফিয়ে ওঠেন, "ঠিক বলেছিস তো! এঃ, পুরো সিলি মিসটেক। আয়, অঙ্কটা আবার কষে ফেলি।"

ব্ল্যাকবোর্ডে ডানা মেলল এ বি সি ডি, থিটা, গামা ল্যামডা। কালো ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর সাদা চক ছোঁওয়াতেই যেন নতুন উদ্যম পেলেন ডক্টর রবিনসন। ঘড়ির কাঁটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাওয়ার ইঙ্গিত দিল। পিনপিন করে মশা ছেঁকে ধরেছে অঙ্কে মগ্ন বৈজ্ঞানিককে। চামড়া ফুটো করে রক্ত শুষে নিচ্ছে তারা। রক্ত খেতে খেতে পেট মোটা হয়ে গেল তাদের কিন্তু কোনও সাড় নেই মানুষটির। থামছেন না তিনি। অঙ্ক যত মেলার পথে এগোচ্ছে, ততই উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে, বুকের ভিতর অদ্ভুত এক দাপাদাপি। সাফল্য আসছে। খুব বড় সাফল্য। কিন্তু কেমন দেখতে হবে সেই সাফল্য। কেমন হবে যখন ছোট কম্পিউটারের পরদায় নীল আলোয় উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে ওই ঈপ্সিততম শব্দগুলো। "ওয়েলকাম টু ফিউচার।" কেমন হবে গোটা জিনিসটা! কেমন হবে সে! কেমন হবে তাঁর অনাগত সন্তান। কেমন হবে...কেমন...!

॥ ৩ ॥

'নাচত ত্রিভঙ্গ ইয়ে,

নন্দন বৃন্দাবন যমুনাতট অমিতমনমদ মাধ্বীমর্দন মৃদুল অভিনব চলত সুন্দর অঙ্গ

তন দীপত দামিনী কুর কারি, মুখ সুধাকর মনোহারী

কুটিল দৃষ্টি, কটাক্ষ সংযুত, চপল নয়ন কুরঙ্গ,

নাচত ত্রিভঙ্গ ইয়ে...

বিপুল তরঙ্গ রে,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

সব গগন উদ্বেলিয়া মগন করি অতীত অনাগত আলোকে উজ্জ্বল জীবনে চঞ্চল একি আনন্দ তরঙ্গ!'

শীতকালে শিশিরে পা ভেজাতে বড় ভালবাসেন সৌম্যদীপ। এমন ঠান্ডা শিশির আর কখনও পাওয়া যায় না। পায়ের নীচে গলে গেলেই মনে হয় হিমেল বরফের এক চিলতে টুকরো পায়ের তলায় এসে পড়েছে হয়তো। নগ্ন পায়ের পাতা ভিজে যায়। এই মুহূর্তটাকে বড় শান্ত, বড় পবিত্র মনে হয় তাঁর। কোথাও কোনও শব্দ নেই। অন্ধকার আছে, অথচ নেই। অর্থাৎ অন্ধকারের আবছা অবয়বের পিছনে আস্তে আস্তে প্রকট হয়ে উঠছে দিনের আভাস। অন্ধকারের ছায়া ছায়া মূর্তির পেছনে কুসুম কুসুম আলো পুব আকাশে উথলে পড়ছে।

দেখতে দেখতেই এক খণ্ড বড় হিরের মতো ঝলমলিয়ে টুক করে উঠে পড়ল সূর্য। আপাতত সে শান্ত, নম্র। তবু এই সুবর্ণগোলকের উত্থানে স্তম্ভিত না হয়ে পারলেন না সৌম্যদীপ! রোজই তিনি সূর্যোদয় দেখেন। রোজই অবাক হন। ভাবতে অবাক লাগে, কোন অজ্ঞাত শিল্পী এতগুলো রং একসঙ্গে মিশিয়ে অদ্ভুত এই দৃশ্যপটের পরিকল্পনা করে রাখে। ঠিক মতো দেখলে দেখা যায়, রোজ সূর্যোদয়ের সময় আকাশ একরকম থাকে না। প্রতিটি সূর্যোদয় একে অন্যের চেয়ে আলাদা। কোনও দিন আকাশ নীলাভ, কোনও দিন স্লেটের মতো। কখনও রুপোলি। কখনও আরশির মতো স্বচ্ছ আবার কখনও ঘন সাদা মার্বেলের মতো ঘষাটে সাদা থাকে। কোনও দিন সোনালির দাপট বেশি, আবার কোনও দিন রুপোলি অভ্রের নম্র ঝিকিমিকি। কে করে এসব! কার হাতের খামখেয়ালি তুলির টানে আকাশটা এমন সুন্দর হয়ে ওঠে।

দু'হাত তুলে সেই অজ্ঞাতদের প্রতি প্রণাম জানালেন তিনি। বিস্ময়ে আপনমনে গুনগুনিয়ে উঠলেন,"তাই দুলিছে দিনকর চন্দ্র তারা, চমকি কম্পিছে চেতনাধারা

আকুল চঞ্চল নাচে সংসার, কুহরে হৃদয় বিহঙ্গ।

বিপুল তরঙ্গ রে...!"

"সৌম্য!"

সূর্যপ্রণাম করতে না করতেই পিছন দিক দিয়ে মৃদু অথচ উত্তেজিত ডাক

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

এল। সৌম্যদীপের মুখে মৃদু বিস্ময় ভেসে ওঠে। পাগলটা আজ ভোর হতে না হতেই এসে হাজির হয়েছে! তাঁর বহু বছরের সুহৃদ। একমাত্র বন্ধু, ড. স্যাভিয়েল রবিনসন। তিনি ধীর গতিতে পিছন ফিরলেন। আশা ছিল, পিছন ফিরেই রবিনসনকে নতুন অবতারে দেখতে পাবেন। না, নিরাশ হননি তিনি। রবিনসনের চিরকালীন ফরসা ফুটফুটে মুখে একগুচ্ছ বহুদিনের না কামানো দাড়ি। দাড়ির জঙ্গলে মুখ প্রায় দেখাই যায় না। চুলে কতদিন চিরুনি পড়েনি খোদায় মালুম! চেহারাটাও ভেঙে গিয়েছে। কয়েকটা হাড়ের উপর চামড়াই সার। পরনে ময়লা রাত পোশাক। মুখ দেখেই বোঝা যায়, সারারাত ঘুমোয়নি লোকটা। চোখদুটোয় বিশ্বের সব ক্লান্তি এসে জমা হয়েছে। তবু চোখদুটোই ওর গোটা দেহের ব্যতিক্রম। একটা অদ্ভুত ঐশ্বরিক দীপ্তিতে জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। যেন এইমাত্র রাজ্য জয় করে এল।

"সৌম্য," রবিনসন প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরলেন সৌম্যদীপকে, "সুখবর আছে। আমায় কনগ্র্যাচুলেট কর।"

সৌম্য তাঁর ঘাড়ের কাছে চিনচিনে ব্যথাটা ফের টের পেলেন। রবিনসন জানেন না, সৌম্যদীপের ইদানীং এই ব্যথাটা মাথা পেঁচিয়ে প্রায় নেমে আসছে ঘাড়ে। বন্ধুকে তো দূর, বাড়ির কাউকেই জানাননি তিনি। ডাক্তার দেখিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু রোগের উপশম হয়নি। বরং মাঝেমধ্যে প্রচণ্ড, তীব্র ব্যথা কয়েকমুহূর্তের জন্য অসাড় করে দেয় তাঁকে। ডাক্তার বেশ কিছু টেস্ট দিয়েছেন ঠিকই। সেসব টেস্ট হয়ে গিয়েছে। কালই তার রিপোর্ট পেয়েছেন। কিন্তু কাউকে কিছু বলেননি।

রবিনসনকে জড়িয়ে ধরে অবাক হলেন সৌম্যদীপ। প্রথমত, সে এই সময়ে কখনওই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসে না। আসার কথাও নয়। এখন তার ল্যাবে থাকার কথা। সূর্যোদয় দেখার মতো রোমান্টিক রবিনসন নয়। তা ছাড়া তার ভদ্রতাবোধ ভয়ংকর। অসময়ে হাজির হয়ে কাউকে অপ্রস্তুত করতে চায় না। তবে আজ এমন কী হল যে, সব নিয়ম-কানুন ভাঙচুর করে চলে এল সে। দ্বিতীয়ত সে এত কাঁপছে কেন! তার আলিঙ্গনের মধ্যে থরথর করে কাঁপছে শীর্ণদেহী মানুষটা। শীতে কাঁপছে? না উত্তেজনায়! সৌম্যদীপ

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

তার হৃৎপিণ্ডের গতিবিধি অনুভব করতে পারছেন। ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটা ভীষণ আনন্দে, অদ্ভুত আনন্দে ধকধক করে উঠল। তার দপদপানি নিজের বুকের পাঁজরে অনুভব করতে পারছিলেন তিনি। বন্ধুর আনন্দে তাঁরও মন ভরে গেল। আন্তরিকভাবে বললেন, "কনগ্র্যাট্স রবি। আগেই তো বলেছিলাম, চিন্তার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"চিন্তার নেই মানে?" রবিনসন তাকে ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "বলিস কী শালা? দ্যাখ, আমাকে দ্যাখ। আমি একজন সর্বস্বান্ত মানুষ। ইউ ক্যান সে মি বেগার। কিন্তু তবু আজ আমার আনন্দের শেষ নেই। আই ফিল লাইক আ কিং। আই অ্যাম আ প্রাউড ফাদার। এক্ষুনি আমার সঙ্গে চল।"

"এখনই!" সৌম্যদীপ অপ্রতিভ হলেন। পাগলা রবির মাথাটা পুরোপুরি গিয়েছে। এখন কি তার সঙ্গে যাওয়া উচিত? বউদি হয়তো ক্লান্ত থাকবে। তা ছাড়া যে সুখবর দেখাতে চাইছে সেও হয়তো ঘুমোচ্ছে। এখন মূর্তিমান আপদের মতো হাজির হওয়ার কোনও মানে হয়?

"এখনই না রে," তিনি অপ্রতিভ হাসি হাসছেন, "তা ছাড়া এত তাড়ার কী আছে? সুখবর তো পালিয়ে যাচ্ছে না! পরে ঠিকই দেখতে পাব।"

"পাবি।" তাঁর সপ্রতিভ উত্তর, "কিন্তু ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্সের আনন্দ পাবি না? তার আনন্দই আলাদা।"

রবিনসনের কথাটা ঠিক ধরতে পারল না সৌম্যদীপ। তা ছাড়া পাগলটা যখন একবার খেপেছে, তখন ছাড়বে না। অথচ সুখবর দেখতে যাওয়ার সময়টাও ঠিক নয়। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তুই ঘরে আয়। জমিয়ে এক কাপ চা খাই। শুনি তোর ঘরে লক্ষ্মী এলেন না নারায়ণ। তারপর..."

রবিনসন সজোরে তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, "ওই দ্যাখ, এর মধ্যে আবার লক্ষ্মী এসে গেলেন কোথা থেকে। তোরা আবার কথায় কথায় দেব-দেবীর কথা তুলিস। নাঃ, তোদের ভাষায় লক্ষ্মী আসতে এখনও দেরি আছে। তবে আসবে ঠিকই। আস্তে আস্তে আসবে। তা ছাড়া লক্ষ্মীর প্রতি আমি কোনওদিনই ইন্টারেস্টেড নই। বরং সরস্বতী আমার কাছে অনেক বেশি আকাঙ্খিত।" একটু ভেবে বললেন, "হ্যাঁ, আমার ঘরে সরস্বতী এসেছে বলা যায়।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

এবারও তার কথা ঠিক ধরতে পারলেন না সৌম্য। অবাক হয়ে বললেন, "আমি বাপু এত ভেবেচিন্তে বলিনি। জাস্ট জানতে চাইলাম ভাইপো না ভাইঝি।"

এবার না বোঝার পালা রবিনসনের। তার মুখ কেমন যেন লম্বাটে হয়ে গিয়েছে, "মানে"?

"মানে আবার কী?" এবার আরও অবাক সৌম্য, "ছেলে না মেয়ে হল তাই জিজ্ঞেস করছি।"

"ছেলে বা মেয়ে হবে কেন?" রবিনসন রেগেমেগে বললেন, "আমি কি প্রেগন্যান্ট?"

"কী জ্বালা!" কপাল চাপড়ালেন সৌম্য, "তুই হতে যাবি কেন? বউদি তো প্রেগন্যান্ট। বউদির এক্সপেকটেড ডেট কাছেই না?"

"হ্যাঁ। তাতে কী?" রবিনসন বিরক্ত হলেন, "আমি ভাবছি অন্য কথা আর তুই ভাবছিস অন্য কিছু।"

সৌম্য কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। গোটা ব্যাপারটা কিছুই তাঁর মাথায় ঢুকছে না। রবিনসনের বাবা হওয়ার সুখবর এটা নয়। তবে কীসের সুখবর? কষ্টে-দুঃখে পাগল হয়ে গেল? নাকি এতদিন নাওয়া-খাওয়া ভুলে যে বুনোহাঁসটা তাড়া করেছিল, তাকে ধরতে পেরেছে? ভাবতেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি। তবে কি রবিনসনের স্বপ্ন সফল হল!

রবিনসন রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, "একদম! ঠিক যা ভাবছিস, তাই-ই হয়েছে," বলতে বলতেই বন্ধুর কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, "আই হ্যাভ ডান ইট সৌম্য!"

"বলিস কী! কখন হল?"

"জাস্ট ঘণ্টাদুয়েক আগে,' রবিনসন বলে গেলেন, "নিজের উপর দুটো টেস্ট রান করে দেখলাম। একদম পারফেক্ট রেজাল্ট দিল। এতক্ষণ পর্যন্ত এই খবরটা আমি আর টবরো জানতাম। এবার তুইও জানলি।"

উত্তেজনায়, আনন্দে শ্বাস নিতে ভুলেই গেলেন সৌম্যদীপ। মনে হল তিনি নিজেই বিশ্বজয় করে ফেলেছেন। রবিনসনের সঙ্গে বন্ধুত্ব আজকের নয়। দু'জনেই ছোটবেলার বন্ধু। একসঙ্গে খেলা করতেন। একসঙ্গে স্কুলে যেতেন।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

একসঙ্গে টিচারের বেতও খেয়েছেন। সৌম্য বড় ঘরের সন্তান। কিন্তু পড়াশোনায় মন ছিল না একদম। চিরদিনই গান নিয়ে মেতে থাকার দরুন পড়াশোনাটা হয়ে উঠত না। কতবারই যে রবিনসনই ইনভিজিলেটরের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁর পরীক্ষার খাতা কেড়ে নিয়ে দিব্যি সব অঙ্ক কষে দিয়েছে, তার হিসেব নেই। রবিনসন ছোটবেলা থেকেই মেধাবী। কিন্তু খুব সচ্ছল পরিবারের ছেলে নয়। তার উপর আবার জাতে খ্রিশ্চান। ফলে স্কুলটিচাররা তার প্রতি একটু বৈমাত্রেয় মনোভাবই প্রতিফলন করতেন।

ভাবতেই বুকভরা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সৌম্যদীপের। রবিনসন ছোটবেলা থেকে মাতৃহীন। সৌম্যর মা-ই তার মাতৃপ্রতিম ছিলেন। রবিনসনের যখন ষোলো বছর বয়স, তখন তারা বাবাও মারা গেলেন। রবিনসন প্রায়ই তার বাবার কবরে গিয়ে বসে থাকত। গুম মেরে থাকত, বেশি কথা বলত না। শুধু একদিন বহু কষ্টে বলেছিল, "আমার তো আর কেউ রইল না।"

সৌম্য উত্তর দিয়েছিল, "আমি তো আছি।"

বলেছিল সে, "আছিস তো?"

"আছি।"

নিজের প্রতিজ্ঞাপূরণ আজও করে আসছে সৌম্যদীপ। যখন রবিনসন চরম অর্থ সংকটে তখন তার স্ত্রীর হাতে লুকিয়ে-লুকিয়ে টাকা দিতেন। বাজার করে দিতেন। রবিনসন জানতে পারেনি। জানলে কুরুক্ষেত্র করত। সবাই যখন রবিনসনকে পাগল প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, তখন একটি মানুষ তার উপর বিশ্বাস রেখেছিল। সৌম্যদীপ স্বয়ং।

অপরিসীম সুখের পাশাপাশি একটা অদ্ভুত মনোকষ্ট তাঁকে গ্রাস করেছিল। এখন রবি বড় মানুষ হয়ে যাবে। তারপর? নিজের পুরনো বন্ধুকে মনে রাখবে কি? যতই হোক না অভিন্নহৃদয়। হৃদয় ভিন্ন হতে আজকাল আর সময় লাগে না।

"তোর মনে আছে সৌম্য?" রবিনসন তাঁর হাত ধরে টান মারল, "সব যখন বৃষ্টির জল পড়ে নষ্ট হয়েছিল, সবাই বলেছিল, ছেড়ে দাও। হবে না এটসেট্রা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

এটসেট্রা। আমিও খুব ডিপ্রেসড হয়ে পড়েছিলাম," উচ্ছ্বসিত, উদ্বেল কণ্ঠে বলে চললেন তিনি, "আমি ছেড়ে দিইনি সৌম্য। ওই সময়টা তুই পাশে থেকে আমায় নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছিলি বলেই আজ আমি জিতেছি!"

বলতে বলতেই বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন ড. রবিনসন। তাঁর কম্পিত কণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারছে না।

"আমাকে তোর আবিষ্কারটা দেখাবি না?" যথাসাধ্য চেষ্টা করে কণ্ঠে উৎসাহের সুর টেনে আনলেন সৌম্য। অদ্ভুত একটা বেদনা। একটা মনখারাপ তাঁকে চেপে ধরেছে। এর হয়তো কারণ আছে। অথবা কোনও কারণই নেই। তবু কোনওরকমে বিষাদকে অতিক্রম করে উচ্ছল শিশুর মতো জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বললেন, "জিনিসটা দেখতে কেমন হয়েছে? আমায় দেখাবি না?"

"তোকে দেখাব না তো কাকে দেখাব?" রবিনসন বললেন, "দেখতে এমন কিছু চমকপ্রদ নয়। একটা কম্পিউটারের মতো। সবে তো প্রোটোটাইপ তৈরি হল। এরপর আরও ডেভলপমেন্ট দরকার। তার জন্য আরও অর্থ দরকার।"

সভয়ে বললেন সৌম্য, "সেটা কোথা থেকে আসবে?"

"স্পনসর খুঁজতে হবে," তিনি মাথা ঝাঁকালেন, "দরকার পড়লে ফের দোরে দোরে ঘুরব। সরকারের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করব। যদিও দেবে কিনা সন্দেহ আছে। ক্ষমতাশালী লোকগুলো খালি নিজের আখের গোছায়। নিজের গদি, নিজের ফায়দা ছাড়া আর কিছু দেখে না।" বলতে বলতে আফশোসপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "আজ যদি পলিটিশিয়ানগুলোর বদলে কোনও বিজ্ঞানীর হাতে দেশটা পড়ত, তা হলে আর কোনও কষ্ট ছিল না রে। কীভাবে বিজ্ঞানের উন্নতি হত দেখতি। তখন টাকাগুলো অন্তত প্রোডাকটিভ কোনও কাজে লাগত। তার বদলে পাবলিক এখন দশটা মন্দির, কুড়িটা মসজিদ, কুড়িটা গির্জা তৈরি করায় টাকা ঢালছে। সরকার কা মাল দরিয়া মে ঢাল।"

সৌম্য হেসে ফেলল, "তোর ভগবানের উপর খারটা একইরকম থেকে গিয়েছে দেখছি।"

ওরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে ড. রবিনসনের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল। বাড়ির বাইরে টবরো তারস্বরে গান গাইতে গাইতে ঝাঁট দিচ্ছে। সৌম্যকে দেখেই মুখ তুলে তাকাল। কড়কড়ে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরে বলল, "ওয়েলকাম।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

সৌম্য উত্তরে মৃদু হাসলেন। রবিনসন তাঁকে পাত্তা না দিয়ে সোজা ঢুকে গেলেন ল্যাবরেটরিতে। সেখানেই রয়েছে নতুন অতিথি। সৌম্য দেখলেন একটা মাঝারি আকৃতির নীলাভ স্ক্রিন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। তার পাশে হ্যান্ড ইমপ্রেশন স্ক্যানার। পোর্টেবল ডিএনএ স্ক্যানার। আরও অনেক নাম না জানা যন্ত্রপাতি নানারকমের আলো ব্লিঙ্ক করে চলেছে। কোনটা যে কী বুঝে ওঠাই দায়!

"খুদা, ভগবান আর গডের সঙ্গে এ ঝগড়া মিটবে না বুঝলি?" বড় মায়ায় আবিষ্কৃত যন্ত্রের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বললেন রবিনসন। তাঁর চোখে অকৃত্রিম অপত্য স্নেহ, "এদিকে আমার মতো কতশত মানুষ একটা ল্যাবরেটরির অভাবে মরছে। ওদিকে নতুন ল্যাবের বদলে গুচ্ছ গুচ্ছ মন্দির মসজিদ গির্জা গড়ে উঠছে। সেদিন মনে মনে হিসাব করছিলাম, এ দেশে যে ক'টা মন্দির মসজিদ গির্জা আছে, সেগুলোর বদলে ওই টাকায় কতগুলো ল্যাবরেটরি তৈরি হতে পারে। মাত্র পনেরো মিনিট অঙ্ক করেছিলাম। তাতেই দেখি, না হওয়া ল্যাবরেটরির সংখ্যা লক্ষ ছাড়িয়ে কোটির দিকে চলেছে," তিনি হতাশায় মাথা ঝাঁকালেন, "অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়েছি।"

সৌম্য সজোরে হেসে উঠলেন। হাসির দমকে তাঁর প্রশস্ত বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে। ড. রবিনসন একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, "এটা হাসির ব্যাপার নয় সৌম্য। যে লোকটা নেই, তার পঞ্চাশরকমের প্রক্রিয়ায় নানাভাবে পুজো হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা ছড়ানো হচ্ছে তার পায়ে। অথচ যা সত্যি আছে, তার দিকে কোনও খেয়ালই নেই!"

"তুই নাস্তিক বলে সকলকে নাস্তিক হতে হবে এমন কোনও কথা আছে?" সৌম্য বললেন, "এই আমাকে দ্যাখ না। রোজ সূর্যোদয়ের সময় ফিল করি, কেউ আছে! যখন আকাশের দিকে তাকাই, যখন মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যাই, তখন অনুভব করি, কেউ আছে। কেউ আছে যে একা টগবগে ফুটন্ত গোলাকে পিটিয়ে সব নিঁখুত ভাবে তৈরি করেছে। আমি প্রতিটা দিনের জন্যই তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।"

"কেউ নেই।" রবিনসন বলল, "ওসব ফালতু কথা, যা আছে তা সব তৈরি করেছে বিজ্ঞান। আমরা সেই মহান বিজ্ঞানের সন্ধান পাইনি বলেই 'ভগবান...ভগবান' করি! আর তোরা এসব ট্র্যাশ বিশ্বাস করিস।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

সৌম্য উত্তর না দিয়ে হাসলেন। এই নিয়ে রবিনসনের সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়া বৃথা। তিনি প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য বললেন, "ওসব ছাড়! কিন্তু এই যন্ত্রটা দিয়ে কাজ হবে কী করে? আমি তো মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"টেকনিক্যাল বা থিয়োরেটিক্যালি বুঝে কী করবি?" রবিনসন তখনও যন্ত্রটার গায়ে অসম্ভব মায়ায় হাত বোলাচ্ছেন। যেন ওটা যন্ত্র নয়, নিজের আত্মজ। যেন সদ্যোজাত সন্তানকে অদ্ভুত বিস্ময়ে, পরম মমতায় আদর করছেন। গত পাঁচ বছরে 'ধরি-ধরি' করেও ধরতে পারেননি এই জেদি সত্তাটিকে, কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ রূপে সে ধরা দেয়নি। আর আজ সমস্ত কল্পনাকে বাস্তব করে দিয়ে সমস্ত রূপ রস রং নিয়ে হাজির হয়েছে। এ পুলক কোথায় রাখবেন রবিনসন বুঝতে পারেন না। পাগলের মতো কখনও স্ক্রিনে হাত বোলাচ্ছেন, কখনও স্ক্যানারের উপর। এসেছে। অবশেষে সে এসেছে। বিশ্বাস হয় না!

"তোকে প্র্যাকটিক্যালি বোঝাব," তিনি বললেন, "তার আগে বল, ওর নাম কী রাখব? ফিউচারোস্কোপ কেমন হবে? বা রবিনসন'স ফরচুন।"

রবিনসনের শিশুর মতো উচ্ছ্বাস দেখে হৃদয় কানায় কানায় আনন্দে ভরে উঠেছে সৌম্যর। একটু আগের মনখারাপ এখন আর নেই। তিনিও উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, "মন্দ কী! সুন্দর নাম হয়েছে, দুটোই সুন্দর।"

দু'জনকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ওঁদের সদ্যোজাত মানবসন্তানের নামকরণ করতে বলা হয়েছে। রবিনসন আপনমনেই বলে চলেছেন, "জানিস, একদিন এই আবিষ্কার আমাকে সবচেয়ে উঁচুতে নিয়ে যাবে। মানুষ সবচেয়ে বেশি কী জানতে চায় বল তো? নিজের ভবিষ্যৎ। বাঁচে বর্তমানে, কিন্তু ভবিষ্যৎ জানা চাই। সবচেয়ে ভয়ও পায় সেই ভবিষ্যৎকেই। আর সেই ভবিষ্যৎ আমি বলে দিতে পারি, তবে তাকে বদলানোও সম্ভব।"

"সে আবার কী?" সৌম্য অবাক , "ভবিষ্যৎ পালটানো সম্ভব নাকি?"

"অবশ্যই," রবিনসন মাথা ঝাঁকালেন। "ধর, কম্পিউটার বলল, পনেরো মিনিট পরই তোর একটা কার অ্যাক্সিডেন্ট হবে। সেক্ষেত্রে তুই সাবধান হয়ে গেলি। সেদিন বেরোলিই না। না বেরোলে আর কার অ্যাক্সিডেন্ট হবে কী করে?" বলতে বলতেই হো-হো করে হেসে উঠলেন, "ব্যস, হল না ফিউচার চেঞ্জ? আই অ্যাম গড, ডিয়ার! আই অ্যাম গড!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

সৌম্য মাথা নাড়লেন। তিনি জানেন অত সহজ নয়। সমস্ত ব্যাপারটা অতটা সহজ নয়। ভবিষ্যৎকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ভবিতব্যকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব, তা তাঁর চেয়ে ভাল আর কে জানে!

"আয়, তোর ভবিষ্যৎটা দেখে নিই," রবিনসন বন্ধুর হাতটা তুলে নিলেন, "এই স্ক্যানারে আলতো করে হাত রাখ। আর ডিএনএ স্ক্যানারে তোর একটা মাথার চুল। না... না! কাউকে কিছু করতে হবে না। ও নিজে নিজেই স্ক্যান করে নেবে সব। আর তারপরে মিনিট দশেকের মধ্যে জানিয়ে দেবে তোর ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতে তুই গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড পাবি কিনা! কার সঙ্গে বিয়ে হবে! তোর ক'টা ছেলেপুলে হবে, সব। দশ মিনিট থেকে তিরিশ বছর অবধি রেঞ্জ। অর্থাৎ ত্রিশ বছর পরে তোর কী হবে তাও জানতে পারবি।"

সৌম্য অবাক, "সব দশ মিনিটেই বলে দেবে!"

"একটু বেশি সময়, তাই না?" রবিনসন মাথা ঝাঁকান, "জানি, কিন্তু এটা প্রোটোটাইপ কিনা। তাই একটু সময় লাগবে। মেইনটা যখন বানাব তখন ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট দেবে।"

বলতে বলতেই তিনি বন্ধুর হাতটা স্ক্যানারে রাখতেই যাচ্ছিলেন। তার আগেই হাত ছিনিয়ে নিলেন সৌম্য। তাঁর মুখে তৃপ্তির হাসিটা মুছে গিয়েছে। গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমার উপর টেস্ট করিস না। আমি ফিউচার জানতে চাই না।"

রবিনসন অবাক গলায় বললেন, "যা শালা, কী হল!"

টবরো কখন যেন বাইরের কাজ শেষ করে ল্যাবে ঢুকেছে ওরা লক্ষ করেনি। সে কড়কড়ে স্বরে বলল, "অপশব্দ।"

"ওকে। সরি!" তিনি টবরোর দিকে তাকান। "সব সময় মনে থাকে না, ওকে?"

টবরো ভাবলেশহীন মুখে চলে গেল। যেন তার 'সরি' কথাটা যথেষ্ট মনে হয়নি।

"এই আর এক যন্তর!" রবিনসন বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে কথাটা ছুড়ে দিয়েছেন। মুখে একটা চুরুট গুঁজে বললেন, "অ্যাটিটিউডটা দেখলি, মুখে কোনও এক্সপ্রেশন নেই।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

এবার সৌম্য ফিক করে হেসে ফেললেন। টবরো তো যন্তর বটে, তার থেকে বড় যন্তর রবিনসন নিজে।

'রবি ও রোবট।'

"জানি", একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন তিনি, "এরপর থেকে এক্সপ্রেশনওয়ালা রোবট তৈরি করব। যে অন্তত আমার পুরনো জোকগুলো শুনে হাসবে," তারপরই প্রসঙ্গে ফিরলেন, "হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম?"

ভয়ে-ভয়ে বললেন সৌম্য, "আমার ভবিষ্যৎ!"

"হ্যাঁ, তোর ভবিষ্যৎ," তিনি টেবিলের উপরে বসে বোঝানোর চেষ্টা করেন। বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "ভয় পাচ্ছিস কেন? এর কোনও সাইড এফেক্ট নেই। কোনওরকম যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার স্যাপার নেই। জাস্ট রিল্যাক্স।"

"তা নয়," একটু কিন্তু কিন্তু করছেন সৌম্য। "আমি ভবিষ্যৎ দেখতে চাই না সৌম্য।"

"আরে," রবিনসন টেবিল থেকে লাফিয়ে নামলেন। একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, "ডোন্ট টেল মি যে তুই আবার অন্যদের মতো ভবিষ্যৎকে ভয় পাস। তেমন হলে ফিউচার চেঞ্জ করা সম্ভব। বললাম না?"

বন্ধুবর তির্যক চোখে তাকালেন, "আমার ফিউচার চেঞ্জ করবি তুই?"

"নিশ্চয়ই, তখন এক্সপ্লেন করলাম না।"

"ইম্পসিবল।"

"এভরিথিং ইজ পসিবিল ইন সায়েন্স ডিয়ার," রবিনসনের কণ্ঠ কাতর, "প্লিজ, গিভ মি ওয়ান চান্স। একটা সুযোগ দিবি না আমাকে?"

রবিনসনের মুখের দিকে তাকিয়ে ভিতরে ভিতরে দমে যাচ্ছিল সৌম্য। তিনি যদি তাঁর উপর যন্ত্রটা টেস্ট করতে না দেন তা হলে ও দুঃখ পাবে। আর যদি টেস্ট করতে দেন, তবে?

"প্লিজ সৌম্য, আই বেগ।"

ভিখিরির মতোই কাতর অনুনয় করলেন রবিনসন। বুকের ভিতর কী যেন ছিঁড়ে গেল সৌম্যদীপের। তিনি দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন, "আচ্ছা, স্রেফ একবার কিন্তু..."

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"একবারই," বিজ্ঞানী লাফিয়ে উঠেছেন, "হাত দে। গিভ মি ইয়োর হ্যান্ড বে-বি।"

সৌম্যদীপ হাত এগিয়ে দিলেন। কম্পিউটারকে রেডি করতে করতে বললেন রবিনসন, "দেখি ত্রিশ বছর পরে ঠিক কী হবে। তুই ক'টা গ্র্যামি পাবি..."

"ত্রিশ বছর অবধি এখনও কারও ভবিষ্যৎ দেখেছিস?"

"না। তুই-ই প্রথম," তিনি হাসলেন, "আমি চাই, বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই দুর্লভ সুযোগ পাওয়ার জন্য তোর নামটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক।"

স্ক্যানারের উপর হাত রাখলেন সৌম্যদীপ। দুরুদুরু বুকে তাকালেন কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে। নীলাভ স্ক্রিনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কয়েকটা শব্দ, 'ওয়েলকাম টু ফিউচার'। তারপরই স্ক্রিন কয়েক মুহূর্তের জন্য ঘোলাটে হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য আবছা হয়ে উঠল, নীল পরদায় রঙের কারিকুরি চলতে লাগল। মনে হল সময়টা যেন একটা গোল সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে হু হু করে এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। সে চলার আর শেষ নেই। এই সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকছে, তো ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরোচ্ছে। ত্রিশ বছর পরের ভবিষ্যতে পৌঁছোতে কি এত সময় লাগে? সৌম্যর আর এই অপেক্ষা সহ্য হচ্ছিল না। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে! দশ মিনিটের বেশি হয়ে গেল না! বন্ধু হিসেবে যা তার ভাবা উচিত নয় ঠিক সেই কথাটাই ভাবছিলেন তিনি...অন্তত এই মুহূর্তটুকুর জন্য রবিনসনের কম্পিউটারটা খারাপ হয়ে যাক। অথবা কম্পিউটারটায় যেন কোনও গোলমাল হয়!

ভাবতে ভাবতেই কম্পিউটারে কী যেন ভেসে উঠেছে! সৌম্যদীপ আর রবিনসন, দু'জনেই বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলেন কম্পিউটারের মনিটরে ভেসে উঠেছে কয়েকটা শব্দ 'এরর! ডাজ় নট এগজ়িস্ট!"

"হো-য়া-ট-দ্য..." রবিনসন বিস্মিত ও বিরক্ত, "ডাজ় নট এগজ়িস্ট মানে কী?"

"ডাজ় নট এগজ়িস্ট মানে ডাজ় নট এগজ়িস্ট," সৌম্য হো হো করে হেসে উঠলেন, "মানে ত্রিশ বছর পরে আমার কোনও ফিউচার নেই।"

"ধুত্তোর," তিনি বললেন, "তাই হয় নাকি? আয় তো, দশ বছর কমিয়ে দিই। কুড়ি বছর পরে কী হবে দেখি।"

আবার দমবন্ধ করা কয়েক মিনিট। দু'জনেই কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

আছেন স্ক্রিনের দিকে। মিনিট দশেক পরে ফের ভেসে উঠল সেই শব্দগুচ্ছ 'এরর! ডাক্ত নট এগজিস্ট!"

রবিনসন এবার খেপে গেলেন। তাঁর মধ্যে অন্যরকম একটা সংশয়ও কাজ করছিল। তিনি রেঞ্জ দশ বছরে নামিয়ে আনলেন। তাতেও কম্পিউটার একই কথা দেখাল। এরপর পাঁচ বছর। সেখানেও একই কথা জানাল কম্পিউটার 'এরর! ডাক্ত নট এগজিস্ট'।

"তোর কম্পিউটারটাই গোলমেলে," সৌম্য হাত স্ক্যানার থেকে তুলে নিতে যাচ্ছিলেন। রবিনসন বাধা দিলেন, "দাঁড়া, ওয়ান মোর টাইম।"

"এতবার দেখলি, তাতেও হল না?" তিনি সকৌতুকে বন্ধুর দিকে দেখছেন। বিজ্ঞানী স্তম্ভিত। খানিকটা বিহ্বলও। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না! এত কষ্ট করেও তবে শেষ পর্যন্ত সাফল্য এল না! তাঁর ফিউচারোস্কোপ নিখুঁত নয়! আর যদি নিখুঁত হয়, যদি তার কথাই সঠিক হয় তবে...

"এবার একবছরের রেঞ্জে দেখব।" রবিনসনের মুখ শক্ত। সৌম্য বুঝলেন সে এত সহজে ছাড়বে না। অগত্যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতটা ফের স্ক্যানারে রাখলেন। তাঁর বুকের ভিতরে আবার সেই ভয়টাই ফিরে এল। সেই মন খারাপ! ভারাক্রান্ত, ব্যথিত চোখে তিনি কম্পিউটারের পরদার দিকে অদ্ভুত আশঙ্কায় তাকিয়ে আছেন। মনের মধ্যে অজানা অশনি সংকেত...

কয়েকটা অসম্ভব ভারী মিনিট কেটে গেল। কম্পিউটার এখনও সৌম্যদীপের ভবিষ্যৎ সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। রবিনসন রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছেন সেদিকেই। আর কিছুক্ষণ পরেই ফিউচারোস্কোপ ভবিষ্যৎ জানিয়ে দেবে। কিন্তু এই প্রথম ভবিষ্যৎ জানতে তিনি ভয় পাচ্ছেন। তাঁর বুকের মধ্যেও কালো ডানা মেলে বাদুড়ের মতো একটা অস্বস্তিকর আশঙ্কা ঝুলছে। যদি আবার একই কথা বলে কম্পিউটার...

নাঃ, এবার আর ওই একই কথা বলল না কম্পিউটার। বরং তার বদলে এবার পরদায় ফুটে উঠেছে অমোঘ কয়েকটা শব্দ, 'ডেথ বাই ব্রেন ক্যান্সার অন জুলাই, ২০১৭'। যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হল ঘরের মধ্যে! বাজে পোড়া গাছের মতো বিধ্বস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রবিনসন। মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোচ্ছে না। হাঁ করে তাকিয়ে আছেন শব্দগুলোর দিকে। কী বলছে কম্পিউটার! এ কী বলল! 'ডেথ বাই ব্রেন ক্যান্সার...!'

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

সৌম্যদীপ! তাঁর একমাত্র বন্ধু! একমাত্র সহায়! ভাইয়ের মতো... আত্মার আত্মীয়...!

"কনগ্র্যাচুলেশনস," ভেজা ভেজা গলায় বললেন সৌম্য, "তোর কম্পিউটার একদম নিখুঁত! তুই পেরেছিস রবি।"

"এর মানে কী?" মুখ দিয়ে অস্ফুট বেদনার সঙ্গে বেরিয়ে এল কাঁপা কাঁপা কয়েকটা শব্দ, "কী বলছিস?"

"কালই রিপোর্ট পেয়েছি," গলা ধরে এসেছিল তাঁর। কোনওমতে বললেন, "তোর কম্পিউটার সঠিক ভবিষ্যদ্বাণীই করেছে। পারফেক্ট!"

বলতে বলতেই তিনি সজোরে হেসে উঠলেন, "বলছিলি না, ভবিষ্যৎ পালটে দিবি তুই? তুই-ই ভগবান! বিজ্ঞানই ঈশ্বর! এবার আমার ভবিষ্যৎ পালটে দেখা ভাই! পালটাতে পারিস?"

রবিনসন 'থ' হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য এর উত্তর তাঁর জানা নেই।

॥ ৪ ॥

"...Not a shirt on my back, not a penny to my name
Lord I can't go back home this way
This way this way this way this way
Lord I can't go back home this way
If you miss the train I'm on you will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles..."

দূর থেকে ভেসে এল প্রার্থনার ধ্বনি। সঙ্গে পিয়ানোর টুংটাং শব্দ। চিরাচরিত একই সমস্যায় জর্জরিত মানুষগুলো অসহায়তার কথা জানিয়ে চলেছে নিরন্তর। জীবনের পথে নেমে পড়েছে, তবু গন্তব্য থেকে বহুদূরে। কী করে এগিয়ে যাবে জানে না! যেন পথভ্রষ্ট এক বালক খাঁ খাঁ প্রান্তরে চলতে চলতে হারিয়ে ফেলেছে তার বাড়ির পথ। কোথায় যাবে, কী করবে বুঝতে পারছে না! মি. রবিন্‌স আপনমনেই হাসলেন। মানুষের এই সমস্যা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

আর যাবে না! দুনিয়ায় এত প্রাণী আছে, পিঁপড়ে-মৌমাছি, কুকুর ঘোড়া, বাঘ সিংহ থেকে মানুষের সহোদর ভাই শিম্পাঞ্জি বানর পর্যন্ত সব প্রাণীই মোটামুটি নিজের অস্তিত্ব ও কাজ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। শুধু মানুষের মতো এমন সবসময় 'কনফিউজড স্পিশিজ' তিনি কখনও দেখেননি! জন্মলগ্ন থেকেই সে কনফিউশনে ভোগে। বুদ্ধি বেশি বলে হয়তো জটিলতাও বেশি। নিজের কাজটা বুঝে নেওয়ার চেয়ে কাজের উদ্দেশ্যটাই বেশি খুঁজে মরে! মরে, মরে আর মরতেই থাকে!

মি. রবিন্‌স গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে খোঁজার চেষ্টা করলেন নির্দিষ্ট বাড়িটা। এই গলিতে ঢোকার পর থেকেই সব বাড়িগুলো একইরকম ঠেকছে। সবই প্রাচীন। বিরাট বিরাট বহর। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর ফসিলের মতো অযত্নে পড়ে আছে। ছাল ছাড়ানো দেহে কোথাও-কোথাও পলেস্তারার প্রলেপ। কোথাও বা নুন-ছালের মতো খোসা উঠে যাওয়া ক্ষত। এতগুলো একইরকম দেখতে বাড়ির মধ্যে কোনটা তাঁর গন্তব্য বুঝে উঠতে পারছেন না! অগত্যা গাড়ি থামাতেই হল। একটি ছেলে রাস্তায় চাইনিজের ঠ্যালা লাগাচ্ছিল। আর কাউকে না পেয়ে তাকেই প্রশ্ন করলেন, "সান, ড. রবিনসনের বাড়িটা কোনদিকে?"

ছেলেটি তাঁর দিকে অপাঙ্গে তাকায়। সম্ভবত এরকম চকচকে, ঝকঝকে ব্যক্তিত্ব আগে খুব একটা চোখে পড়েনি তার। দুধসাদা রোল্‌স রয়েসটা যত না তার কৌতূহলের উদ্রেক করেছিল, তার চেয়েও বেশি আকর্ষক মি. রবিনসনের চেহারা। বয়স কত হবে বোঝা দায়! ছিপছিপে লম্বা হ্যান্ডসাম চেহারা। একদম ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘাড় অবধি ঝাঁকড়া চুল নিপাট সাদা। দেখলে মনে হয়, চুল নয়—পাটের গুচ্ছ কেউ সুন্দর কেয়ারি করে লাগিয়েছে। ভুরু আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়িটাও ধবধবে সাদা। চোখের তারা নীলাভ। তার উপর পরে আছেন সাদা সুট। গাড়ি আর গাড়ির মালিক—দু'জনেই প্রায় সমান সাদা! কিন্তু ফটফটে সাদা নয়। বরং বেশ নম্র, শুচিশুদ্ধ একটা ভাব আছে। ছেলেটি তাকে দেখে নিয়ে আঙুল তুলে ইশারায় দেখল বাড়িটা।

"থ্যাঙ্কস সান্!"

ছেলেটি মুখে কিছু না বললেও মি. রবিন্‌স বুঝতে পারলেন সে মনে মনে বলছে, "বাপ রে, বড়লোক অথচ খেঁকুটে নয়—এই প্রথম দেখছি।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

ছেলেটির দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হেসে চলে গেলেন তিনি। তাঁকে নিজের কাজের প্রয়োজনেই থট রিডিং করতে হয়। অনেকসময়ই মিটিং বা কনফারেন্সের সময় উলটোদিকের মানুষটির মনের গতিবিধি জানা থাকলে কাজের সুবিধা হয়। এটা তাঁর অন্যতম নেশা। মনের জটিল গতিবিধি বুঝতে পারলে যে-কোনও কাজ সহজ হয়ে যায়।

বাড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতেই তিনি ঘড়ি দেখলেন। নাঃ, একেবারেই দেরি হয়নি। বরং যাকে বলা যায়, একদম রাইট অন টাইম। আজ পর্যন্ত কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্টে কখনও লেট হননি মি. রবিন্‌স। আজও প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড আগেই এসে পৌঁছেছেন। তিনি একটু মৃদু হেসে ড. রবিনসনের বাড়ির দিকে এগোলেন।

অন্যদিকে ড. রবিনসনও অনেকক্ষণ ধরেই প্রতীক্ষা করছিলেন মি. রবিনসের। আজ সকাল থেকেই তিনি ল্যাবে ঢুকে বসে আছেন। নানাভাবে তৈরি করছেন ফিউচারোস্কোপকে। বুকের মধ্যে আশা-হতাশার দ্বিমুখী স্রোত বইছে। কাল সকাল পর্যন্ত কোনও আশার আলো দেখা যাচ্ছিল না। অথচ কাল রাতে একটা ফোন সবকিছু পালটে দিল।

সৌম্যর ভবিষ্যতের কথা জানতে পারার পর থেকেই মনমরা হয়ে ছিলেন তিনি। তবু তার মধ্যেই স্পনসর খুঁজে চলেছেন। শুধুমাত্র প্রোটোটাইপটা তৈরি করতেই সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছেন। এখন আরও বেশি উদ্যম নিয়ে কাজ করা দরকার। অনেক কাজ বাকি আছে। প্রথমেই ফিউচারোস্কোপকে আরও উন্নত করে তুলতে হবে। কিন্তু তার জন্য আরও উন্নত, আরও দামি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। আর প্রয়োজন একটি আস্ত ল্যাবরেটরির। এই ভাঙা ঘরে আর কাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু কে দেবে ল্যাবরেটরি? বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি ব্যবহার করতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। সরকারি মহলে দরবার করতে-করতে জুতোজোড়ার সুখতলাও ফুটো হতে চলল। বড় বড় কর্তারা কোনও কথাই শুনতে চান না। এমন অনেক হাজার হাজার বৈজ্ঞানিকের চিঠি তাঁদের ফাইলে পড়ে থাকে। সেসব ফাইল কোথায় চাপা পড়ে যায়, কেউ জানে না। ওদের মধ্যে একজন অবশ্য সামান্য ইন্টারেস্ট দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করা উচিত। বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা না করলে দেশ এগোবে কী করে?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে-সুস্থে টান মারলেন, "সুপারিশ তো করতেই পারি। কিন্তু কেন করব?"

"মানে?"

"মানে আমার কী লাভ হবে?" একমুখ ধোঁয়া ছাড়েন তিনি, "আপনি তো টাকা নিয়ে চলে যাবেন। কাজ করতেও অসুবিধে হবে না। কিন্তু তাতে আমার কী সুবিধা হল?"

রবিনসন বুঝতে পারলেন লোকটি কী বলতে চাইছেন। তাঁর উজ্জ্বল মুখ মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে ছাইয়ের মতো হয়ে গেল। "ফাইভ পারসেন্ট কাট," তিনি বললেন, "দিতে পারবেন?"

লক্ষ্মী ছেলের মতো মাথা নেড়েছিলেন রবিনসন। ভেবেছিলেন, ভদ্রলোককে কাট মানি দেওয়ার পর যেটুকু বাকি থাকবে, তাই যথেষ্ট। তবু, টাকাটা তো আসুক।

কিন্তু তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে—আপ্তবাক্যটিকে রবিনসন প্রায় নিজের জীবনের পাঞ্চলাইন বানিয়ে ফেলেছেন। সব ঠিকঠাকই ছিল, আচমকা কর্তার কী মনে হল, তিনি ফিউচারোস্কোপকে পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। অর্থাৎ নিজের ভবিষ্যৎ জানতে চাইলেন। রবিনসন প্রস্তুতই ছিলেন। এখনও পর্যন্ত যত মিটিং করেছেন, সব জায়গাতেই কর্তারা প্রত্যেকেই ডেমো দেখতে চেয়েছিলেন। তাই ফিউচারোস্কোপকে সঙ্গেই এনেছিলেন। কর্তা বলামাত্রই তাঁর ভবিষ্যৎ জানার প্রক্রিয়া শুরু হল। রেঞ্জ—একঘণ্টা। ফিউচারোস্কোপ দশ মিনিট ধরে এ সুড়ঙ্গে ও সুড়ঙ্গে ঢুকে খুঁজে পেতে বের করল ঠিক একঘণ্টা পরের ভবিষ্যৎ। তার পরদায় ফুটে উঠল 'কট বাই ইনকামট্যাক্স অ্যান্ড ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্ট।'

সর্বনাশের মাথায় বাড়ি! কর্তা প্রায় জ্যা মুক্ত তিরের মতো ছড়াং করে ছুটলেন নিজের বাড়ির দিকে। সেদিনের মিটিং বানচাল! ভয়ের চোটে ড. রবিনসনও ও রাস্তা আর মাড়াননি।

এতসব কাণ্ডের পর তিনিও প্রায় হালই ছেড়ে দিয়েছিলেন। হতাশার সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে জীবনে প্রথমবার নোনা পড়া দেওয়ালে আটকে পড়া যিশুর দিকে তাকিয়েছিলেন অনিমেষে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে জল এসে পড়ছিল। তবে কি আর কোনও রাস্তা খোলা নেই? সবেমাত্র প্রোটোটাইপটা বানিয়েছেন। এখনও এর সবরকমের প্রপার্টিজ জানা হয়নি।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

এখনই পেটেন্ট নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আরও এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। রেঞ্জ বাড়াতে হবে। ফিউচারোস্কোপ এখনও শৈশবের পর্যায়েই আছে। এখনও বিশ্বের দরবারে প্রকাশ পাওয়ার সময় হয়নি তার। তবে কি শৈশবেই থেমে যাবে তার পথচলা!

এতসব কথা ভাবতে ভাবতেই নিজের বিছানায় ছটফট করছিলেন ড. রবিনসন। এর মধ্যে একবার তাঁর স্ত্রী ফোন করেছিলেন। জানিয়েছেন, তিনি সুস্থই আছেন। ডাক্তার জানিয়েছেন প্রেগনেন্সিতে কোনওরকম কমপ্লিকেশন নেই। আর বড়জোর একসপ্তাহ। তার মধ্যেই কোল আলো করে সন্তান জন্ম নেবে। যদিও রবিনসন সংসার, সন্তানের ক্ষেত্রে চিরউদাসীন, তবু স্ত্রী ভাল আছেন জানতে পেরে একটু স্বস্তি পেয়েছেন। চতুর্দিকে এত খারাপ খবর যে একটি ভাল খবরের জন্য সতৃষ্ণ হয়েছিলেন। ওদিকে সব ঠিক আছে জেনে সামান্য আশ্বস্ত হয়েছেন। যাক, অন্তত একটা দিক দিয়ে তাঁকে মাথা ঘামাতে হবে না।

চিন্তায় চিন্তায় মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। ওয়াশরুমে গিয়ে কয়েক আঁজলা জল মুখে আর মাথায় ছিটোলেন। তারপর ফিরে এসে ঘুমের জন্য নানারকম চেষ্টা করছেন, ঠিক এমন সময়ই ফোনটা বেজে উঠল। স্ক্রিনে কোনও নম্বর নেই! বরং লেখা আছে 'প্রাইভেট নাম্বার!' রবিনসন একটু বিরক্ত হয়েই ফোনটা তুললেন।

"হ্যালো।"

ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল ভরাট গমগমে স্বর, "ড. স্যামুয়েল রবিনসন বলছেন?"

"বলছি।"

"নমস্কার," ও প্রান্ত নমনীয় বিনয়ী স্বরে বলল, "আপনি আমাকে ঠিক চিনবেন না। আমার নাম রিচার্ড রবিন্‌স। লোকে আমাকে মি. রবিন্‌স বলেই ডাকে।"

নামটা শুনেই উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন ড. রবিনসন। মি. রিচার্ড রবিন্‌সের নাম শুনেছেন তিনি। এই মুহূর্তের বেশ নামকরা বিজ্ঞানী। অন্তত ন্যূনতম বাজারে চলা ষাটটা প্রোডাক্ট এবং গ্যাজেটের পেটেন্ট নিয়ে বসে আছেন। শুধু এইটুকুই নয়, মি. রবিন্‌সের একটি সংস্থাও আছে। মিলিউ অফ সায়েন্টিস্টস বা 'মস্'। 'মস্' সারা বিশ্বের প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকদের খুঁজে বের করে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

তাদের গবেষণায় সাহায্য করে। প্রয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতাও করে। মি. রবিন্‌স 'ড.' শব্দটাকে পছন্দ করেন না বলে মানুষ তাঁকে মি. রবিন্‌স বলেই ডাকে। বর্তমানে তিনি টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে আপ্রাণ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাজারে গুজব, খানিকটা সাফল্যও পেয়েছেন। সেই রিচার্ড রবিন্‌স এই অকিঞ্চিৎকর বিজ্ঞানীকে ফোন করছেন।

"বলুন।" গলাটা কেঁপে গিয়েছিল তাঁর। টের পেলেন শীতের মধ্যেও ঘামছেন। জিভ-টাকরা শুকিয়ে যাচ্ছে।

"আপনি বোধহয় ফিউচারোস্কোপ নামের একটি যন্ত্র বানিয়েছেন যার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জানা যায়।"

রবিনসন বুঝতে পারছিলেন না কী বলবেন। একেই অতবড় সিনিয়র সায়েন্টিস্টের ফোন পেয়ে কী করা উচিত, কী বলা উচিত বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তিনি এত তাড়াতাড়ি ফিউচারোস্কোপের কথা কী করে জেনে ফেললেন সেটাও রহস্য। তার উপর সমস্ত কথা তাঁকে খুলে বলা উচিত কিনা সে বিষয়েও মনে সন্দেহ আছে। এই দুনিয়ায় কোনও বিজ্ঞানী অন্য কোনও বিজ্ঞানীকে খুব একটা বিশ্বাস করতে চায় না। আর খ্যাতনামা বিজ্ঞানী হলে তো কথাই নেই!

তিনি উত্তর দিতে দেরি করছিলেন। হয়তো তাঁর মনের ভাব বুঝেই বললেন মি. রবিন্‌স, "আপনি যখন কাল এক হর্তাকর্তাকে নিজের যন্ত্রের ডেমো দেখাচ্ছিলেন, তখন সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। আমি এখন ইন্ডিয়াতে, অ্যাকচুয়ালি কলকাতাতেই আছি। ঠিক পাশের কিউবিকলে বসেছিলাম বলে আপনি আমায় দেখতে পাননি। কিন্তু আমি সব দেখেছি এবং শুনেছি। আমাকে বিশ্বাস করার যেমন কোনও কারণ নেই, তেমনি অবিশ্বাস করারও কোনও কারণ নেই।"

"আমি ঠিক..." আমতা আমতা করে বললেন ড. রবিনসন, "ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি কেন..."

"আপনার আবিষ্কার যদি আমার যথেষ্ট ইমপ্রেসিভ মনে হয় ইন দ্যাট কেস 'মস্‌' আপনাকে সাহায্য করবে। প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি, অর্থ এবং সমস্ত কিট্‌স আপনি পাবেন," ও প্রান্তের কণ্ঠস্বর একটু থামে, "শুধু একটাই শর্ত। আপনার আবিষ্কৃত প্রোটোটাইপটি আমার যথেষ্ট সম্ভাবনাময় মনে হতে হবে। আপনি কি যন্ত্রটিকে আমাকে দেখাতে রাজি হবেন?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

ড. রবিনসনের মনে হল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে সামান্য হলেও একটু আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। সব কিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে তো বসেই আছেন। ফিউচারোস্কোপের নিজের ভবিষ্যৎও বিশ বাঁও জলের তলায়। এ পরিস্থিতিতে রিস্ক না নিয়ে উপায় নেই। ফোকলার নেই ডেন্টিস্টের ভয়। অগত্যা তিনি সম্মতিসূচক কণ্ঠে বললেন, "অবশ্যই। আপনার যখন ইচ্ছে তখনই এসে দেখে যেতে পারেন।"

সেকেন্ডের ভগ্নাংশে জবাব এল, "ঠিক আছে, তবে কাল বিকেলেই দেখা হচ্ছে। লেট্‌স মিট অ্যাট ফাইভ পি এম শার্প।"

পরদিন কাঁটায় কাঁটায় ঠিক পাঁচটা বাজতেই বেজে উঠল কলিংবেল। দরজার দিকে নিজেই ছুটে গেলেন ড. রবিনসন। দরজা খুলতেই ওপ্রান্তে এক সৌম্যদর্শন হাস্যমুখ মানুষ। অদ্ভুত স্নিগ্ধ চেহারা। দেখলেই মনে হয় এই লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়।

"আই অ্যাজ্জিউম আই অ্যাম নট লেট," বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মি. রবিন্‌স, "আমি..."

তাঁকে বাধা দিয়েই ড. রবিনসন নিজের হাত বাড়িয়ে উষ্ণ করমর্দন করলেন, "আপনাকে কে না চেনে? আপনি স্বনামধন্য বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের জন্য আপনি ও 'মস্' অনেক কাজ করেছেন। ইতিহাস আপনাকে চিরদিন মনে রাখবে।"

মৃদু হাসিতে প্রশংসাটা গ্রহণ করলেন মি. রবিন্‌স। মনে হল তাঁর কথাটা পছন্দ হয়েছে। ড. রবিনসন তাঁকে নিয়ে সরাসরি ল্যাবে চলে এলেন। সেখানেই রাখা ছিল ফিউচারোস্কোপ। মি. রবিন্‌স স্থির দৃষ্টিতে সেটাকে জরিপ করছেন। যন্ত্রটা দেখে তাঁর কেমন লেগেছে মুখভঙ্গিতে বোঝা দুষ্কর।

ফিউচারোস্কোপকে দেখতে দেখতেই আপনমনে বললেন মি. রবিন্‌স, "আসার পথে ভাবছিলাম যে আপনার সঙ্গে আমার কিছু কিছু মিল আছে। একে তো নামে মিল। আমি রবিন্‌স আপনি রবিনসন। তার উপর দু'জনেই আগামীর ব্যাপারে ফ্যাসিনেটেড। আপনি ভবিষ্যৎ জানতে চান। আর আমি ভূত-ভবিষ্যতে যেতে চাই।"

ড. রবিনসন উত্তরে অপ্রস্তুত হাসলেন। এ কথার কী উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না। কী বলা উচিত, কিছু বেফাঁস বলে ফেললে ভদ্রলোক আবার চটে যাবেন কিনা কে জানে!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"আপনার কী মনে হয়?" তিনি আপনমনেই বিড়বিড় করেন, "ভবিষ্যৎ জানাটা কি খুব সেফ?"

"কেন নয়?"

তীব্রদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন মি. রবিন্‌স, "মানুষের কি বর্তমানকে নিয়েই খুশি থাকা উচিত নয়? কে জানে ভবিষ্যতে কী লেখা আছে! যে লোকটা আজ মহানন্দে আছে, সে হয়তো সুদূর ভবিষ্যতের কোনও একটা খারাপ সম্ভাবনার কথা জেনে ভয়ে কাঁটা হয়ে উঠল! হয়তো কুড়ি থেকে ত্রিশ বছর পরে সেই আনফরচুনেট ইনসিডেন্টটা ঘটবে। কিন্তু সেই ঘটনার ভয়ে লোকটা আজকের আনন্দটুকু উপভোগ করতে ভুলে গেল। এটা কি হওয়া উচিত?"

মি. রবিন্‌সের কথা শুনেই সৌম্যর কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। কে ভাবতে পেরেছিল ফিউচারোস্কোপ অমন ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী করবে! সৌম্য অবশ্য তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছে। ফিউচারোস্কোপ ওর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। কিন্তু এমন ভবিষ্যদ্বাণী তিনি চাননি। কেউ চায় না!

"উলটোটাও তো হতে পারে স্যার," তিনি সবিনয়ে বলেন, "কেউ হয়তো খুব দুঃখের মধ্যে আছে। ভবিষ্যতের কোনও সুখের কথা জেনে সে দুঃখের সময়টা কাটিয়েও দিতে পারে। তা ছাড়া শুধু সুখ-দুঃখের ব্যাপার নয়, অনেক সময় ভবিতব্য জানা থাকলে অপ্রিয় ঘটনাটিকে এড়ানোও যেতে পারে।"

"আপনি ভবিষ্যৎ পালটানোর কথা ভাবছেন?"

"শিয়োর স্যার," ড. রবিনসন বললেন, "আমার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে ফিউচারোস্কোপকে আরও বেশি রেঞ্জের এবং পার্টিকুলার করে তোলা। এবং উইথ ভিশুয়াল। এখন শুধু ঘণ্টা, মিনিট, মাস, বছরে কাজ করছে। তখন ভবিষ্যতে কী ঘটবে শুধু দেখাই যাবে না, কেমন করে ঘটবে সমস্তটাই দেখা যাবে। অর্থাৎ ঘটনার কয়েক সেকেন্ড আগের রিডিংও দেবে। যদি ঘটনাটা কীভাবে ঘটবে জানা থাকে, তবে সেই ঘটনা আনএক্সপেক্টেড হলে সহজেই এড়ানো যাবে," তিনি আস্তে আস্তে বলেন, "এ ছাড়া হিগ্‌স-বোসন কণাকে যদি কোনওভাবে ভাঙা যায়, তা হলেও...!"

"আপনার ব্যাপারটাকে এত সহজ বলে মনে হচ্ছে?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"সহজ তো অ্যাটম বম্ব বানানোও ছিল না স্যার! কেউ কি ভেবেছিল একটা ফিশন বম্ব বানিয়ে ফেলা যাবে? রেডিয়ামের আবিষ্কারও তো ভয়ংকর কঠিন ছিল। তার তেজস্ক্রিয়তাকে কাজে লাগানো আরও কঠিন। কিন্তু তবু কেউ তো সেই অসম্ভবের কথা ভেবেছিল।" নম্রভাবে বললেন ড. রবিনসন, "ধরে নিন আমিও তেমন অসম্ভবের স্বপ্ন দেখছি।"

"তবু আপনার কী মনে হয়? ভবিতব্যকে পালটানো সম্ভব? ঈশ্বরের লিখন পালটানো কি মানুষের কাজ?"

"আলবাত সম্ভব স্যার," আত্মবিশ্বাস ছলকে পড়ল ড. রবিনসনের কণ্ঠে, "বিজ্ঞানের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। তা ছাড়া ঈশ্বরে আমি ঠিক বিশ্বাসী নই। বিজ্ঞানের চেয়ে দুনিয়ায় আর বড় কিছু নেই। মানুষের কপালে আপনাদের ঈশ্বর শুধু অন্য পশুদের মতো খাওয়া-ঘুম-মৈথুন সর্বস্ব জীবন আর রোগ, ব্যাধি, মহামারীতে মরণ লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ মানুষ যা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। আর তার পিছনে আছে বিজ্ঞান। সুতরাং ঈশ্বর বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা বিজ্ঞান।"

এই নিয়ে তর্ক লেগে গেল দুই বিজ্ঞানীর মধ্যে। মি. রবিন্‌স অবশ্য বেশি কিছু বলার লোক নন। বরং তিনি খুব ভাল শ্রোতা। হাতদুটো বুকের উপর জড়ো করে বেশিরভাগ সময়ই চুপ করে ড. রবিনসনের বক্তব্য শুনছেন। মাঝেমধ্যে টুক করে একটা-দুটো প্রশ্ন করে খুঁচিয়ে দিচ্ছেন। ড. রবিনসনের মনে হল লোকটি নিজের পেটের কথা চেপেই যাচ্ছেন। বরং প্রতিপক্ষকে খুঁচিয়ে উত্তেজিত করে মনের কথা বের করে আনাই তাঁর মূল অভিসন্ধি। তাঁর মুখমণ্ডল অদ্ভুত প্রশান্ত। রবিনসন উত্তেজিত হচ্ছেন। কিন্তু তাঁর মুখে উত্তেজনার লেশমাত্রও নেই।

ইতিমধ্যেই টবরো দুটো বিকারে চা করে এনেছে। তাকে দেখে রবিনসন নিজেকে সংযত করে নিলেন। তর্কের চোটে তিনি মি. রবিন্‌সের আসার আসল উদ্দেশ্যই ভুলে গিয়েছিলেন। এবার মনে পড়ল যে লোকটি তাঁর অতিথি এবং প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী—সর্বোপরি 'মস্'-এর প্রতিষ্ঠাতা। নিজের বাতুলতায় নিজেই লজ্জিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়ে বললেন, "এই তো, চা চলে এসেছে।"

"বেশ," মি. রবিন্‌স আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে দিয়েছেন,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"আই অ্যাডমিট, আমি আপনাকে একটু আন্ডার এস্টিমেটই করেছিলাম। আপনি এত ভাল তার্কিক জানলে খাপই খুলতাম না মশাই।"

"না। ওসব কিছু নয়," লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন ড. রবিনসন, "হয়তো একটু বেশিই বকে ফেলেছি। আমি অতবড় হুলোও নই যে আপনার সঙ্গে তর্ক করব।"

এরমধ্যেই টবরো খ্যানখ্যান করে ওঠে, "অপশব্দ!"

ড. রবিনসন বিরক্ত হলেন, "অপশব্দ আবার কোথায় বললাম?"

"হুলো।"

"হুলো অপশব্দ!" তিনি ধমকে উঠলেন, "আগে ভাল করে খুঁজে দেখ। হুলো মানে কী?"

"পুরুষ বেড়াল।"

"তবে অপশব্দ হল কোথা থেকে?"

টবরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে গেল। তার সন্দেহ হয়েছে যে 'হুলো' শব্দটা খুব ভাল অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু আপাতত প্রমাণ নেই।

"বেশ রোবটটি," টবরোর দিকে তাকিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে বললেন মি. রবিন্‌স, "কিন্তু অপশব্দের ব্যাপারটা কী?"

ড. রবিনসন হেসে ফেললেন। আসলে ফান্ডের জন্য তাঁকে অনেকবার দেশি-বিদেশি মানুষদের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। অনেকেই বিজাতীয় ভাষায় তাঁকে গালিগালাজ দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি বুঝতে পারেননি। বঙ্গসন্তানকে বিজাতীয় ভাষায় গাল দেওয়া সহজ ব্যাপার। বাকিরা তাতে মজাও পায়। ড. রবিনসন বুঝতে পেরেছেন, উলটোদিকের মানুষটি তাঁকে অন্য ভাষায় গাল দিল। কিন্তু ভাষাটা না জানা থাকায় প্রতিবাদ করতে পারেননি। কিন্তু যাতে এরপর কেউ তাঁকে বিজাতীয় ভাষায় গাল দিয়ে পার না পেয়ে যায় সেই উদ্দেশ্যেই টবরোকে এভাবে প্রোগ্রামিং করেছেন। এর ফলে সে চুয়ান্নটি ভাষায় চট করে অপশব্দ বুঝতে ও ডিটেক্ট করতে পারে। এবং ড. রবিনসনের নির্দেশ পেলে সেই ভাষাতেই তুলোধোনা করে ছেড়ে দেবে। কিন্তু ফল হয়েছে উলটো। এখন টবরো কথায়-কথায় রবিনসনের অপশব্দ ধরছে!

মি. রবিন্‌স চায়ে চুমুক দিলেন, "যাই হোক, এবার কাজের কথায় আসা যাক। আপনার ফিউচারোস্কোপকে কি আমি একটু দেখতে পারি?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

আবার আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন ড. রবিনসন। এর আগে যতবার ফিউচারোস্কোপের ডেমো দেখাতে গিয়েছেন, ততবারই কিছু না কিছু গোলমাল হয়েছে। এক কর্তাকে তো ইনকামট্যাক্স আর ভিজিলেন্সের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েই দিল। অন্য একজনকে জানিয়েছে, সাতদিনের মধ্যেই তার বউ অন্য একজনের সঙ্গে পালিয়ে যাবে! ভবিষ্যৎ সবসময় খুব সুখকর বা সেফ হয় না। এখন মি. রবিন্‌সকেও যদি তেমন কিছু বলে...!

"আপনি এটার প্রয়োগ কতবার করেছেন?"

একটু চুপ করে থেকে জানালেন ড. রবিনসন, "বেশ কয়েকবার। তবে ছোট ছোট রেঞ্জে। প্রত্যেকবারই মিটিং-এর আগে মিটিং কতটা সফল হবে দেখে নিই। প্রত্যেকবারই নেগেটিভ জানায়। বলাই বাহুল্য ঠিকই জানায়।"

কৌতুক উপচে পড়ল মি. রবিন্‌সের চোখে, "আজকের মিটিং-এর আগে দেখেছিলেন? নেগেটিভ দেখাল না পজিটিভ?"

একটু চিন্তায় পড়লেন ড. রবিনসন। আজকে সকালেও একবার ফিউচারোস্কোপে মিটিং-এর ভবিষ্যৎ দেখে নিয়েছিলেন কিন্তু ফিউচারোস্কোপ পজিটিভ বা নেগেটিভ কিছুই জানায়নি। শুধু পরদায় বারবার ভেসে উঠেছে একটাই শব্দ, 'এরর!' এখন এই এরর-এর অর্থ কী কে জানে! ডক্টর শেষপর্যন্ত বিরক্ত হয়ে ক্ষান্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন মি. রবিন্‌সকে তো আর সেকথা বলা যায় না। বললেই তিনি ধরে বসবেন এই যন্ত্রটা খারাপ।

"আপনি কি নিজের উপরে টেস্ট করতে চান?" প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য তাড়াতাড়ি অন্য কথা তুললেন তিনি, "কতবছর পরের ফিউচার দেখতে চান?"

"রক্ষে করুন," মি. রবিন্‌স হেসে ফেললেন। হাসিটা তাঁর ব্যক্তিত্বের মতোই স্নিগ্ধ। হাসতে হাসতেই বললেন, "আমি ভবিষ্যৎ দেখতে চাই না। বরং ভবিষ্যতে যেতে চাই। আপনি নিজের উপরই পরীক্ষা করুন না কেন? লং রেঞ্জে দেখেননি তো কখনও?"

ড. রবিনসন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। যাক, মি. রবিন্‌সের উপর পরীক্ষা করতে হবে না! তিনি আশঙ্কায় প্রায় কাঠ হয়েছিলেন এতক্ষণ। কে জানে, ফিউচারোস্কোপ আবার কী বলে বসে থাকবে! তার চেয়ে বরং স্বয়ং ড. রবিনসনের উপরই পরীক্ষা করা ভাল।

"আপনার স্ত্রী এক্সপেক্টিং না?" মি. রবিন্‌সের কথায় চমকে উঠলেন তিনি। লোকটা একথাটা জেনে ফেলল কী করে!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"সিম্পল," যেন ড. রবিনসনের মনের কথাটাই জেনে ফেলেছেন মি. রবিন্‌স, "আমি সবসময় কারও সঙ্গে দেখা করতে গেলে তার সম্পর্কে অল্পবিস্তর খোঁজ খবর নিই।"

"ও আচ্ছা," বিস্ময়টাকে কোনওমতে সামলে নিয়েছেন বিজ্ঞানী। ধীরেসুস্থে বললেন, "হ্যাঁ, আপনি ঠিকই জানেন।"

"তা হলে আগে ওটাই দেখা যাক," মি. রবিন্‌স বলেন, "দেখা যাক আপনি কার গর্বিত পিতা হবেন। কে আপনার ঘরে আসবে।"

"ওকে স্যার।"

ফিউচারোস্কোপকে সাতদিনের রেঞ্জে ফিট করলেন তিনি। মাথার চুল ডি এন এ স্ক্যানারে রাখলেন। ততক্ষণে পরদায় ভেসে উঠেছে বিশেষ শব্দগুলো—'ওয়েলকাম টু ফিউচার'। ড. রবিনসন একটা গভীর শ্বাস টানলেন। তারপর হাত রাখলেন স্ক্যানারে। মুহূর্তের মধ্যেই কাজ করতে শুরু করল ফিউচারোস্কোপ। তার স্ক্রিনে আবার সুড়ঙ্গগুলো ভেসে উঠেছে। আড়চোখে তাকালেন মি. রবিন্‌সের দিকে। তিনিও উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে। মনিটরের উপরে রীতিমতো ঝুঁকেই পড়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতেও কৌতূহল স্পষ্ট।

"উইল বি ফাদার অফ আ বেবি গার্ল।"

"কনগ্র্যাচুলেশন্‌স!"

মি. রবিন্‌স উষ্ণ করমর্দন করলেন। গম্ভীর এবং আন্তরিক কণ্ঠে বললেন, "মেয়ের বাবা হতে পারা সত্যিই সৌভাগ্যের বিষয়। আপনি ভাগ্যবান।"

ড. রবিনসন তাঁর সন্তানের বিষয়ে যতটা কৌতূহলী ছিলেন, তার চেয়ে বেশি উৎকণ্ঠিত ছিলেন ফিউচারোস্কোপের পারফরম্যান্স নিয়ে। মি. রবিন্‌স তাঁর কন্যাসন্তানের বিষয়ে যতটা উৎসাহী, ঠিক ততটাই ফিউচারোস্কোপের বিষয়ে আগ্রহী কিনা বোঝা মুশকিল। বরং তিনি বিড়বিড় করে বললেন, "একটা নতুন প্রাণ! এর চেয়ে বড় আবিষ্কার আর কী আছে! দারুণ! কনগ্র্যাট্‌স!"

ড. রবিনসন একটু লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "এ আর এমন কী! আপনি কি ফিউচারোস্কোপকে আরও পরীক্ষা করে দেখতে চাইবেন?"

মি. রবিন্‌স নীলাভ চোখ দুটো ড. রবিনসনের দিকে নিবদ্ধ করলেন। বৈজ্ঞানিকের ব্যাকুলতা তিনি বুঝতে পারেন। এই মুহূর্তে তাঁর রক্তমাংসের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

সন্তানের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাঁর আবিষ্কৃত ফিউচারোস্কোপ। সন্তানস্নেহের গোটাটাই এই আবিষ্কার অধিকার করে রেখেছে। শিশুসন্তানের নানারকম কাণ্ডকীর্তি দেখে বাবা-মা যেমন অভিভূত হয়, তার ছোটখাটো দুষ্টুমিও যেমন বিশ্বের অষ্টমাশ্চর্যের মতো মনে হয়, তেমনই এই আধ-পাগলা বিজ্ঞানী ফিউচারোস্কোপের কীর্তিতে ডুবে আছে। তিনি মনে মনে হেসে বললেন, "আরেকবার। এবার একটু বেশি রেঞ্জে। ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ কত?"

"এখনও পর্যন্ত ত্রিশ বছর স্যার।"

"নিজের উপর ওই রেঞ্জে কখনও পরীক্ষা করেছেন?"

"না।"

মি. রবিন্‌স বিকার তুলে চায়ে চুমুক দিলেন। খাঁটি দার্জিলিং টি'র আমেজে তাঁর চোখ অর্ধনিমীলিত। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "তা হলে একবার ওই রেঞ্জটাও ট্রাই করুন। এই ফাঁকে নিজের ভবিষ্যৎটাও দেখে নিন।"

"ওকে স্যার।"

ফিউচারোস্কোপ আবার কাজ করতে শুরু করল। এবার ত্রিশ বছরের রেঞ্জে। এই প্রথম রবিনসনের একটু নার্ভাস লাগছে। এর আগে একবারই এতখানি রেঞ্জে ফিউচারোস্কোপকে পরীক্ষা করেছিলেন। সৌম্যর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল তাঁর। কী কাতর স্বরে বলেছিল, "বলছিলি না, ভবিষ্যৎ পালটে দিবি তুই। তুই-ই ভগবান! বিজ্ঞানই ঈশ্বর! এবার আমার ভবিষ্যৎ পালটে দেখা ভাই। পালটাতে পারিস?"

নিজের অজ্ঞাতেই চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে ড. রবিনসনের। মানুষ কখনও কখনও বড় অসহায়। কিন্তু সৌম্যর ভবিতব্যকে কি পালটানো যায় না? বিজ্ঞান কি সেই ক্ষমতা দেবে না তাকে? ঈশ্বর হয়ে ওঠার ক্ষমতা! এতদিন ধরে সাধনার ফল কি মিলবে না?

"এসে গিয়েছে!"

সৌম্যর কথা মনে পড়তেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। মি. রবিন্‌সের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে সংবিৎ ফিরল। ফিউচারোস্কোপের তল্লাশি শেষ। ভবিষ্যতের সন্ধান শেষ করে ফলাফল জানিয়ে দিয়েছে সে। ড. রবিনসন উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে কম্পিউটারের মনিটরে চোখ রাখলেন!

কিন্তু এ কী! এসব কী লেখা আছে কম্পিউটারে! তাঁর মনে হল পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। দেহে যেন আর একফোঁটা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

শক্তিও নেই। এই কি ড. রবিনসনের ভবিষ্যৎ! তাঁর মতো একজন নিরীহ সাদামাঠা ব্যক্তিত্বের বিজ্ঞানীর জন্য এ কী জাতীয় ভবিষ্যৎ লিখে দিয়েছে ফিউচারোস্কোপ! ভবিষ্যৎই তো? না কি ঠাট্টা?

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলেন তিনি, কম্পিউটারের মনিটরে লেখা আছে কয়েকটা শব্দ, 'মার্ডারড বাই দ্য নিয়ারেস্ট অ্যান্ড ডিয়ারেস্ট ওয়ান অন টুয়েন্টিয়েথ ডিসেম্বর, টু থাউজ্যান্ড ফর্টি সিক্স!'

মনে হচ্ছিল, ত্রিশ বছর পরে নয়, এখনই কেউ তাঁর বুকে একটা ছুরি আমূল বসিয়ে দিয়েছে। যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বললেন, "আমি খুন হব! কিন্তু কেন?... কেন?"

॥ ৫ ॥

সন ২০৪৬, হাইটেক সিটি

Ye banks and braes'o bonnie Doon
How ye can bloom so fresh and fair
How can ye chant ye little birds
And I sae weary f u'o'care

Ye'll break my heart ye war bling birds
That wantons thro't flowering thorn
ye mind me o'departed joys
Departed never to return

কানের কাছে মৃদু ঘুমপাড়ানিয়া গানের সুর। তবু কখনওই ঘুমোন না রবি-রেক্স। যে মানুষ ঘুমোতে পারে না তার কাছে রাতটা বড় দীর্ঘ। অভিশপ্ত এবং বড় কষ্টকর। এই মুহূর্তে তিনি এ রাজ্যের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষ। তার চেয়ে অনেক দুর্বলতর, দুর্বলতম মানুষও এখন এমন শীতের রাতে শান্তির ঘুম ঘুমোচ্ছে। অথচ তাঁর চোখে ঘুম নেই।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

একটু কষ্ট হয় বটে। কিন্তু এখন ব্যাপারটা অনেকটাই মেনে নিয়েছেন তিনি। তাঁরই তৈরি সিলিকনের ড্রিম মাস্ক পরে জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছিলেন। এতে ঘুম না হলেও দেহ, মন ও মস্তিষ্ক আরাম পায় কিছুক্ষণের জন্য। মানুষের মস্তিষ্ক ও মন, কখনোই গোটাটা সক্রিয় থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় তো নয়-ই! ড্রিম মাস্ক মানুষের অবচেতন মনের গভীরে গিয়ে খুঁজে আনে তার চিন্তাভাবনাগুলো। হয়তো সেই চিন্তাভাবনার কথা মানুষটি নিজেও জানে না! ব্রেনের সক্রিয় অংশকে কিছুক্ষণের জন্য নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে, ঘুমন্ত মস্তিষ্কের অংশকে জাগ্রত করে দেয়। ফলস্বরূপ স্বপ্নগুলো চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে আসতে থাকে একের পর এক। বন্ধ চোখের ভিতরে জমতে থাকে না দেখা সব স্বপ্ন। এতে ঘুম হয় না ঠিকই, কিন্তু রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি বা জাড্য স্পর্শ করে না।

এখন মধ্যরাত। রবি-রেক্সের কাচের মহলে তিনি একাই আছেন। বাইরে সতর্কভাবে পাহারা দিচ্ছে ক্লোনবাহিনী। এই ঘরটা সম্পূর্ণ কাচের তৈরি। কিন্তু সাধারণ কাচ নয়। ওয়েদার অ্যাডজাস্টেবল এবং সাউন্ডপ্রুফ কাচ। শীতকালে বিন্দুমাত্রও ঠান্ডা হয় না, আর গরমকালে গরমের লেশমাত্রও টের পাওয়া যায় না। কাচের মাধ্যমে ভিতরে কী হচ্ছে তা দেখা যায় না। কিন্তু বাইরের সব দৃশ্য এখান থেকে স্পষ্ট। এই ঘরটি গোটা প্রাসাদের কেন্দ্রে অবস্থিত। কাচের ছাদ দিয়ে আকাশ দেখা যায়। আলো সম্পূর্ণ নিভে গেলেও নক্ষত্রের নীলাভ আলো একটা নীলচে মায়াবী অথচ স্তিমিত আলোয় ঘর ভরিয়ে দেয়। চাঁদের ঠান্ডা আলোও উপচে পড়েছে চতুর্দিকে। একটা ধোঁয়াশার পরত থেকে থেকে পাতলা স্তরে ছুঁয়ে যাচ্ছে চাঁদকে। কিন্তু তাতেও জ্যোৎস্নার উচ্ছ্বাসে খামতি নেই।

"আমার মা কোথায়?"

ছোট্ট ছেলেটা কাচের মতো স্বচ্ছ চোখদুটো তুলে বলেছিল, "তুমি কি আমার মাকে দেখেছ?"

রবি-রেক্স অপলকে তাকিয়েছিলেন বাচ্চাটার দিকে। ওকে বলা যায় না, কয়েকদিন আগেই রবি-রেক্সের বাহিনী ডেস্ট্রয়ার রোবটরা ব্রথেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। শহরের নানা প্রান্তের ব্রথেলগুলোকে ফাঁকা করার নোটিশ আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। ব্রথেল এ রাজ্যে বেআইনি। কোনওরকম প্রোডাক্টিভ কাজে লাগে না, বরং নানারকম রোগের আড়ত। ওদের কাছে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

ঠিকঠাক এ রাজ্যের নাগরিক হওয়ার প্রমাণও নেই। কেউ চলে এসেছে নেপাল থেকে, কেউ বা মিজোরাম থেকে। অসম, মেঘালয়ের মেয়ে তো ভরতি। বাংলাদেশ থেকে পাচার করা এমন অনেক অনুপ্রবেশকারী সুন্দরী বারাঙ্গনা আছে, যাদের ভিসাই নেই। সুতরাং বেআইনিভাবে হাইটেকসিটির এক কণা জমিতেও থাকার অধিকার ওদের নেই। কিন্তু তখন কেউ কর্ণপাতই করেনি। এমন কত নোটিশ এল আর গেল! ব্রথেলের যৌনকর্মীরা তাদের জায়গাতেই অটল রয়েছে। অতএব এই নোটিশকেও বিশেষ পাত্তা দেয়নি। তাদের এই চরম অবহেলা রবি-রেক্সের জেদ আর রাগ দুটোই বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ফলস্বরূপ, শহরের বিভিন্ন কোনায় অবস্থিত ব্রথেলগুলো একরাতে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। প্রোগ্রামড বুল-রোবট ব্রথেলগুলোকে গুঁড়িয়ে, দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে সাফ করে ফেলল। যে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছে, সে বেঁচেছে। বাকিরা কয়েক মুহূর্তেই লাশে পরিণত হয়েছে। কেউ মরেছে ডেস্ট্রয়ারদের হাতে, কেউ মরল বুল-রোবটের তলায় পিষে। যে মেয়েরা প্রতিবাদী পদক্ষেপ নিয়েছিল, তাদের সবাইকে জেলে পুরেছে রোবট বাহিনী। কম্যান্ডার ক্লোন ইলেভেনকে তেমনই নির্দেশ দেওয়া ছিল। যারা নির্বিবাদে ডেস্ট্রয়ারদের হাতে ধ্বংস হল, তারা ধ্বংস হোক। যারা পালাল, তাদেরও পালাতে দেওয়া হোক। কিন্তু যারা প্রতিবাদ করবে, তাদের ধরে নিয়ে আসতে হবে। রবি-রেক্সের নির্দেশ অমান্য করলে কী হয়, প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ালে কী হয়—তা দেখাতে চেয়েছিলেন তিনি।

সেকথাও রেখেছেন তিনি। সমস্ত রাত বন্দি করে রেখে ভোর হতে না হতেই শিশুদের ছেড়ে গণিকা, দালাল ও মক্ষিরানি সমেত গোটা দলকেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বধ্যভূমিতে। মোট আশিজন বন্দি ছিল। তাদের মধ্যে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে নগ্ন করে উপস্থিত জনতার চোখের সামনে দিয়েই গোরু-শুয়োরের পালের মতো ঠাসাঠাসি করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল একটি লম্বা হলঘরে। মেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। সেখানে জীবন্ত অবস্থাতেই বড় বড় শাওয়ারের মাধ্যমে তরল জাইক্লোন-বি ঢেলে তাদের জ্যান্ত গলিয়ে দেওয়া হয়! জাইক্লোন-বি কে রূপান্তরিত করা হত ক্রিস্টালাইজড প্রুসিক অ্যাসিডে। এস এস হোয়েস এর জন্মদাতা। হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, আউৎভিটস-এ ব্যবহৃত হত। জাইক্লোন বি'র

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

অ্যাসিড ফরম্যাটে একটি মানুষের গলে জল হয়ে যেতে বড়জোর তিন থেকে পনেরো মিনিট লাগে। সেই সকালে সূর্যও যেন রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিল আকাশে। হতভাগ্য, বুভুক্ষু মানুষগুলো পুড়ে যেতে যেতে, গলে যেতে যেতে তিন থেকে পনেরো মিনিট অবধি গলার শিরা ছিঁড়ে প্রাণপণ চিৎকার করেছিল। সেই মরণ আর্তনাদ সমবেত ভয়ার্ত জনতাও শুনেছিল। অনেকেই সে চিৎকার সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে যায়। হাইটেক সিটির আকাশ-বাতাস ভরে গিয়েছিল প্রবল প্রাণান্তকর চিৎকারে।

রবি-রেক্স অবশ্য সে চিৎকার শোনেননি। তিনি সেদিনও বসেছিলেন সেই কাচের সাউন্ডপ্রুফ ঘরে। কানের কাছে বাজছিল বেঠোফেন। এতগুলো মানুষের জীবনদণ্ড দেওয়ার পরেও ভদ্রলোক শান্তিতে স্বপ্ন দেখছিলেন।

সম্ভবত এই বাচ্চা ছেলেটির মা-ও ছিল দণ্ডিতের তালিকায়। মুখে রক্ত তুলতে তুলতে পশুর মতো চিৎকার করতে করতে সেও হয়তো কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের হলঘরের মধ্যে জীবন্ত গলে গিয়েছিল। কিন্তু সে কথা তো বাচ্চাটাকে বলা যায় না! বলা যায় না যে গলে যাওয়ার পর তার মায়ের গলা মাংস ও হাড় এখন পুষ্টি জোগাচ্ছে বধ্যভূমির বাগানগুলোয়। তিনি কারাগারে বন্দি শিশুটির চোখের দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টিতে নিপাট সারল্য। কোনও ঘৃণা নেই, রাগ নেই। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, কোনও ভয়ও নেই। তার চোখের সামনেই হয়তো বুল-রোবট ধ্বংস করে দিয়েছে তার বাড়ি। ওয়ারিয়রদের হাতে মারা পড়েছে অজস্র মানুষ! অথচ ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও আশঙ্কাই নেই ওর চোখে-মুখে। বরং একটুকরো চারকোল নিয়ে সে এখন কারাগারের দেওয়ালে ছবি আঁকতে ব্যস্ত।

সেই চোখের দিকে তাকানো যায় না। রবি-রেক্সও পারেননি। তিনি তখনও ঠিক করতে পারেননি যে এই অনাথ, হতভাগ্য শিশুদের নিয়ে কী করবেন। গভীরভাবে পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক স্বরে বললেন, "তোমার মা একজায়গায় গিয়েছেন। কাল চলে আসবেন।"

"কাল ঠিক আসবে তো?"

চোখ নামিয়ে নত মাথায় জানালেন তিনি, "হ্যাঁ। কাল তোমার মায়ের সঙ্গে তোমার দেখা হবে।"

ছেলেটি যারপরনাই খুশি হয়ে উঠেছিল। তাকে দেখে মনে হয়েছিল যে এর চেয়ে সুখবর আর কিছু হতেই পারে না। অথচ এই কথার মধ্যে যে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

পরিণতি লুকিয়ে ছিল, তা বুঝতে পেরে কম্যান্ডার ইলেভেনের রক্তও হিম হয়ে যায়। কম্যান্ডার ইলেভেন অন্যদের মতো বোধবুদ্ধিহীন নয়। কম্যান্ডার বলেই হয়তো তাকে বোধশক্তি দিয়েই তৈরি করেছেন রবি-রেক্স। সে শিউরে উঠে অস্ফুটে বলল, "স্যার!"

অন্যদিকে রবি-রেক্স দেখছিলেন, শিশুটি কারাগারের দেওয়ালে পাখির ছবি আঁকছে। তিনি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি খুব পাখি পছন্দ করো?"

"আমি পাখি হতে চাই," ছেলেটি নির্বিকারভাবে জানায়, "মা বলেছিল একজোড়া ডানা আমাকে কিনে দেবে।"

কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না রবি-রেক্স। শিশু তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, "মা ডানা কিনতে পেরেছে?"

তিনি আবারও কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য শব্দ হারিয়ে ফেলেছিলেন। বারবার চোখ চলে যাচ্ছে ছেলেটার দিকে। কী নির্ভীক চোখ! কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না! ছেলেটি যদি কারাগারের এককোণে বসে ভয়ে, কান্নায় সিঁটিয়ে থাকত, তবে ওর সঙ্গে কথা বলা সহজ ছিল।

"কাল তোমায় এক জায়গায় নিয়ে যাব," রবি-রেক্স বললেন, "সেখানে গেলে ডানা পাবে তুমি। অনেক পাখিও দেখবে...অনেক ফুল..."

রেক্সকে থামিয়ে বাচ্চাটা বলল, "আমি একা যাব? তুমি সঙ্গে যাবে না?"

রবি-রেক্স সেখান থেকে উত্তর না দিয়ে সরে গেলেন। চাপা গলায় ক্লোন ইলেভেনকে বললেন, "কাল সকালেই এই চ্যাপ্টার ক্লোজ করো।"

"স্যার," কম্যান্ডার ইলেভেন কোনওমতে বলেন, "ওরা সবাই শিশু! সব দশ থেকে আট বছরের মধ্যে!"

"দশবছর পরে আর শিশু থাকবে না," তিনি ঠান্ডা দৃষ্টিতে তাকালেন ক্লোন ইলেভেনের দিকে, "কুড়ি থেকে আঠারো বছরের পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে দাঁড়াবে। এখন কিছুই বুঝতে পারছে না বলে হার্মফুল নয়। কিন্তু যখন সব বুঝতে পারবে, তখন রিভেঞ্জও নিতে চাইবে। তোমার কি মনে হয়, ততদিন আমি ওদের দিব্যি পুষে যাব? যতক্ষণ না ওরা আমার বুকে ছুরি বসাচ্ছে, ততদিন অপেক্ষা করা উচিত আমার?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

ক্লোন ইলেভেন আর কোনও কথা না বলে হুকুম তামিল করেছিল. পরদিন ভোরে কারাগার শূন্য হয়ে গিয়েছিল। তখনও দেওয়ালে জ্বলজ্বল করছে উড়ন্ত পাখির ছবি।

আচমকা রেক্সের মনে হল তাঁর মাথার কাছে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। গলন্ত মাংসের একটা ছোট স্তূপ! চোখদুটো শুধু অক্ষত। নির্ভীক চোখদুটো তুলে পচা-গলা হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে, "আমার সঙ্গে তুমি আসবে না? চলে এসো না! তুমিও আমার সঙ্গে চলো!"

একঝলক পচা মাংসের গন্ধ! রেক্স প্রাণপণে পালাতে চাইছেন। যত দূরে যেতে চাইছেন রক্তমাংসের দলাটা তাঁর আরও কাছে আসছে। পিছোতে পিছোতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেল। উলটোদিকের মানুষটি একটুও ভয় পাচ্ছে না। কিন্তু তিনি ভয় পাচ্ছেন! ও কেন এসেছে! কী করতে এসেছে!

কারাগারের দরজাটা আচমকা খুলে গেল! এ কী! কালো রঙের চারকোলের পাখিরা জীবন্ত হয়ে উঠল কখন! তারা এখন রেক্সকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তাদের ডানার ঝাপটার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন তিনি! তাদের কর্কশ কালো ডানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে তাঁকে! স্পষ্ট অনুভব করলেন তাঁর হাতের উপর চেপে বসেছে সেই শিশুর হাত। গলা চামড়া, মাংস, রক্ত লেগে গিয়েছে রেক্সের হাতে। কানের কাছে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন তার কণ্ঠস্বর, "তুমি সঙ্গে যাবে না? চলো...এসো আমার সঙ্গে। দেখো, কত ফুল, কত পাখি...এসো!"

"না...না," ঘামে ভিজে ধড়ফড়িয়ে উঠলেন রবি-রেক্স, "ছেড়ে দাও! আমি যাব না।"

"স্যার!"

"সরে যাও...সরে যাও আমার সামনে থেকে..." ছটফট করে উঠে তিনি ছিটকে সরে যেতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই কানে এল বিনীত নম্র সুর। কেউ তাঁর চোখের উপর থেকে ড্রিমমাস্কটা সরিয়ে নিয়েছে।

"রেক্স!"

তিনি চোখ মেললেন। তার দৃষ্টির সামনে তাঁরই তৈরি রোবট। ঝুঁকে পড়ে দেখছে তাঁকে।

"ও! তুই!" স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন তিনি। এই দুঃস্বপ্নটা আজকাল বড়

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

বেশি করে ফিরে আসছে। প্রায় রাতেই দেখা দেয় এই শিশুটি। হাত বাড়িয়ে তাঁকে সঙ্গে যেতে বলে।

যান্ত্রিক কণ্ঠে প্রশ্ন করল রোবটটি, "আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন স্যার?"

এতক্ষণ আরামকেদারায় শুয়েছিলেন রবি-রেক্স। এবার সোজা হয়ে উঠে বসেছেন, "তুই কখন এলি?"

"একটু আগেই। যখন আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন," রোবট উত্তর দেয়, "কী স্বপ্ন দেখছিলেন স্যার? আবার সেই একই?"

রবি-রেক্স দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন। তাঁর অনুগত রোবট ভৃত্যটিই একমাত্র এই স্বপ্নটার কথা জানে। আর কাউকে একথা বলেননি রেক্স। বললেই সকলে ধরে নেবে যে তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। আর তাঁর জীবনে দুর্বলতার কোনও জায়গা নেই। সবসময়ই তাঁকে পাথরের মতো শক্ত হয়ে থাকতে হবে। হিমাচলের মতো অটল তাঁর দেহে, মনে কোথাও এক ইঞ্চি ফাটল ধরার উপায় নেই।

"আপনার বিশ্রাম দরকার স্যার," রোবটটি ধীরেসুস্থে বলল, "হাইটেক সিটির জন্য যতটা করা সম্ভব, আপনি করেছেন। এ জায়গা আপনার নয় স্যার। এর চেয়ে চলুন না, আমরা পুরনো ল্যাবে ফিরে যাই।"

রবি-রেক্স মাথা নাড়লেন। ও রোবট। দিব্যি বড়সড় অঙ্ক কষতে জানে। কিন্তু সংসারের লসাগু-গসাগু গুলো ঠিক জানা নেই ওর। ও জানে না, এখন যে বিন্দুতে পৌঁছেছেন তিনি, সেখান থেকে সরে আসা সম্ভব নয়। রবি-রেক্সের জয় হতে পারে, রবি-রেক্স মারা যেতে পারেন, খুন হতে পারেন। কিন্তু ফিরে যেতে পারেন না। মুকুট পরা সহজ নয়, আরও কঠিন মুকুট খুলে রাখা।

Ye mind me o'departed joys
Departed never to return

'ডিপার্টেড নেভার টু রিটার্ন!' যা চলে গিয়েছে, তা আর ফিরে আসে না। অতীতে বেঁচে থাকা যায় না। থাকতে পারলে হয়তো তিনি তেমনই প্রার্থনা করতেন।

"না রে," তিনি মৃদু হাসলেন, "এই বেশ আছি। শুধু ইনট্রুডারদের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

মিছিলটা নিয়ে একটু টেনশন হচ্ছে। আজ মিছিল করে এসেছে। কাল কী করবে কে জানে। সবচেয়ে যেটাতে অবাক হয়েছি যে ওরা ভয় পাচ্ছে না। ওদের ভয় পাওয়া জরুরি," বলতে বলতেই বিড়বিড় করলেন আপনমনে, "কেন ভয় পাচ্ছে না ওরা? জানত না যে হাইটেক সিটিতে এভাবে মিছিল করে এলে মরতে হবে? তবে কেন এসেছিল? নাকি মরতেই এসেছিল?"

রোবটটি তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। এই মানুষটার সঙ্গে গত কয়েক দশক ধরে ছায়াসঙ্গী হয়ে আছে সে। কখনও এত দুর্বল হয়ে পড়তে দেখেনি। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ যতই বর্তমান হওয়ার পথে এগিয়ে আসছে, ততই কেমন যেন ভিতরে ভিতরে চাপা উৎকণ্ঠার শিকার হচ্ছেন।

রবি-রেক্স বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন ভীত হয়ে পড়ছেন। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে সেই শব্দগুলো। 'মার্ডারড বাই দ্য নিয়ারেস্ট অ্যান্ড ডিয়ারেস্ট ওয়ান'। যত দিন গিয়েছে, যন্ত্রটা তত উন্নত হয়েছে। এখন সে আর ভবিষ্যৎ বলে না। ভবিষ্যৎ দেখায়। আজকাল রোজই নিজের ভবিষ্যৎ দেখছেন তিনি। কিন্তু কিছুতেই দৃশ্য পরিবর্তন হচ্ছে না! রবি-রেক্সের বুকে আমূল বসে আছে একটা লেসার তরবারি। হৃৎপিণ্ড ফালা ফালা করে চলে গিয়েছে লেসার তরোয়ালের তীক্ষ্ণ দেহ। আর রবি-রেক্স কাত হয়ে পড়ে আছেন! চোখদুটো খোলা! মুখ ঈষৎ ফাঁক! অন্তিম মুহূর্তের অপেক্ষায়, মরণ যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন। তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর ঘাতক। কিন্তু ঘাতকের মুখটা পরিষ্কার নয়। সে নারী কি পুরুষ, জোয়ান না বৃদ্ধ—বোঝার উপায় নেই!

অনেকবার চেষ্টা করেছেন তার মুখ দেখার। ফার্স্ট ফরোয়ার্ড করে দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কম্পিউটার তার মুখ দেখায়নি। কিছুতেই মুখ দেখায় না। শুধু অস্পষ্ট অবয়ব... কে? কে সে? রবি-রেক্সের কাছের কেউ নিশ্চয়ই। কিন্তু কে? মেয়ে? বন্ধু? এর চেয়ে বেশি ভালবাসার জন তো কেউ নেই। এমনকী মাঝে মাঝে ওঁর সন্দেহ হয়, মেয়েকেও তিনি আদৌ ভালবাসেন কিনা! ভালবাসা জিনিসটা তাঁর অন্তরে বিশেষ অবশিষ্ট নেই। যেটুকু আছে এই রোবট ও নিজের বহুদিনের পরিচিত বন্ধুকে ঢেলে দিয়ে দিয়েছেন। আর বেশি ভালবাসার ক্ষমতা তাঁর নেই।

"তোকে এত ভরসা করি কেন বল তো?" চ্যালেঞ্জের মতো কথাটা ছুড়ে দিলেন রবি-রেক্স রোবটটির দিকে, "বহুবছর আগে তোকে বানিয়েছিলাম।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

এরপর তোর চেয়েও অনেক উন্নত রোবট তৈরি করেছি আমি। তুই জেনারেশন টু-এর রোবট। আর এখন যারা আমায় ঘিরে থাকে তারা সব জেনারেশন ফাইভের। তবু তোর মায়া কাটাতে পারি না। কেন বলতে পারিস?"

"সিম্পল স্যার," রোবট উত্তর দেয়, "আমি আপনার প্রথম হিউম্যানয়েড রোবট। আপনি রোবোটিক্সের তিনসূত্র মেনে আমায় তৈরি করেছিলেন। বাকিরা তিনসূত্রের বাইরে। ওরা মানুষ খুন করতে পারে। কিন্তু আমার মানুষের ক্ষতি করার উপায় নেই। এ রোবট মে নট ইনজিয়োর এ হিউমান বিয়িং অর, থ্রু ইন অ্যাকশন, অ্যালাউ এ হিউমান বিয়িং টু কাম টু হার্ম! 'নিয়ারেস্ট অ্যান্ড ডিয়ারেস্ট'দের মধ্যে আমিই একমাত্র আপনাকে খুন করতে পারি না...!"

"ঠিকই বলেছিস! একদম ঠিক," বলতে বলতেই লাফিয়ে উঠলেন তিনি, "এ কী!"

রবি-রেক্স প্রশংসাসূচক ভাবে তার পিঠ চাপড়ে দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই তাঁর কান ঘেঁষে সাঁই করে কী যেন বেরিয়ে গেল। তিনি হতভম্ব! কিছু বোঝার আগেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। তিনি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলেন কী যেন একটা ফুলদানির গায়ে লেগে ভয়াবহ বিস্ফোরণ করে উঠল। ফুলদানির পাশের পর্দাটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে! কী সর্বনাশ! লেসার বুলেট! তিনি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ঘটনাটা ঠিক কী হল! এইমাত্রই তাঁকে লক্ষ্য করে কেউ একটা লেসার বুলেট ছুড়ল! আরেকটু বাঁদিক ঘেঁষে বুলেটটা এলেই তাঁর কপাল ফুটো হয়ে যেত।

"কে? কে-এ-এ?"

একটা ছায়ামূর্তি যেন সাঁত করে সরে গেল প্রাসাদের মধ্যে। সরীসৃপের মতো তার গতিবিধি। রবি-রেক্স পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন "গার্ডস... গা-র্ড-স !"

তাঁর ক্লোন দেহরক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এল। ভিতরের অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি আগুন নেভাতে তৎপর হয়ে উঠল তারা। রবি-রেক্স সন্দেহ কুটিল চোখে তাদের সবার হাতের লেসার বুলেট রাইফেলগুলোর দিকে তাকালেন। এর মধ্যেই কোনও একটা রাইফেল থেকে গুলিটা ছুটে আসেনি তো? বিশ্বাস নেই! কাউকে বিশ্বাস নেই! হয়তো এই দেহরক্ষীদের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে তাঁর ঘাতক। এর মধ্যেই কোনও রাইফেল গর্জে উঠল এইমাত্র!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

লেসার বুলেট তাঁর দেহরক্ষীরা ছাড়া কেউ ব্যবহার করে না। অথবা...

বিস্ফোরণের শব্দ শুনে কম্যান্ডার ইলেভেনও ছুটে এসেছিল। কিছুদিন যাবৎ রবি-রেক্সের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দিনে-রাতে ক্লোন বাহিনী চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দিচ্ছে। অথচ তার মধ্যেও এরকম আক্রমণ! সে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে গোটা পরিস্থিতি দেখল। তারপর ছুটে গেল তল্লাশি করতে। প্রাসাদের মধ্যে কোনও আগন্তুক ঢুকে এসেছে কিনা সেটা তোলপাড় করে খুঁজে দেখতে লাগল তারা।

রাগে, আতঙ্কে কাঁপছিলেন রবি-রেক্স। ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গী রোবট ছুটে নিয়ে এসেছে বলবর্ধক পানীয়। রবি-রেক্সের মুখ অসম্ভব শক্ত। কিন্তু কণ্ঠস্বরে রাগের আঁচ পড়ল না। শান্তস্বরেই বললেন, "লিখে রাখ। ওরা কাউকেই খুঁজে পাবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাইরে থেকে কেউ আসেনি।"

"তবে স্যার?"

রবি-রেক্সের চোয়াল আরও শক্ত হল। ভ্রূকুটিকুটিল মুখে বললেন, "যে হামলা করেছিল, সে এই প্রাসাদের মধ্যেই আছে। অন্য কোথাও নয়। কিন্তু কথা হল, ক্লোন আর্মিকে লুকিয়ে সে আমার ঘরের সামনে এল কী করে?"

রোবট চুপ করে থাকে। কিন্তু ইশারাটা বুঝতে অসুবিধে হল না। রবি-রেক্সের যুক্তিটা সঠিক। কিন্তু হামলাকারী যদি প্রাসাদের মধ্যেই থাকে, তবে সেটাও আতঙ্কের ব্যাপার। হয় সে রেক্সের মেয়ে শ্যারন, নয় রেক্সের বন্ধু সৌম্য। এমন কেউ, যে এতটাই পরিচিত, বিশ্বস্ত এবং কাছের যে ক্লোন আর্মি তাকে বাধা দেয়নি।

কিন্তু প্রশ্ন একটাই। কে সে?

॥ ৬ ॥

সন ২০১৬, কলকাতা

"আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।"

"যে-মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখদুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ করুণ, তাকে তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি। এ মাঠ আর নয়,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

ধানের নাড়ায় বিঁধে কাতর হল পা, সেবন্নে শাকের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।"

"পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, কৃপণ জলে তেচোখা মাছের আঁশগন্ধ সব আমার অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি সারি তোর ভাঁড়ারের নুনমশলার পাত্র হল, মা। আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন তোর জরায় ভর করে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি? আমি কখনও অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না..."

ড. রবিনসনের অবস্থা দেখে করুণা হচ্ছিল মি. রবিন্‌সের! লোকটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যেন রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছে। বারবার বিড়বিড় করে বলছে, "অসম্ভব! অসম্ভব!" তার দু'চোখে ভয়াবহতা! একটু আগেই যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখে এসেছেন, তার রেশ থেকে এখনও মুক্তি পাননি। রবি-রেক্সের নিষ্ঠুরতা তাঁকে অসম্ভব কষ্ট দিয়েছে! তার চেয়েও বেশি কষ্টকর এই ভাবনাটা যে রবি-রেক্স অন্য কেউ নয়—স্বয়ং তিনিই!

"ওটা আমি!" যেন এখনও চেতনায় ফেরেননি তিনি। জীবনের সুদূরপ্রান্ত থেকে ফিসফিস করে বলে উঠলেন, "রবি-রেক্স আমিই! ওই নিষ্ঠুর লোকটা আর কেউ নয়...!"

মি. রবিন্‌স তাঁর দিকে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন, "হ্যাঁ। ওটা আপনিই। তবে ত্রিশ বছরের পরের আপনি। রবি-রেক্স আসলে রবিনসন রেক্সের শর্ট ফর্ম। আর ড. রবিনসনের ভবিষ্যৎ। ত্রিশ বছরে অনেক কিছুই ঘটে যাওয়া সম্ভব। তা ছাড়া আপনিই তো চেয়েছিলেন একজন বিজ্ঞানী রাষ্ট্রের প্রধান হোক! ত্রিশ বছর পরে তাই হয়েছে। আপনার তো খুশি হওয়ার কথা।"

ড. রবিনসন মাথা হেঁট করে কী যেন ভাবছিলেন। হ্যাঁ, মনে মনে চেয়েছিলেন ঠিকই যে একজন বিজ্ঞানী রাষ্ট্রের প্রধান হোক। তাতে তাঁর মতো বিজ্ঞানীরা অন্তত সরকারি অনুদানের জন্য ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে ঘুরবে না। কিন্তু তা বলে এই পরিণতি!

যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্বরে বললেন তিনি, "কিন্তু এত কিছু ঘটল কী করে? এই ভাঙা ঘর ছেড়ে অত বড় প্রাসাদে গেলাম কবে আমি? কী করে শাসক হয়ে বসলাম! এ যে অসম্ভব!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

মি. রবিন্‌স দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। এই আত্মভোলা বিজ্ঞানীকে বোঝানো মুশকিল যে সময় এমনই এক বহুরূপীর নাম, যার ভোল পালটাতে সময় লাগে না।

"আর কয়েকবছর পরেই আপনার এই প্রোটোটাইপ বিজ্ঞানী মহলে হইচই ফেলে দেবে। মস্‌ এবং দেশ-বিদেশের নানা সংস্থা আপনার প্রজেক্টে টাকা ঢালবে। কিছুদিনের মধ্যেই প্রোটোটাইপ ছেড়ে আপনার এই যন্ত্র অনেক বড় হয়ে উঠবে," মি. রবিন্‌স বললেন, "আগামী ত্রিশ বছরে এতটাই বড় হয়ে উঠবে যে আপনি যে-কোনও মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ অনায়াসেই বলে এবং দেখিয়ে দিতে পারবেন। এমনকী, কয়েকটা ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ বদল করার ক্ষেত্রে সাফল্যও পাবেন। আপনার পেটেন্ট নেওয়া গ্যাজেট লোকের ঘরে-ঘরে ঘুরবে। লোকের ধারণা হবে আপনি ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারেন। আপনার ধারণা হবে যে আপনিই ঈশ্বরের সমান ক্ষমতাবান। আপনার জনপ্রিয়তা ক্রমাগতই আকাশচুম্বী হতে থাকবে। রাজনীতিবিদরা আপনার অঙ্গুলিহেলনে নড়বেন চড়বেন। আপনিই হাইটেক সিটির জন্মদাতা। এবং সুন্দর এই শহরটিকে বানিয়ে নিজের রোবটবাহিনীর সাহায্যে শেষপর্যন্ত গদিটিও দখল করে নেবেন।"

চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছিল ড. রবিনসনের। কোনওমতে বললেন, "কেউ প্রতিবাদ করল না?"

"করেছিল," মি. রবিন্‌সের গোঁফের তলায় মৃদু হাসি ভেসে ওঠে, "কিন্তু প্রতিবাদ করার কী ফল হয়েছিল, তা নিজেই কি বোঝেননি?"

ড. রবিনসন মাথা নিচু করে বসেছিলেন, "এই জন্যই আমি খুন হব! এই জন্যই বোধহয়...!"

মি. রবিন্‌স বিজ্ঞানীকে কিছুক্ষণ সময় দিলেন। একটু আগেই অবশ্য যখন টাইম ট্র্যাভেলিং-এর প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন, তখন রবিনসনকে যথেষ্ট উৎসাহী মনে হয়েছিল। এমনিতেই ফিউচারোস্কোপের ভবিষ্যদ্বাণীতে মুষড়ে পড়েছিলেন। বারবার বলছিলেন, "আমাকে কেউ খুন করবে? তাও ত্রিশ বছর পর? কেন? কেন?"

মি. রবিন্‌স দেখছিলেন, 'কেন?' প্রশ্নটার গোলকধাঁধায় ক্রমাগতই জড়িয়ে পড়ছেন তিনি। একজন নির্বিরোধী মানুষ, যে সর্বস্বান্ত হয়ে জীবনের শেষ খড়কুটোটুকু আঁকড়ে ধরতে চাইছে, তাকে কেউ খুন করবে কেন? রবিনসনের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

মতো মানুষেরা ঘাতকের তরবারিতে, বন্দুকে বা পিস্তলে শেষ হয় না। অন্তত তেমন হওয়ার কথা তো নয়। বরং সে উষ্ণ বিছানার আলিঙ্গনে, জরার শীতল আক্রমণে, সব অঙ্ক শেষ করে—প্রাপ্তির ঘড়া পূরণ করে, সমস্ত আত্মীয়স্বজনের চোখের জলটুকুকে পাথেয় করে অনন্তের পথে যাত্রা করবে। এটাই পরিচিত দৃশ্য। এটাই হওয়া উচিত। অথচ ড. রবিনসনের কপালে এ কী দুর্দৈব লিখে দিল ফিউচারোস্কোপ! ঠিক লিখেছে তো? না ভুল!

ড. রবিনসন কোনও কথা বলতে পারছিলেন না। তখনও তিনি বিড়বিড় করে চলেছেন, "কেন? কেন?"

"জানতে চান আপনি?" মি. রবিন্‌স বললেন, "আপনি চাইলে আমরা একটা টাইম ট্র্যাভেলিং করে দেখে নিতে পারি।"

এই প্রথম রবিনসন লাফিয়ে উঠেছিলেন। সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমি ২০৪৬-এ যেতে পারব? সম্ভব?"

"নিশ্চয়ই যেতে পারবেন," মি. রবিন্‌স জানিয়েছিলেন, "আপনি বোধহয় জানেন, আমি টাইম ট্র্যাভেলিং-এর উপর কাজ করছি। একটা ছোট্ট টাইম মেশিন আছে আমার। ওটা আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজকে কানেক্ট করতে পারে। তার মাধ্যমে আমরা একবার ২০৪৬-এ গিয়ে আপনার প্রশ্নের জবাব খুঁজে দেখতেই পারি।"

"কতক্ষণের জন্য যেতে পারব?" ড. রবিনসন উতলা, "কিছুক্ষণ থাকতে পারব তো?"

"পারবেন," মি. রবিন্‌স আশ্বস্ত করেন তাঁকে, "যতক্ষণ খুশি থাকতে পারবেন। শুধু একটাই শর্ত। ফেরার সময় গেটওয়েটা আপনাকে ঠিকমতো খুঁজে নিতে হবে। আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ বা ওয়ার্মহোলের থ্রি ডি টিউবের মুখ সবসময় না পেলে আপনাকে ওই ২০৪৬ সালেই আটকে থাকতে হবে।"

ড. রবিনসন উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ফের মুষড়ে পড়ে বললেন, "তবে থাক।"

মি. রবিন্‌স হেসে ফেললেন, "আশ্চর্য ভিতু মানুষ তো আপনি! ঠিক আছে। চলুন, আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।"

ব্যস, যেমন ভাবনা তেমনই কাজ। ড. রবিনসনকে নিয়ে মি. রবিন্‌স হাজির হলেন তাঁর ল্যাবে। ড. রবিনসন অবাক হয়ে দেখছিলেন মি.

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

রবিন্সের ল্যাবরেটরি! হ্যাঁ, ল্যাবরেটরি বোধহয় একেই বলে! আকারে কী সুবিশাল! ঝকঝকে তকতকে। সাদা মার্বেলের মেঝেতে কোথাও একফোঁটা দাগও নেই। দেওয়ালে মাখন সাদা রঙের প্রলেপ। প্রকাণ্ড উঁচু ছাদ! আর কত আলো! সিলিং লাইটগুলোও সব ধবধবে সাদা! কিন্তু তার আলো তীব্র নয়, বরং স্নিগ্ধ আভায় ভরিয়ে রেখেছে। চতুর্দিকে নানাধরনের জিনিসপত্র, বিশেষ করে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের জিনিস, অঙ্ক ও ডায়াগ্রাম ছড়ানো।

এর মধ্যেই একটা অদ্ভুতদর্শন যন্ত্র তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিয়েছিল। একটা গোলাকৃতি কাচের দরজা ও টিউব! স্বচ্ছ কাচের ওপ্রান্তে জ্বলজ্বল করছে নীলাভ রঙের এক উজ্জ্বল সান্দ্র তরল। তরলের মধ্য দিয়ে নানারকমের আলোর দ্যুতি ঘরটাকে উজ্জ্বলতর করে রেখেছে।

"টাইম কানেকটিং লিকুইড',' মি. রবিন্স বললেন, "আমিই আবিষ্কার করেছি। লিকুইড এমন একটা জিনিস যেটা সহজেই টাইম কিংবা স্পেসকে কানেক্ট করতে পারে। বিশেষ করে জল তো ইউনিভার্সাল কানেক্টর। লিকুইড যে-কোনও স্পেসের পথকে লুব্রিকেট করে। টি সি এল বা টাইম কানেকটিং লিকুইড আমাদের খুব সহজেই আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজের মাধ্যমে ২০৪৬-এ পৌঁছে দেবে। একদম ইজি।"

ভদ্রলোক এমনভাবে 'একদম ইজি' শব্দটা বললেন, যেন এটা ফুচকা খাওয়ার মতো কিছু একটা। ড. রবিনসনের প্রকাণ্ড ল্যাবরেটরিটা দেখেই গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। কোনওমতে ভয়ে ভয়ে বললেন, "এটা আগে কখনও টেস্ট করে দেখেছেন?"

"ওঃ নো!"

মি. রবিন্স হেসে ফেলেছেন, "সুযোগ হয়নি। তবে সব জিনিসকেই কখনও না কখনও প্রথমবার টেস্ট করে দেখতে হয়। তাই না?"

ড. রবিনসন মাথার ঘাম মুছছেন, "ওকে। চলুন।"

২০৪৬, হাইটেক সিটি

একটু আগেই ড. রবিনসনের মনে হচ্ছিল মুহূর্তগুলো যেন সাঁৎ সাঁৎ করে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। একটা তরল তাঁকে ঘিরে আছে, অথচ ভিজিয়ে দিচ্ছে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

না! যে রাস্তা দিয়ে ঢুকেছিলেন যন্ত্রটায়, সেটা আর দেখা যাচ্ছে না! বরং একটার পর একটা আলোর উৎস ক্রমাগতই উলটোদিক দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে এবং মিলিয়েও যাচ্ছে। দূর থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না সেটা কী! টি সি এলের উজ্জ্বল প্রভা দৃষ্টিশক্তিকে বাধা দিচ্ছে। তবে সম্ভবত এই আভার দরুনই সুড়ঙ্গপথ অন্ধকার নয়। তিনি বুঝতে পারছেন এই মুহূর্তে ওঁরা একটা সুড়ঙ্গে আছেন। আর সুড়ঙ্গটা সাপের পেটের মতো ক্রমাগত নড়াচড়া করছে।

"যে আলোগুলো দেখতে পাচ্ছেন, ওগুলো এক একটা বছর," মি. রবিন্‌স বুঝিয়ে বললেন, "আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ এক একটা বছরে এক একটা গেটওয়ে খুলছে। কিন্তু ওগুলোর একটাতেও আমরা যাব না। টাইমমেশিনকে ২০৪৬-এ সেট করে রেখেছি। তাই এই গেটওয়েগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। যেটাতে আমরা যাব সেটা আমাদের সামনে এসে থেমে যাবে।"

ড. রবিনসন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু তাঁর মনে হচ্ছিল আশেপাশে সবকিছু আলোর চেয়েও তীব্র গতিবেগে সরে সরে যাচ্ছে। অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাচ্ছেন! কখনও চিৎকারের, কখনও জয়ধ্বনির! কখনও রাইফেল গর্জন করে উঠছে তো কখনও ফুটবল মাঠের জনতার জয়োল্লাস! ঠিক বুঝতে পারছেন না যে কী ঘটছে! শুধু এইটুকু জানেন, তিনি ত্রিশ বছর পরের রবিনসনের সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন! এবং তাঁকে বুঝতে হবে যে ঠিক কী কারণে তিনি খুন হবেন। সম্ভব হলে সেই খুনটাকেও আটকাতে হবে। তাঁর মুখ শক্ত হয়ে গেল। এখন যখন নিজের ভবিষ্যৎ জানেন, তখন এই দুর্দৈবকে ঠেকানোর চেষ্টা করতেই হবে। পালটে দিতে হবে নিজের ভবিষ্যৎ। ভাবতে ভাবতেই একটা তৃপ্তির হাসি অজান্তেই তাঁর ঠোঁটে ভেসে ওঠে। যদি মি. রবিন্‌সের সাহায্যে নিজের খুন হওয়াকে কোনওভাবে আটকে দিতে পারেন তবে কে ঈশ্বর! কীসের ঈশ্বর! তিনি নিজেই তাঁর নিজের ভাগ্যবিধাতা! তিনি নিজেই...!

"নিজেকে বাঁচাতে হলে দুটো জিনিস মনে রাখবেন," পাশ থেকে মি. রবিন্‌স বলে উঠলেন, "প্রথমত ত্রিশ বছর পরের রবিনসন যেন টের না পায় যে আপনি তার অতীত! তাই যথাসম্ভব নিজেকে গোপন রাখবেন।"

ড. রবিনসন চমকে উঠলেন। লোকটা কি মনের কথাও পড়তে পারে! কী

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

করে বুঝল যে এই টাইম ট্রাভেলিং এর কারণ নিছক কৌতূহল নয়, আত্মরক্ষা। নিজেকে খুন হওয়ার হাত থেকে বাঁচানো।

তিনি প্রশ্নটা করার আগেই মি. রবিন্‌স বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "দ্বিতীয়ত খুনটা ঠেকাতে হলে ত্রিশ বছর পরেও রবিনসনের খুব কাছাকাছি থাকতে হবে। অথচ কোনওমতেই তাকে জানতে দেওয়া যাবে না। সবচেয়ে ভাল নিজেকে কোনওমতে ঢেকে নেওয়া বা ক্যামোফ্লেজ করা।"

একটা আলোর বিন্দু ক্রমাগতই এদিকে এগিয়ে আসছে, একদম মুখোমুখি। পায়ের তলায় অদ্ভুত চাঞ্চল্য। যেন শুধু আশপাশ দিয়ে নয়, পায়ের তলা দিয়েও সময় দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছে ওই আলোর উৎসর দিকে। আলোর সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত গমগম শব্দও শুনতে পাচ্ছেন তাঁরা।

"আমাদের ওয়র্মহোল সম্ভবত কোনও মেট্রো স্টেশনে গিয়ে খুলবে," মি. রবিন্‌স চাপা উত্তেজিত গলায় বললেন, "চলুন, ২০৪৬ আমাদের অপেক্ষা করছে।"

মি. রবিন্‌সের আন্দাজই শেষপর্যন্ত সঠিক প্রমাণিত হল। ওয়র্মহোলের মুখ খুলেছে কোনও মেট্রো স্টেশনেই। মাটির তলায় গুমগুম শব্দে মেট্রো রেল চলে যাচ্ছে। অথচ ২০১৬-এর একটা বিশেষ পরিচিত দৃশ্য চোখে পড়ল না ড. রবিনসনের। যেটা এই মুহূর্তে মিস করছেন তা হল দমবন্ধ করা ভিড় আর লাফালাফি করে ট্রেনে ওঠানামা। বরং যাত্রীরা সব চুপচাপ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ একটা ম্যাগাজিন পড়ছে আর আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিচ্ছে। কেউ বা আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করেছে। একটা বিরাট সরীসৃপের মতো হুশহুশ করতে করতে মেট্রো রেলটা এসে দাঁড়াল। ড. রবিনসন বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলেন যাত্রীরা সবাই ট্রেনে উঠছে। কিন্তু একটুও শোরগোল নেই। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খল ভাব নেই। সবাই সুন্দর গুছিয়ে উঠে যাওয়ার পর মেট্রোরেলের গেট বন্ধ হল।

"কী আশ্চর্য!" তিনি অবাক-অভিভূত কণ্ঠে বললেন, "কোনও মারপিট নেই। কোনও ক্যাঁচাকেচি নেই। লাইন ভাঙার প্রচেষ্টা বা সিট নিয়ে চুলোচুলিও নেই! এটা কলকাতাই তো!"

"এটা হাইটেক সিটি। ২০৪৬-এ এটার এই নামই হয়েছে। মেট্রোর গায়ে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

লেখা ছিল, খেয়াল করেননি?" মি. রবিন্‌স উত্তর দেন, "আর এই মুহূর্তে আমরা কোথায় আছি আন্দাজ করতে পারেন?"

"কোথায়?"

"গঙ্গাগর্ভে।"

"বলেন কী!" বিস্ময়ে চক্ষু চড়কগাছ ড. রবিনসনের, "গঙ্গার তলা দিয়ে মেট্রোরেল যাচ্ছে! আমাদের মাথার উপরে অত বড় নদীটা! অ্যাঁ!"

"হ্যাঁ," মি. রবিন্‌স মিটিমিটি হাসছেন, "জাপানিজ আর ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারদের কেরামতি। গঙ্গার তলা দিয়ে মেট্রোরেল চলে যাচ্ছে। ২০৪৬-এর টেকনোলজি। ওই তো দেখুন। স্টেশনের নাম 'গঙ্গা'।"

স্টেশনের নাম দেখেই ঘাবড়ে গেলেন ড. রবিনসন। এতদিন শ্রাদ্ধের কার্ডে বা মৃত মানুষের মুখের শেষ শব্দ হিসেবেই 'গঙ্গা' শব্দটিকে দেখে বা শুনে এসেছেন। এখন স্টেশনের নাম দেখেও ব্যোমকে গেলেন। মনের মধ্যে একটা চাপা আশঙ্কাও নড়েচড়ে উঠল। স্টেশনের নাম গঙ্গা! এখান থেকে ট্রেন ধরলে সেটা বাড়ি অবধিই সশরীরে পৌঁছে দেবে তো! না কি অন্য কোথাও স্ট্রেট ট্রান্সপোর্ট করে দেবে! বলা যায় না...!

"উপরে ওঠা যাক?"

মি. রবিন্‌সের প্রস্তাবে ক্ষীণ মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন ডক্টর। নীচেই এত ঝটকা! উপরে না জানি আরও কত কী বিস্ময় অপেক্ষা করছে!

মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়ে ওঁরা নগরের রাজপথে এসে পড়লেন। রাস্তার চেহারা দেখে আবার চক্ষু চড়কগাছ ড. রবিনসনের। এমন মাখনের মতো রাস্তা কবে হল! শুধু রাস্তাই নয়, ফুটপাথটাও দেখার মতো। ফুটপাথ এখানে রিভলভিং। প্রায় এস্কেলেটরের মতো ফুটপাথটাই চলে যাচ্ছে গন্তব্যের পথে। শুধু একটু কষ্ট করে চড়ে বসতে হবে চলমান ফুটপাথে। রাস্তা দিয়ে কেউ কেউ হেঁটে যাচ্ছে, কেউ বা আবার ফ্লাইং ড্রোনের উপর সওয়ার হয়ে চলেছে।

"কোনও হকার নেই ফুটপাথে," বিস্মিত গলায় বললেন রবিনসন, "কী অদ্ভুত উন্নতি! কোনও ভিখারিকেও দেখতে পাচ্ছি না রাস্তায়! আমাদের সময় তো গাড়ির চেয়ে ভিখারির সংখ্যা বেশি ছিল। তা ছাড়া রাস্তায় শুধু লোক হেঁটে যাচ্ছে। গাড়ির পিঁক-পিঁক, প্যাঁক-প্যাঁক, ভোঁ-ভোঁ—সব গেল কোথায়! এত নিস্তব্ধতা কেন?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

উত্তরে মৃদু হাসলেন রবিন্‌স। বললেন, "মাথার উপরে দেখুন।"

মাথার উপরে তাকাতেই মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল ভদ্রলোকের। এ কী! গাড়িগুলো যে আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে! অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এয়ারজেট কার! কোনও ঘড়ঘড়-ভড়ভড় আওয়াজ নেই। আলোর গতিবেগে ছুটে চলেছে—অথচ নিঃশব্দে! মাথার উপর দিয়ে হুশ হুশ করে ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, বাস উড়ে যাচ্ছে। আজকাল এর কোনওটাই মাটিতে চলে না। মসৃণ রাস্তা শুধুমাত্র পথচারীদের জন্য। হাওয়ায় ভাসমান বুথে দাঁড়িয়ে ট্র্যাফিক রোবট পুলিশ যানজট সামলাতে ব্যস্ত। আকাশে এক হলোগ্রাম সুন্দরীর কৃত্রিম যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরে শোনা গেল পথ নির্দেশ, "ক্যাবস ডোন্ট ক্রস লেভেল টু, লেভেল ওয়ান ফর বাসেস, প্রাইভেট কারস—প্লিজ ফলো লেভেল থ্রি। থ্যাঙ্ক ইউ।"

নিজের শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের শহরটাকেই চিনতে পারছিলেন না ড. রবিনসন! এই তবে ২০৪৬-এর হাইটেক সিটি! কী অদ্ভুত! কী বিস্ময়কর! রাস্তার দু'ধারে সারি সারি আকাশচুম্বী কাচের অট্টালিকা! কিন্তু একপাশের অট্টালিকাগুলো ইট দিয়ে তৈরি নয়। বরং বড় বড় করে লেখা আছে 'ইকো হাউজ়'! বাইরে থেকে দেখলে কাচের বাড়ি বলেই মনে হয়। কিন্তু ভিতরে ঢুকতেই চমক! সম্ভবত এগুলো মানুষের বাসস্থান! কিন্তু এ কী জাতীয় বাসস্থান! ইট-চুন-সুরকির বলে মনেই হয় না! অ্যাপার্টমেন্টের ভিতরে ঢুকলে মনে হয়, বাড়িতে নয়, কোনও পাহাড়ের কোলে এসে পড়েছেন! গঙ্গোত্রীর মুখে কোনও তপোবনও বোধহয় এত সুন্দর হয় না! পাহাড়ের মাথা বেয়ে নেমে এসেছে ঘন হিমবাহ। হিমবাহ গলে পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনাও ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে নেমে আসছে! দু'দিক ঘিরে অরণ্যের সবুজ ছোঁওয়া পাইনবনের সঙ্গে গাঢ় সবুজ হতে হতে নেমে এসেছে পাহাড়ের পায়ের কাছে। সাদা, গোলাপি অর্কিডের থোকায় থোকায় সেজেছে অরণ্যানী। এমনকী, কত রকমের রঙিন পাখি উড়ছে আকাশে! লাল টুকটুকে ভেলভেটের মতো পাখি উড়ান দিয়েছে আকাশে। তাকে ঘিরে চক্রাকারে নেমে আসছে নীল পরির নীল ঢেউ! আকাশ এখন সূর্যের সোনালি রোদে ভরপুর! সোনালি রোদ ডানায় মেখে স্বাধীন আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে তারা!

"আকাশটা দেখে ভুলবেন না," মি. রবিনসন বললেন, "ওটা কৃত্রিম।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

বেসিক্যালি এখানে যা-যা দেখছেন, সবটাই তৈরি করা। ওই যে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গুহাগুলো দেখছেন না? ওগুলোই আসলে অ্যাপার্টমেন্ট!"

"বলেন কী," তিনি চোখ গোলগোল করে বলেন, "এখন মানুষ ফের গুহায় থাকতে শুরু করেছে!"

ড. রবিনসনের সারল্যে হাসি পেয়ে গেল মি. রবিন্‌সের। হাসি চেপে বললেন, "নামেই গুহা। আসলে অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির এক-একটি ফ্ল্যাট। এখন ফ্ল্যাট সিস্টেম এরকমই হয়েছে। বাইরে থেকে দেখতে অবিকল পাহাড়ের গুহার মতোই। ওই দেখুন, ওই গুহাটার পাশ দিয়ে আবার বটগাছের ঝুরিও নেমেছে! কিন্তু ভিতরে একটি আস্ত ঝাঁ-চকচকে ফ্ল্যাট। সবরকমের সুবিধাই পাবেন। তার উপর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এবং সাউন্ডপ্রুফও বটে। কোনও আওয়াজ নেই।"

দু'-চারটে ময়ূর ড. রবিনসনের সামনে পাখা মেলে নাচছে। তিনি চমৎকৃত! বাইরে একটা বিরাট চলমান শহরের হৃৎপিণ্ড ধকধকিয়ে চলছে। অথচ এখান থেকে বোঝারই উপায় নেই। এক ফোঁটা অপ্রাকৃতিক শব্দ নেই এখানে। শুধু নানারকম পাখির সুরেলা মিষ্টি স্বর, আর ঝরনার কুলকুল!

"পাখি, ময়ূরগুলো সব রোবট," ড. রবিনসনের হাত ধরে টান মারলেন মি. রবিন্‌স, "চলে আসুন, আরও অনেক কিছু দেখার আছে এখানে।"

শহরটাকে দেখতে দেখতে ক্রমাগতই চোখ ট্যারা হয়ে যাচ্ছিল ড. রবিনসনের। দেখতে দেখতে ভুলেই গিয়েছিলেন নিজের মিশনের কথা। এ কী অদ্ভুত নগরী! একটু ধোঁয়া, ধুলো নেই! রাস্তায় বুঝি মুখও দেখা যায়। কে তৈরি করল এমন স্বর্গ!

"এখানকার শাসক রবি-রেক্স তৈরি করেছেন এই গোটা শহরটা," তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন উত্তর দিয়ে দিলেন মি. রবিন্‌স, "ভদ্রলোকের মূর্তি এখানে সবাই পুজো করে। ওই দেখুন..."

বলতে বলতেই চোখে পড়ল সোনালি রঙের এক বিরাট মূর্তি! সবাই ফ্লাইং ড্রোনে চেপে চলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াচ্ছে সেই মূর্তির সামনে। পায়ে ফুল-মালা দিচ্ছে।

"এই টাকলু দেড়েল লোকটাই বুঝি বানিয়েছে এই শহরটা," এতক্ষণ বুঝি নিশ্বাস নিতেই ভুলে গিয়েছিলেন ড. রবিনসন, "বাঃ, কাবিল-এ-তারিফ।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

বলতে না-বলতেই কোথা থেকে যেন ধ্বনিত হল কড়কড়ে রোবোটিক আওয়াজ, "সাবধান, আপনি প্রভুর সম্পর্কে অপশব্দ বলছেন!"

"যাঃ শালা!" ড. রবিনসন চমকে উঠলেন! কে বলল কথাটা! আকাশ থেকে আওয়াজ এল নাকি! আর কিছু বোঝার আগেই তাঁর সামনে উদয় হল এক বালিকার থ্রি-ডাইমেনশনাল ছবি। সম্ভবত কোথাও একটা হলোগ্রাম ফিট করা আছে! বালিকা ফের কড়কড়িয়ে বলল, "আপনাকে সতর্ক করা হচ্ছে। আপনি অপশব্দ বলছেন।"

"কোন শুয়োরের বাচ্চা বলে যে আমি অপশব্দ বলছি..."

"আপনি অপশব্দের লিমিট ক্রস করেছেন," হলোগ্রাফিক বালিকা তড়বড়িয়ে বলে গেল, "আপনাকে এখনই পুলিশে দিতে হবে। রেক্সের হুকুম!"

সর্বনাশ!

"তবে রে হারামজাদি!" রবিনসনের ধৈর্য জবাব দিল। তিনি ভুলে গেলেন যে ওটা শুধুমাত্র হলোগ্রাফিক ইমেজ মাত্র। তিনি হাওয়ায় হাঁচোড় পাঁচোড় করে বালিকার গলা টিপে ধরার চেষ্টা করতে করতে বললেন, "পুলিশ ডাকবি! ডাক পুলিশকে! হুমকি দেওয়া হচ্ছে! আমিও স্লা দেখে নেব কোন শালার ব্যাটা শালা আমার কী করে!"

বালিকা চিৎকার করে উঠল, "আক্রমণ! ক্রাইম! পুলিশ...পু-লি-শ...!"

পরক্ষণেই কানের কাছে হুটারের শব্দ! মি. রবিন্‌স সভয়ে দেখলেন, আকাশ থেকে আচমকা ঝপ ঝপ করে নামতে শুরু করেছে পুলিশের গাড়ি। ড. রবিনসন তখনও সেই হলোগ্রাফিক ইমেজের সঙ্গে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করছিলেন! তিনি খামচা মেরে চেপে ধরলেন তাঁর বাহু। আর কোনও কিছু না ভেবে-চিন্তেই ধাঁ করে দৌড় লাগিয়েছেন! ড. রবিনসন দৌড়োতে-দৌড়োতেই বললেন, "কিন্তু আমরা দৌড়োচ্ছি কেন! কী করলাম!"

"আপনি মাটি করবেন দেখছি," মি. রবিন্‌স বয়সের তুলনায় পাঁই পাঁই করে দৌড়োচ্ছেন, "এখানে অপশব্দ বলা ক্রাইম।"

"এখানেও টবরো!"

"টবরো নয়," হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন তিনি, "এখানকার শাসক প্রত্যেক জায়গায় অমন হলোগ্রাফিক ইমেজ সেট করে দিয়েছেন। ওগুলো সব স্ল্যাং সেন্সর। মাদার কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত! আপনি একটি খারাপ শব্দ বললেই ধরা পড়ে যাবেন!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"কিন্তু কেন?"

"কেন, পরে জানবেন। আগে নিজের প্রাণ বাঁচান। রান... রান!"

দু'জনেই প্রায় প্রাণ হাতে করে দৌড়োচ্ছিলেন। বেশ খানিকটা দৌড়ে এবার পিছনে তাকিয়ে দেখলেন মি. রবিন্‌স। আপাতত পুলিশের গাড়ি তাঁদের পিছনে নেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সেখানেও হাইটেক সিটি পুলিশের গাড়ি বা কপ্টার নেই। তিনি থেমে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছেন, "আসলে শাসকের ধারণা যে এই শহরের মানুষ আড়ালে তাঁকে গালিগালাজ করে। যাতে সেটা করা সম্ভব না হয়, সেজন্যই এই ব্যবস্থা। শহরের প্রত্যেকটা গলিঘুঁজিতে, প্রত্যেকটা পদক্ষেপে লাগানো আছে এই স্ল্যাং সেন্সর।"

"এ আবার কী জাতীয় পাগলামি! কেউ খামোখা মহান শাসককে খিস্তি দেবে কেন?"

"পাগলামি নয়," মি. রবিন্‌স দম নিচ্ছেন, "ক্ষমতাশালী লোকেরা একটু প্যারানয়েড টাইপের হন। তাঁদের ধারণা, কেউ নিশ্চয়ই তাঁর পিছনে তাঁরই নিন্দেমন্দ করছে, কিংবা গালমন্দ করছে, অথবা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। হয়তো আদতেই করছে না! কিন্তু এই ধারণা তাঁদের কিছুতেই যাবে না! কোনওভাবেই তাঁদের বোঝাতে পারবেন না আপনি। রবি-রেক্সও তেমন একজন শাসক, যার ধারণা লোক তার পিছনে উলটোপালটা কিছু বলে থাকে। সেজন্যই এই বন্দোবস্ত! স্ল্যাং সেন্সর! অনেকটা আপনার টবরোরই অতি-উন্নত ভার্সন!"

"এ তো মহা মুশকিল দেখছি!" ড. রবিনসন বিরক্ত, "ওই দেড়েল বুড়ো...সরি সরি, রবি-রেক্সকে কেউ খামোখা গাল দেবেই বা কেন? এত সুন্দর শহর যে তৈরি করতে পারে, তাকে পুজো করাই উচিত। কিন্তু খামোখা খিস্তি দেবে কেন বলুন তো? ষড়যন্ত্রই বা করবে কেন? এর কোনও যুক্তি হয়!"

"এর কোনও যুক্তি হয়! এর কোনও যুক্তি হয়!"

নিজের বলা কথাগুলোই এবার বারবার ফিরে আসছে ড. রবিনসনের কাছে। তিনি এই মুহূর্তে ২০১৬ সালে মি. রবিন্‌সের ল্যাবে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছেন। মুখ তুলে তাকাতে ভয় হচ্ছে! যেন মুখ তুলে তাকালেই ছোট্ট ড্রাগনটার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে সেই বিধ্বংসী, সর্বনেশে ড্রাগনটার!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

ফিউচারোস্কোপকে নিজেই তৈরি করেছেন! অথচ এখন নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই ভয় লাগছে! বারবার শুধু বলছেন, "ওটা আমি...ওটা আমি..."

নিজের সত্তা থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না রবি-রেক্সকে! অথচ কী অন্যায় ভেবেছে লোকটা? ড. রবিনসনও তো বিজ্ঞানকেই ঈশ্বর মনে করেন। কখনও কখনও আত্মগর্বে নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনাও করে থাকেন! তিনিও তো মনে করেন যে একজন বিজ্ঞানীই হয়ে উঠতে পারেন মহাশক্তিধর! তিনিও তো মনে করেন, সমাজে ব্রথেলের, বস্তির দরকার নেই। তাঁরও তো মনে হয়, ভবিষ্যৎ পালটানো সম্ভব এবং সেই কাজটি একমাত্র তিনিই পারেন! রবি-রেক্স তবে কী অন্যায় করেছে!

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। চোখ-মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। অনেক যুক্তি সত্ত্বেও রবি-রেক্সকে কিছুতেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না! তবু তিনি জানতেন, মেনে নিতে হবে! কারণ রবি-রেক্স তাঁরই ভবিষ্যৎ! সে যা-ই করে থাকুক না কেন, এখনও শোধরানোর সময় আছে। দরকার পড়লে রবি-রেক্সকে শোধরাতে হবে। তবু খুন হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতেই হবে রবি-রেক্সকে! বাঁচাতে হবে আগামীর রবিনসনকে। বাঁচাতেই হবে নিজেকে! ভবিতব্যকে পালটে নিজেকে ঈশ্বরের সমপর্যায়ে নিয়ে যেতেই হবে। পারতেই হবে ড. রবিনসনকে! পারবেন তিনি।

ড. রবিনসনকে উঠে দাঁড়াতে দেখে কৌতূহলী দৃষ্টিপাত করলেন মি. রবিনস। ড. রবিনসন ধীরে ধীরে বললেন, "আমি নিজেকে বাঁচাতে প্রস্তুত। যে কোনও মূল্যেই বাঁচতে হবে আমাকে। চলুন।"

"নিশ্চয়ই," মি. রবিন্‌সও উঠে দাঁড়িয়েছেন, "কিন্তু নিয়ম যা বলেছিলাম, মনে আছে?"

"আছে," তাঁর চোখ-মুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শক্ত চোয়াল চুঁইয়ে বেরিয়ে এল কয়েকটা শব্দ, "যেহেতু রবি-রেক্স আমি নিজেই এবং তাকে ঘিরে সবসময়ই তার ক্লোনবাহিনী থাকে, সুতরাং আমার কাজ অনেক সহজ। কারণ ক্লোনগুলো আমারই। ওরা দেখতে আমার মতোই। শুধু ওদের একজনকে রিপ্লেস করে ওই দলে ঢুকে যেতে হবে আমায়। রবি-রেক্স টেরও পাবে না, অথচ আমি সবসময়ই নিজের কাছে থাকতে পারব। কোনওরকম ক্যামোফ্লেজও লাগবে না।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"গুড থিঙ্কিং," মি. রবিন্‌স মাথা ঝাঁকালেন। এগোতে গিয়েও তবু একবার থমকে গেলেন। ড. রবিনসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি শিয়োর যে সম্পূর্ণ রেডি? কোনও দ্বিধা নেই তো!"

ড. রবিনসন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শক্ত চোয়ালে মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ দ্বিধা নেই। তবু মি. রবিন্‌সের মনে হল ভিতরে ভিতরে তিনি হয়তো বলে চলেছেন, "কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র। তুই তোর জরার হাতে কঠিন বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে নামলে সমুদ্র সরে যাবে।

শীতল সরে যাবে

মৃত্যু সরে যাবে।

তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকব, অন্ধকার হব।

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।"

॥ ৭ ॥

সন ২০৪৬, হাইটেক সিটি

'The bunch of little bears happily sleeping
And the pool sleeps on a soft pillow
The swing sleeps too, and the night will be their
good blanket
Dream, my little one, soft dream flies
It flies to your eyes
Be silent, little baby
Our dreams were hushed away by the grim despotism
And only your hunger sung our song.'

একটা মিষ্টি সুর ভেসে আসছিল সুদূর থেকে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

এখন গভীর রাত। হাইটেক সিটি এখন ঘুমন্ত। এমনিতেই দিনের বেলাতেও শহরে শব্দদূষণ খুবই কম। জমজমাট রাস্তাঘাটেও তেমন কর্ণবিদারী শব্দ পাওয়া যায় না। আর এখন তো আরও নির্বিকার নীরবতা ছেয়ে আছে গোটা শহরে। শুধু মাঝেমধ্যে দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা-দুটো গাড়ি রাতের ছায়া গায়ে মেখে হুশহাশ উড়ে যাচ্ছে নিজের গন্তব্যস্থলের দিকে। আর কেউ নেই, কিছু নেই।

গানটা ঠিক এখানে শোনা যাচ্ছে না। হাইটেক সিটির যমক-চমকের বাইরে, অনেক দূরে এক গভীর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ভেসে আসছে অস্ফুট গান। এত অস্ফুট যে হাইটেক সিটির প্রান্তে মোতায়েন সীমান্ত রোবট প্রহরীরাও শুনতে পাবে না! শুনলেই মনে হয়, কেউ বড় সন্তর্পণে, অসম্ভব সাবধানে গান গাইছে।

হাইটেক সিটির প্রান্তে প্রথমেই প্রায় বিশ ফুট উচ্চতার এক জগদ্দল পাথরের দেওয়াল। তারপরেই মস্ত বড় কাঁটাতার। এগারোশো ভোল্টের বিদ্যুৎ সবসময়ই খেলা করছে তারের গায়ে। অনুপ্রবেশকারীদের আটকানোর জন্যই সম্প্রতি এই ব্যবস্থা! কাঁটাতারের এ প্রান্তে সদাজাগ্রত রোবট আর্মি সবসময়ই পাহারা দিচ্ছে। রবি-রেক্সের কথা ছাড়া তারা আর কারও কথা শোনে না। তবুও আজকাল অনুপ্রবেশকারীরা প্রায়ই ঢুকে পড়ছে সব বাধা টপকে। রবি-রেক্সের জন্মদিনে যা হল, তাতেই প্রমাণিত—ওরা অন্য কোনও রাস্তা খুঁজে পেয়ে গিয়েছে। অথবা মরিয়া হয়ে দেওয়াল আর কাঁটাতার টপকেই চলে এসেছে। তাই এই মুহূর্তে সীমান্তে প্রহরা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আরও বেশি।

গানটা কিন্তু সীমান্তবর্তী অঞ্চলের আরও দূর থেকে ভেসে আসছিল। হাইটেক সিটির ওপ্রান্তে কোনও ভূমিখণ্ড নেই। বরং একটা পচা খাল এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে নিজের খেয়ালে। এ খালে কোনও সময়ে হয়তো বুকভরতি জল ছিল। এখন প্রায় শুকনো। তার বুকে কিছুটা কর্দমাক্ত পাঁক আর স্মৃতিস্বরূপ একচিলতে জল ছাড়া আপাতত আর কিছু নেই। আর জীবজন্তু বলতে কিছু সাপ, ব্যাং, গিরগিটি, ইলিবিলি কেটে চলা তেচোখা মাছ, পোকামাকড় আর বিস্তর মশা-মাছির সঙ্গে কিছু গৃহহীন মানুষ! মানুষেরা অবশ্য সম্প্রতিই এখানকার বাসিন্দা হয়েছে। প্রথমে রোবটরা ওদের পেটের ভাতের দখল নিয়ে নেয়। কল-কারখানায় ওদের চাকরি খেয়ে নিয়েছে রোবট বাহিনী। ফলে হাইটেক সিটি যত উন্নত হয়েছে, ওরা হয়েছে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

দরিদ্রতর! এরপর সেই দরিদ্র হওয়ার অপরাধেই সরাসরি বিতাড়ন। হাইটেক সিটি থেকে বিতাড়িত হয়ে আর যাওয়ার জায়গা পায়নি। অন্য কোনও ভূখণ্ডে চলে যাওয়ারও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেখান থেকেও গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ওদের। ওদের নিজেদের কোনও ভূ-খণ্ড নেই। নেই নিজেদের কোনও পরিচয়। ওদের নাম-গোত্রহীন জীবনে শুধু একটাই শব্দ টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা 'অবাঞ্ছিত'। কোনও রাজ্য ওদের আশ্রয় দিতে চায় না। এই সংকীর্ণ খালটা কোনও রাজ্যের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। তাই বাধ্য হয়ে এখানেই কাঠের ভেলায় কোনওমতে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। রাতের অন্ধকার প্রেক্ষাপটে কর্দমাক্ত জল টপর-টপর শব্দ তোলে। কাঠের ভেলাগুলোকে কঙ্কালসার কতগুলো শরীর রাতের ছায়ায় মিশে একবার এদিকে, একবার ওদিকে টেনে নিয়ে বেড়ায়। কখনও কখনও ছোট ছোট তেলের কুপি মিটমিট করে জ্বলে ভেলার উপরে। তাতে কখনও স্পষ্ট হয় অবয়ব, কখনও আবছা হয়ে ছায়াময় হয়েই থেকে যায়।

ওরা নোংরা মানুষ। একসময় হাইটেক সিটির বস্তিতে, ব্রথেলে থাকত। কিন্তু একদিন শুনল যে ওরা আসলে বেআইনি বাসিন্দা! ওদের উপস্থিতি শহরকে নোংরা ও অসুস্থ করে তুলছে! বস্তি জ্বলল, বেশ্যালয় জ্বলল। বুলডোজার রোবট দৈত্যের মতো দেহটা নিয়ে পিষে ফেলল ওদের অনেককে! মা শিশু হারাল, শিশু মাকে হারাল। কেউ স্বামী, সন্তান—সব খোয়াল। কিছু নারী-পুরুষ প্রতিবাদ করেছিল। পালটা মার দেওয়ার একটা আপ্রাণ অথচ ক্ষীণ চেষ্টাও চালিয়েছিল। কিন্তু রোবট প্রতিবাদ বোঝে না! সে সমস্ত কিছু গুঁড়িয়ে দিতে জানে। রবি-রেক্স ক্ষমা করতে জানে না। তাই প্রাণটুকুই সম্বল করে পালিয়ে এসেছিল মানুষগুলো!

এখন খালের বুকে গিজগিজ করছে কালো মাথা! আর হাড়-চামড়াসার কতগুলো কালো কালো দেহ। তাদের মুখ দেখলে মনে হয় জীবনের একবিন্দুও অবশিষ্ট নেই। মৃত্যুর দরজায়ও তাদের জায়গা নেই। দুই জগতের মধ্যে ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলছে। না ওরা স্বর্গের। না নরকের!

আজ বাতাসীর মেয়েটা মরে গেল। মাত্র পাঁচ বছর বয়স! এখন ওর মরার কথা নয়! রবি-রেক্স যেখানে দাবি করেন যে হাইটেক সিটিতে শিশুমৃত্যুর হার ন্যূনতম, সেখানে হাইটেক সিটির বাইরে এক পাঁচ বছরের শিশু না

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

খেতে পেয়ে শুকিয়ে, শীতে জমে মরে গেল। পরশু পর্যন্ত বায়না করছিল, "ভাত খাব মা!"

মা এক খাবলা ঘাসপাতা সেদ্ধ তার মুখে গুঁজে দিতে দিতে বলেছিল, "আজ এই খা। কাল ভাত দেব।"

পরের দিন আর ভাত খাওয়া হয়নি তার। বরং দাস্ত আর বমি করতে করতে চোখ উলটে গিয়েছিল ছোট্ট মানুষটার। বিকারের সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে ডুবতে ডুবতে ক্ষীণ গলায় বলেছিল, "ভাত দে! ভাত দে!"

তারপর আর ভাত চাইল না সে। শুধু ভাতই নয়, জাগতিক সমস্ত বস্তুর দিক থেকে অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল বাতাসীর শিশুকন্যা। চুপ হয়ে গিয়েছিল একদম। মায়ের ডাকেও সাড়া দেয়নি। সেই অভিমানী নীরবতা মৃত্যুর আগেও ভাঙল না!

আয় রোদ্দুর, আয়।
দারুণ শীতে খুকু মোদের ঠান্ডা হয়ে যায়।
আয় রে শীত মাড়িয়ে—
ভয়ের জুজু ডাইনিবুড়ির চুল ধরে দে তাড়িয়ে
আয় লক্ষ্মী, আয় রে সোনা
রাত গেলে কি ভোর হবে না?

ভোর হয়নি ওদের জীবনে। বরং একটা ভোর অসময়ে ঢলে পড়েছিল নিঃসীম অন্ধকারের ভিতরে। কিন্তু আদমসুমারিতে সেই ছোট্ট মাথাটা কেউ গুনবে না! নথিপত্র অনুযায়ী ওর জন্ম কখনও হয়নি। অতএব মৃত্যুর প্রশ্নও ওঠে না! বাতাসীর সন্তানেরা এ রাজ্যের, এ জগতের, এ দেশের, এমনকী এই বিশ্বেরও কেউ নয়। ওরা বহিরাগত! হয়তো এ বিশ্বের কোনও জায়গা থেকেই আসেনি! তাই কোথাও জায়গা হয়নি ওদের।

সৌম্যদীপ শিশুটার মৃতদেহটা নিয়ে ভেলার উপর নিথর হয়ে বসেছিলেন। তাঁর চোখে জল নেই। কার জন্যই বা কাঁদবেন! শিশুটার মা-ও সকালে একপ্রস্থ বুকফাটা কান্না কেঁদেছিল। এখন কেমন যেন থম মেরে গিয়েছে। তার মনের ব্যথা হয়তো ঈশ্বরই জানলেন। আর আতিশয্য দেখায়নি সে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে খাবারের জোগাড় করতে গিয়েছে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

খাবার বলতে গেঁড়ি-গুগলি! পচা খালের পাশে গর্তে থাকা কিছু ধেড়ে ইঁদুর, সাপ, ব্যাং! তা-ও এতগুলো মানুষের রাক্ষুসে খিদের কাছে সেসবও অপ্রতুল! দু'দিনেই শেষ হয়ে যাবে হয়তো! তবু আশা বিষম দায়। লোকগুলো কিছু খাদ্যবস্তু মেলার আশায় যেখানেই গর্ত পাচ্ছে, হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে! ফলস্বরূপ কখনও সাপের কামড় খাচ্ছে! কখনও ধেড়ে ইঁদুর হাতে দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে। তবু হাল ছাড়ছে না! জগতে যেন আর কোথাও কিছু নেই। জীবন নেই, মৃত্যু নেই—দুঃখ নেই, আনন্দ নেই—ভোগ নেই, বিষাদ নেই—আছে শুধু সদাজাগ্রত এক খিদে! সেই খিদে যা এক আসুরিক শক্তিতে পাকস্থলিকে ক্রমাগতই দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছে! তার হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। নরক নয়—এই মুহূর্তে খিদের চেয়ে বড় শাস্তি আর নেই।

বাতাসীর মৃত শিশুটির দিকে তাকিয়ে অবিচল, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন সৌম্য। মৃত্যু কেমন দেখতে হয় তা নিজের জীবনে বহুবার দেখেছেন। তাঁর স্মৃতিতে মৃত্যুযন্ত্রণা এখনও ভাস্বর! বারবার চোখের সামনে মৃত্যু দেখতে দেখতে তিনি ক্লান্ত। আজ বাতাসীর বাচ্চাটা গিয়েছে, কাল হয়তো অন্য কেউ যাবে! মৃত মেয়েটার মাথায় হাত রেখে মাঝেমধ্যেই নরম সুরে 'লালাবাই' গেয়ে উঠছেন। যদি মেয়েটার আত্মাটুকু তাতেও শান্তি পায়—

'Be silent, little baby
Our dreams were hushed away by the grim despotism
And only your hunger sung our song.'

"বাবু!"

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে মুখ তুলে তাকালেন সৌম্য। এ দঙ্গলের অন্যতম প্রধান সদস্য রেশমী ডাকছে তাঁকে। রেশমী বেশ্যাবাড়ির মেয়ে। চোখেমুখে মঙ্গোলীয় ছাপ স্পষ্ট। হয়তো অসম বা মেঘালয়ের মেয়ে। কিছুদিন আগেই কোনও অজানা মানুষের ছিটিয়ে দেওয়া বীজ স্থান পেয়েছে তার গর্ভে। মোটা পেটটা নিয়ে নড়তে চড়তে কষ্ট হয়। তবু খাবারের খোঁজে সারাদিনই এদিক-ওদিক ঘোরে।

"বাতাসীর মেয়েটা মরে গেল..." অন্যমনস্ক স্বরে বলল রেশমী। তার কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য। তবু একটা অদ্ভুত আর্দ্রতা মিশে গেল কণ্ঠে, "আমরা সবাই এভাবেই মরব, তাই না? না খেতে পেয়ে, শুকিয়ে..."

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

একটু দূরেই খালপাড়ে একটু জমির খোঁজ পেয়ে কোনওমতে উনুন জ্বালিয়েছে বাসিন্দারা। জল ফুটছে টগবগ। তারই ধোঁয়া ঘুরে-ঘুরে উঠছে আকাশ বেয়ে! এক কণা চালও নেই যে ফুটন্ত জলে দেবে! আছে শুধু ঘাস-পাতা! অনেক কষ্টে আজ এটুকুই জোগাড় করতে পেরেছে ওরা! খালের আশেপাশের চিলতে জমি থেকে বটপাতা, ঘাস জোগাড় করেছে ওরা। ওই জলে তা-ই সেদ্ধ হবে। তারপর দু'মুঠো...

দূর থেকে ভেসে এল শিশুকণ্ঠে গোঙানি। হয়তো গরম জলের গন্ধ পেয়ে কোনও নির্জীব শিশু উঠে বসেছে। কাতর স্বরে বলল, "ভাত দিবি না মা?"

সৌমা চোখে হাত চাপা দিলেন। মৃত শিশুটার মুখ চেপে ধরে মনে মনে ভাবেন—

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর...
আমি কি তোর মা?
চোখের জলে ঘর ভেসে যায়
তাপ তো কমে না।
ক্ষুধার আগুন দাউ-দাউ-দাউ
কান্না ভেজা ঘরে;
মায়ের কোলে দুধের শিশু
দুধ ছাড়া আজ মরে।
বাইরে বাতাস আছড়ে পড়ে...
আমি কি তোর মা?
ঝাঁটা সইলাম, লাথি সইলাম
কী জন্য সোনা!'

॥ ৮ ॥

একবার সিংহাসনে উঠে বসতে পারলে
তখন দেওয়ালের লেখাগুলি অশ্লীল প্রলাপের মতো মনে হয়।
তখন অপরের পোস্টার ছেঁড়াই শ্রেণি-সংগ্রামের কাজ;

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

অথবা ডজনখানেক মন্ত্রী জড়ো করে রাস্তায় বক্তৃতা দেওয়া:
"সাবধান! যারা দেওয়ালকে কলঙ্কিত করছ! তোমাদের পিছনে
এবার গুন্ডা লেলিয়ে দেব।

তারা বত্রিশ সিংহাসনের আশ্চর্য মহিমায়
এখন থেকে বাংলা দেশের তামাম দেওয়ালগুলোকে
নতুন করে চুনকাম করে দেবে, যেন কোথাও কোনও
গুলি খাওয়া মানুষের রক্ত
ছিটেফোঁটাও দাগ না রাখে।"

খোলা কারাগারের সামনে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রবি-রেক্স। এই সেই কারাগার যেখানে কোনওদিন বন্দি ছিল সেই আশ্চর্য ছেলেটি! সেই ছেলে, যে ভয় পেত না! চারকোল দিয়ে পাখির ছবি আঁকতে-আঁকতে বলেছিল, "তুমি সঙ্গে যাবে না?"

রবি-রেক্সকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল সেই ছেলে! আজও সে ফিরে ফিরে আসে। স্বপ্নের মধ্যে ভয় দেখায়। ক্লান্ত করে তোলে। রবি-রেক্স ব্যথিত চোখে দেখতে থাকেন সেই দেওয়ালে আঁকা চারকোল পাখির ছবিকে। দেখতে দেখতেই ওরা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। ওরা যেন কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ায়।

"ছবিগুলো মুছে দেব স্যার?"

পাশ থেকে নম্র সুর ভেসে এল। তিনি মৃদু হাসলেন। টবরো! টবরো কখন অজান্তেই যেন তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই প্রাসাদের একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী তাঁর।

"না রে," তিনি আস্তে আস্তে বললেন, "থাক। কাল হয়তো আবার এখানে নতুন কেউ আসবে। আবার কিছু লিখে যাবে, এঁকে যাবে। কত মুছবি?"

টবরো নিশ্চুপে শুনল। কাল পশ্চিমদিকের বস্তি ভেঙে ফেলার কথা। কম্যান্ডার ইলেভেন এখন রোবট যোদ্ধাদের নিয়ে তারই প্রস্তুতিতে মগ্ন। পূর্বদিকের বস্তি আগেই ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমেরটা এখনও ভাঙতে পারেনি রোবটদল। বারবার তাদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আগের বস্তি ভেঙে দেওয়ার কাণ্ড দেখেও মাথামোটা লোকগুলো কিছুই

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

শেখেনি। শেখেনি যে প্রতিবাদ করলে মৃত্যু অনিবার্য। তার থেকে বরং আগেভাগেই পালিয়ে যাওয়া অনেক সহজ। তাতে অন্তত প্রাণটা বাঁচে। কিন্তু এত সহজে মাটি ছেড়ে দিতে শেখেনি ওরা। বরং গত তিনদিন ধরে বুল রোবটের সামনে মানব প্রাচীর তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে। বক্তব্য, 'বস্তি ভাঙতে হয় তো ভাঙো! কিন্তু আমাদের বুকের উপর দিয়ে, আমাদের পিষে দিয়ে দখল নাও।' রবি-রেক্স এতদিন ধরে কী করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন, সেটাই আশ্চর্যের!

"ওদের বন্দি করবেন স্যার?"

"না-ও করতে পারি," রবি-রেক্সের কপালে ভাঁজ, "যদি পালিয়ে যায়, বা বুল রোবটের নীচে চাপা পড়ে তবে অন্য কথা। আর যদি নিতান্তই বীরত্ব দেখিয়ে প্রতিবাদ করতে চায়, তখন দেখা যাবে।"

মনে মনে শিউরে উঠল টবরো। যত সহজে কথাগুলো বলে গেলেন স্যার, কাজটা তত সহজ নয়। ইঙ্গিত স্পষ্ট, আবার একটা ভয়ংকর রক্তারক্তি হতে চলেছে। হয় লোকগুলো বুল রোবটের হাতে মরবে, নয়তো কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে লেজার ট্র্যাপে ছিন্ন ভিন্ন হবে কিংবা জ্যান্ত গলে জল হয়ে যাবে।

"স্যার, ওদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না?"

"ভয়টাই তো দেখানো যাচ্ছে না টবরো," আস্তে আস্তে পিছন ফিরলেন রবি-রেক্স, "তোর কী মনে হয়? ওদের ভয় পাওয়া উচিত নয় কি?"

"উচিত স্যার।"

"কিন্তু ওরা ভয় পাচ্ছে না! প্রতিবাদ করছে!" দাঁতে দাঁত চেপে বললেন তিনি, "ওদের চোখের সামনে আমি অন্য বস্তি, ব্রথেল উৎখাত করেছি। মানুষগুলোকে পিষেছি, ছিঁড়েছি, গলিয়ে দিয়েছি। সর্বসমক্ষে সে সাজা দেওয়া হয়েছিল, ওরা দেখেনি? তারপরও প্রতিবাদ করছে! কেন?" একটু থামলেন রবি-রেক্স। ভ্রূকুটিকুটিল মুখে বললেন, "আমার কী মনে হয় জানিস?"

"কী স্যার?"

"ওদের কেউ বুদ্ধি দিচ্ছে। কেউ সাহস জোগাচ্ছে!" আপনমনেই বিড়বিড় করছেন তিনি, "না, এটা আমার ভুল নয়। আমি বুঝতে পারছি, কেউ আমার বিরুদ্ধে গিয়ে ওদের ব্রেনওয়াশ করছে। আমারই কোনও বন্ধু..."

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"আপনি সৌম্য স্যারকে সন্দেহ করছেন?"

"সন্দেহ করছি না," রবি-রেক্স দৃঢ় স্বরে বললেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সৌম্যই করছে এসব। সেদিন লেজার বুলেটটাও ও-ই ছুড়েছিল। একটুর জন্য ফসকে গিয়েছে।"

টবরোর কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাস, "তা কী করে হবে স্যার! ক্লোন দেহরক্ষীরা ওঁকে আটকাল না!"

"ক্লোনেরা ওকে আটকাবে না টবরো," রবি-রেক্স ক্লান্ত স্বরে বললেন, "ভুলে যাস না, ওরা আমারই ক্লোন। আমার ডিএনএ, জিন থেকে ওদের উৎপত্তি। আমি যাকে বিশ্বাস করি, ভালবাসি, ওরাও তাকেই বিশ্বাস করে। ভালবাসে। তাই সৌম্যকে দেখতে পেয়েও ওরা আটকায়নি।"

"কিন্তু সৌম্য স্যার আপনাকে মারতে চাইবেন কেন? উনি আপনার বন্ধু..."

টবরো কথাটা শেষ করার আগেই পিছন থেকে আওয়াজ এল, "রবি ঠিকই ধরেছে টবরো। আমিই মারতে চাই ওকে।"

ঘটনার আকস্মিকতায় দু'জনেই বিহ্বল। রবি-রেক্স বিদ্যুৎবেগে পিছন ফিরে দেখলেন সৌম্য কখন যেন ওঁদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতে লেজার বুলেটের পিস্তল!

"সৌম্য! এ কী!"

"তুই ঠিকই ধরেছিলি রবি," সৌম্য তাঁর দিকে বন্দুক তাক করে রেখেছেন, "আমি তোর বন্ধু ছিলাম। এখনও আছি। তা-ই তোর মরা খুব জরুরি।"

রবি-রেক্স অবাক চোখে তাকিয়েছিলেন। এই তাঁর বন্ধু সৌম্যদীপ! গত কয়েক দশক ধরে তাঁর বন্ধু। চরম দুঃসময়ে, কঠিনতম মুহূর্তগুলোতেও যে সবসময়ই পাশে এসে দাঁড়াত, সেই সৌম্যদীপ! সৌম্যর এতদিন বেঁচে থাকার কথাই নয়। ফিউচারোস্কোপ বলেছিল, একবছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হবে। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করেছেন তিনি। ফিউচারোস্কোপের ভবিষ্যৎকে পালটে দিয়েছেন। সৌম্য আজও তাঁর সঙ্গে আছে! অথচ সেই সৌম্যই তাঁকে মারতে চান!

"তুই আর পুরনো রবি নেই। ক্রমাগত ক্ষমতা, শাসন তোকে পালটে দিয়েছে। তুই খুনি।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

রবি রেক্স শান্ত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। সৌম্য যেন একটু অধৈর্য। তাঁর হাতের রিভলভার একটু একটু কাঁপছে। তিনি শুধু শান্তস্বরে বললেন, "আমি খুনি? তবে আজ ত্রিশ বছর ধরে তোকে বাঁচিয়ে রেখেছে কে?"

"আমি বেঁচে আছি? আমি!" সৌম্য শ্বাস টানছেন, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। তবু বললেন, "আসল আমি তো ২০১৭ সালেই ব্রেন ক্যান্সারে মরে গিয়েছিলাম রবি! কিন্তু তুই আমাকে রেহাই দিসনি। একের পর এক আমার ক্লোন তৈরি করে গিয়েছিস। এই নিয়ে এটা আমার ছ'নম্বর ক্লোন! বারবার আমি মরেছি। তুই ফের আবার একটা ক্লোন তৈরি করেছিস! আবার সেই এক যন্ত্রণা- আবার মৃত্যু- আবার ক্লোন! এ কী পুতুলখেলা! একটা মানুষ জীবনে একবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। আমি তোর জন্য ছ'বার সেই যন্ত্রণা ভোগ করেছি! আর কত রবি! আর কত যন্ত্রণা দিবি আমাকে...!"

বলতে বলতেই আচমকা টলে পড়ে গেলেন সৌম্যদীপ। টবরো আর রবি-রেক্স তাঁকে দু'দিক দিয়ে ধরে ফেলেছেন। সৌম্যর হাত থেকে পড়ে গিয়েছে লেজার বুলেট রিভলভার। রবি-রেক্স সভয়ে দেখলেন সৌম্যর নাক বেয়ে রক্তের ধারা নেমে আসছে! আবার! আ-বা-র! এত চেষ্টা করেও ক্যানসারের আক্রমণকে ঠেকানো গেল না! যতবার সৌম্যর ক্লোনিং করা হচ্ছে, ক্যানসারের বীজও ততবার ফিরে ফিরে আসছে। কিছুতেই সেই বীজটাকে সমূলে উৎপাটিত করা যাচ্ছে না।

"তুই-ই তো বলেছিলি, তোর ভবিষ্যৎ পালটে দেখাতে," সৌম্যকে সযত্নে দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরে সোফার উপর শুইয়ে দিয়েছেন রবি-রেক্স, "বলেছিলি না, পারব কি না? আমি পেরেছি। আমি তোর ভবিষ্যৎ পালটে দিয়েছি..."

"কিচ্ছু পালটাসনি," চোখ কষ্টে বুজে আসছে তবু কোনওমতে বললেন তিনি, "তুই নিজে বুঝতে পারছিস না? এ হওয়ার নয়! মৃত্যু আমাকে ছাড়বে না! ওটাই আমার ভবিতব্য। তুই কিছুতেই সেটা পালটাতে পারবি না! বারবার চেষ্টা করছিস, আর হেরে যাচ্ছিস।"

রবি-রেক্সের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। এত সহজে হেরে যাওয়ার পাত্র তিনি নন। এত সহজে হার মানবেন? কোনও না কোনও উপায় নিশ্চয়ই আছে সৌম্যর ডিএনএ থেকে ক্যানসারকে বের করার! ঠিক সেই উপায়টাই তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে! শুধু এইটুকুই অপেক্ষা...

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"আমায় ছেড়ে দে রবি। অথবা মেরে ফেল," সৌম্য কান্নাজড়ানো গলায় বললেন, "কথা দে, আমি মারা গেলে তুই আমার কোনও ক্লোন বানাবি না।"

রবি-রেক্স চুপ করে থাকেন। মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিতে তিনি অক্ষম নন। কিন্তু সৌম্যকে মিথ্যে বলতে প্রাণ চায় না। তিনি তাঁর কপালে হাত রেখে বললেন, "ওসব তোকে চিন্তা করতে হবে না।"

"চিন্তা আমাকে করতেই হয়," সৌম্য আস্তে আস্তে বললেন, "আজ বাতাসীর বাচ্চাটা মরে গেল। মরে গেল বললে ভুল হয়! খুন হয়ে গেল! আর তুই ওকে খুন করেছিস। কেন করছিস রবি? কী প্রয়োজন ছিল এসবের! আমি যে রোজ একটু-একটু করে মরি! ওদের মৃত্যু, ওদের ক্ষুধা রোজ আমায় লক্ষ লক্ষ মরণে মারে! ওরা মরতে ভয় পায় না! কিন্তু আমি আজও ভয় পাই।"

রবি-রেক্সের কণ্ঠে এবার কাঠিন্য, "তুই আবার গিয়েছিলি ওদের কাছে!"

সৌম্য চুপ করে থাকেন। তাঁর মুখভঙ্গিতেই স্পষ্ট, তিনি উত্তর দেবেন না! রবি-রেক্স দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। সৌম্য চিরকালই এমন। বড় ভাবাতুর, বড় আবেগপ্রবণ। তার বিদ্রোহ চাপা, অথচ শক্তিশালী। তিনি সজোরে চিৎকার করে ওঠেন, "গার্ডস! গা-র্ড-স!"

মুহূর্তের মধ্যেই প্রহরারত ক্লোনেরা ছুটে এল। তিনি সৌম্যকে ওদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "ওকে হসপিটালাইজ করো ইমিডিয়েটলি। আর দিন-রাত পাহারা দেওয়ার জন্য রোবটদের বলো। ও যেন বিছানা ছেড়ে কোথাও যেতে না পারে।"

কম্যান্ডার ইলেভেন একটু বিহ্বলের মতো দৃশ্যটা দেখে নিয়ে মাথা নাড়ে, "ওকে রেক্স!"

সৌম্য কোনওমতে একটু হাসার চেষ্টা করেন, "তবে শেষমেশ আমাকে বন্দিই করলি রবি? এরপর তোর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিবি না তো!"

রবি-রেক্স অদ্ভুত নরম দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর দিকে, "তুই সুস্থ হয়ে উঠলে আমরা পিকনিক করব। মনে পড়ে, সেই কুলের আচারের পিকনিক?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

সৌম্যর মুখ স্মৃতিমেদুর হয়ে ওঠে। সেই কত যুগ আগেকার কথা! সেই নরম ঘাসের গালিচায় দৌড়। সেই শীতল শিশিরে গা মেজে দুই বালকের ধারাস্নান। কত বছর হল? বছর? না আলোকবর্ষ! সেই কুলের আচার, জলপাইয়ের সুঘ্রাণ...

কান্নাভেজা চোখে হাসলেন তিনি, "এবার যখন আমি মারা যাব, তখন আমাকে অন্তত একবার টাচ করবি রবি? যেমন করেছিলি প্রথমবার! তখন তুই সবসময়ই গ্লাভস পরতিস না! আমার এখনও মনে আছে... শেষমুহূর্তে তুই আমার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিলি... যখন আমি অন্তিম নিশ্বাস ফেলছিলাম... আমার রক্ত ঠান্ডা হয়ে আসছিল... তখনও তোর গরম হাত আমার মাথায় পরম যত্নে উষ্ণতা দিয়েছিল," সৌম্য একটু থামলেন। একটু দম নিয়ে ফের বললেন, "তারপর থেকে একবারও তুই আমায় স্পর্শ করিসনি রবি! প্রত্যেকবার শেষমুহূর্তে আমি তোর একটু স্পর্শের জন্য হাঁকপাক করেছি। তবু তুই তোর গ্লাভস খুলিসনি। এবার খুলবি তো? একবার আমার মাথায় তোর গ্লাভস ছাড়া উষ্ণ হাতটা রাখবি প্লিজ?"

রবি-রেক্স তাঁর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছেন, "তোকে আমি মরতে দেব না! আমি এখনও রিঙে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছি। নক আউট হইনি। হ্যাঁ, বারবার পড়েছি। কিন্তু ফের উঠে দাঁড়িয়েছি। এবারও উঠে দাঁড়াব।"

"তবু তুই স্বীকার করবি না যে তুই হেরে গিয়েছিস?"

"করব না!" এবার রবি-রেক্স উত্তেজিত, "যতবার তুই মরবি, ততবার বাঁচাব। ঈশ্বর বলে যদি কেউ থেকেও থাকে, তবে সেও তোকে কেড়ে নিতে পারবে না আমার কাছ থেকে। যত দিন আমি বেঁচে আছি, তত দিন তোকেও থাকতে হবে সৌম্য!"

"এইজন্যই তোর মরা দরকার ছিল," সৌম্য জড়িয়ে জড়িয়ে উত্তর দেন, "আমি তোকে একদিন ঠিক মেরে ফেলব রবি। দেখিস, আমি তোকে ঠিক..."

"তুই আমায় মারতে পারবি না সৌম্য। কারণ তোর ভবিষ্যতে মরাই আছে। মারা নেই। আমি কাঁচা কাজ করি না। আগেই দেখে নিয়েছি।"

তিনি কষ্ট করে হাসলেন, "ভবিষ্যৎ তো পালটাতেও পারে।"

"ভবিষ্যৎ পালটাতে একমাত্র আমিই পারি। তুই পারিস না," গভীর অহংকারে বলে উঠলেন রবি-রেক্স। সৌম্য কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

আগেই ক্লোনদের দিকে ইশারা করলেন তিনি, "ওকে হসপিটালে নিয়ে যাও।"

ক্লোনরা সৌম্যকে নিয়ে চলে গেল। সৌম্য যাওয়ার আগে বারবার বলে গেলেন, "তোকে আমি খুন করব রবি... তোকে আমি মেরে ফেলব... তোরও জানা উচিত মরণযন্ত্রণা কাকে বলে... ছ'-ছ'বার সেই যন্ত্রণার স্মৃতি নিয়ে ভয়ে মরছি আমি... তোকে খুন করব..."

তাঁর গমনপথের দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন রবি-রেক্স। টবরোও তাঁর পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেরই মুখে কোনও কথা নেই।

সুদূরে পশ্চিমের বস্তির আলোগুলো এখনও মিটমিট করে জ্বলছে। বুলডোজার রোবট ওরফে বুল-রোবট এখনও তার কাজ শুরু করেনি। বড় বড় দানবের মতো স্থির হয়ে আছে বস্তি ঝুপড়ি ঘেঁষে। মাদার কম্পিউটারের সেট করা টাইম অনুযায়ী আগামীকাল এগারোটায় শুরু করবে তার তাণ্ডব। কম্যান্ডার ইলেভেনের মুখে শুনেছেন, মানুষগুলো বুল রোবটের সামনে মানবপ্রাচীর তৈরি করে রেখেছে। কাল এই মানবপ্রাচীর লাশের স্তূপ হয়ে যাবে। রবি-রেক্স জানেন, এই প্রতিরোধ সাময়িক। কিন্তু তবু কেন একটা অদ্ভুত দ্বিধা মনের মধ্যে কাজ করছে। একটা ভার যেন ক্রমাগতই বুকের উপর চেপে বসছে। এই ভারকে কোথাও সরিয়ে রাখার উপায় নেই। শুধু লোহার মতো কষ্টকর চাপ নিয়ে বুকের অতলে ওজন বাড়িয়েই চলেছে।

"জানিস টবরো," খানিকটা আপনমনেই বলতে শুরু করেছেন তিনি, "ত্রিশ বছর আগে যখন আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নিজের কথা বলতাম, তখন এই লোকগুলোই আমায় পাগল বলত! এই লোকগুলোই আমার নাম দিয়েছিল পাগলা বৈজ্ঞানিক! শুধু একটা ঠিকঠাক ল্যাবরেটরি দরকার ছিল। কেউ দেয়নি। আমার স্ত্রী অপুষ্ট ছিল। গর্ভবতী অবস্থাতেও তাকে ঠিকমতো খেতে দিতে পারিনি। অ্যানিমিক টেন্ডেন্সি ছিল..."

"জানি স্যার!"

"শ্যারনের যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন রক্তাল্পতায় ভুগতে ভুগতে মারা গেল ওর মা!" রবি-রেক্সের গলা একটু কাঁপল, "আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম। তবু ঠিকমতো খেতে দিতে পারিনি ওকে। ঠিকমতো চিকিৎসা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

করতেও পারিনি। অনেকের পায়ে পড়েছি। আত্মীয়, বন্ধু, স্বজন যাদের বলে! ভিক্ষের বাটি নিয়ে তাদের সবার সামনে দাঁড়িয়েছি। কেউ সাহায্য করেনি। আমার চোখের সামনে আমার স্ত্রী একটু-একটু করে ক্ষীণ হতে-হতে শেষ হয়ে গেল! আমি শুধু দেখলাম! শুধু দেখলাম..."

"স্যার!"

"প্রচণ্ড দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে লড়তে একটা কথা বুঝেছিলাম," রবি-রেক্স শ্বাস টানলেন, "ক্ষমতাই শেষ কথা! ক্ষমতা যার হাতে, শেষ কথা সে-ই বলে! আজকে বস্তির যে লোকগুলোর দুঃখে সবাই মরছে, সেই বস্তির লোকগুলোর থেকে আমি অনেক বেশি প্রতিভাবান ছিলাম। সোসাইটিতে ওদের থেকে আমার গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল! তবু সোসাইটি আমাকে সেই বস্তির লোকগুলোর সঙ্গেই তুলনা করেছিল! আমি বেটার ডিজার্ভ করতাম। এই লোকগুলোর কোনও প্রয়োজন ছিল না! দিব্যি ভিক্ষে চেয়ে অথবা শরীর বেচে পেটের ভাত জোগাড় করত! কিন্তু আমার স্ত্রী বেঁচে থাকা ডিজার্ভ করত। ওদের ঘরেও যে পয়সা ছিল, আমার ঘরে ছিল না! কারণ আমি ওদের মতো নোংরা হতে পারিনি, সস্তা হতে পারিনি। অথচ সমাজ আমাকে ওদের শ্রেণিতেই ফেলত! কারণ আমি গরিব ছিলাম! লোকে পিছনে কপর্দকহীন ভিখারি বলত," বলতে বলতেই তাঁর মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে, "এখনও যখন সাধারণ লোকগুলোর দিকে তাকাই, মনে হয় ওরা মনে মনে বলছে, 'এ শালাও তো বস্তি থেকেই উঠে এসেছে!' "

"স্যার, আপনি অপশব্দ বলছেন।"

"সরি।" বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বললেন রবি-রেক্স, "আমি জানি, শুধুমাত্র ক্ষমতার জন্যই সোসাইটি আমাকে শ্রদ্ধা করে। এই ক্ষমতা চলে যেতে দিতে পারি না আমি টবরো! নয়তো এমনিতে আমাকেও ওরা বস্তি থেকে উঠে আসা একটা লোক বলেই মনে করে! একই স্টেটাসে ফেলে আমাকে। আমার ক্লাস আজও বস্তির লোকগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ! বস্তির দিকে তাকালে, ওই নোংরা শুয়োরের মতো লোকগুলোকে দেখলেই তাই আমার হাত নিশপিশ করে..." তাঁর কণ্ঠস্বরে ঘৃণা, "কতগুলো অপ্রয়োজনীয় জীব এক খাবলা মাটির উপরে বসে মহানন্দে এর কাছে হাত পেতে, ওর কাছে চামড়া বেচে এত সহজেই দিনাতিপাত করবে! না, হতে দেব না!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

টবরো চুপ করে থাকে। কী উত্তর দেবে এর! এর কোনও উত্তর হতে পারে না!

"ঠিক আছে, তুই যা!" কথাটা বলেই এর সঙ্গে যোগ করলেন কয়েকটা শব্দ, "কম্যান্ডার ইলেভেনকে একটু পাঠিয়ে দিস তো। দরকার আছে।"

॥ ৯ ॥

কম্যান্ডার ইলেভেন তার সঙ্গী-সাথিদের সঙ্গে কালকের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে চলেছিল।

যুদ্ধ তো বটেই! প্রায় শ'পাঁচেক মানুষ জমি থেকে নড়বে না বলে জেদ ধরে মাটি কামড়ে আছে। অন্তত বেঁচে থাকতে একচুল জমিও ছাড়বে না। কম্যান্ডার ইলেভেন ওদের অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওরা শুনবে না। বুল রোবটের সামনে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর ওদের ঘিরে রেখেছে কয়েক হাজার রোবট কম্যান্ডো। মাদার কম্পিউটারের প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাল সকাল এগারোটার আগে কেউ নড়াচড়া করবে না। কিন্তু তারপরই ধ্বংস, ধ্বংস এবং ধ্বংস! কত দেখল! রোবটের সামনে বিপ্লব টেকে না! বাহুবল যেখানে অপরিসীম সেখানে আদর্শ সম্বল করে লড়ে যাওয়ার কোনও অর্থই নেই।

"কম্যান্ডার ইলেভেন?"

শশব্যস্ত হয়ে কনফারেন্স রুমের দিকেই যাচ্ছিল কম্যান্ডার ইলেভেন। আচমকা একটা ডাক শুনে পিছন ফিরে তাকাল। তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে রবি-রেক্সেরই আর-একটি ক্লোন! পঞ্চাশজন ক্লোনবাহিনীর আর-একটি সদস্য। কিন্তু ও এখন এখানে কী করছে! ওর তো কনফারেন্স রুমে থাকার কথা!

অবাক হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু তার আগেই লোকটি আচমকা তড়িৎগতিতে তার মাথায় কী যেন বসিয়ে দিল। কিছু বোঝার আগেই চোখে অন্ধকার দেখল কম্যান্ডার ইলেভেন। টুঁ শব্দটিও করার সুযোগ পেল না। তার আগেই ধড়াস করে পড়ে গেল মাটিতে।

"আমার হল শুরু, তোমার হল সারা!" অস্ফুটে বলল ক্লোনটি, "ও

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

আমাকে ক্লোন ভেবেছে! আরে ব্যাটা, আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসলি চিজ! তোর মতো কপি ক্যাট নই। আমার লেজার রাইফেল টাইফেল লাগে না! একটা ফুলদানিই যথেষ্ট।"

ক্লোনটির পাশ থেকে ভেসে এল আর-একটি কণ্ঠস্বর, "বাতেল্লাটা আর-একটু পরে মারলে হয় না ড. রবিনসন? এই মুহূর্তে আপনাকে ওর জায়গা নিতে হবে। এবং ওকে ক্লোনরুমে রেখে আসতে হবে।"

"ওঃ! মি. রবিন্‌স!" ড. রবিনসন সহাস্যে বলে ওঠেন, "আপনার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। আসলে আপনাকে দেখা যাচ্ছে না কিনা!"

বলাই বাহুল্য, ড. রবিনসন নিজেকে বাঁচাতে ফের পাড়ি দিয়েছেন ২০৪৬ সালে। তবে এবার তাঁর সঙ্গে মি. রবিন্‌স সশরীরে আসেননি। তিনি সবসময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে ক্লোনের দলে মিশে যেতে অসুবিধে হতে পারে। অথচ পাশে না থাকলেও বিপদ। তাই সশরীরে না এসে নিজের কুনশাস্‌নেস্‌কে পাঠিয়ে দিয়েছেন। একটা আবছা ছায়ামূর্তির মতো তাঁর স্বচ্ছ ছায়াদেহ রবিনসনের পাশে পাশেই থাকছে। কিন্তু তাঁকে কেউ দেখতে পাবে না। তাঁর কথা একমাত্র রবিনসনই শুনতে পাবেন। আর কেউ তাঁর অস্তিত্ব টেরও পাবে না। আর যেহেতু ড. রবিনসনকে অবিকল ক্লোনবাহিনীর মতোই দেখতে, তাই তাঁকে বিন্দুমাত্রও বাধার মুখে পড়তে হয়নি। তিনি নির্বিঘ্নেই রবি-রেক্সের অট্টালিকায় ঢুকে পড়েছেন।

"কেউ কিছু দেখে ফেলার আগেই রোল চেঞ্জ করে ফেলুন। কম্যান্ডার ইলেভেন পালটে গিয়েছে জানতে পারলে রবি-রেক্স কিন্তু ছাড়বেন না!"

"ওকে।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ড. রবিনসন কম্যান্ডার ইলেভেনের ধড়াচুড়ো পরে ফেলেছেন। এখন তাঁর আর কম্যান্ডার ইলেভেনের চেহারার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। ওর ছোটখাটো গ্যাজেটগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। গ্যাজেটগুলোর ব্যবহার জানতে হবে। নয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবেন। রবি-রেক্স যদি দেখেন কম্যান্ডার ইলেভেন নিজের অস্ত্রগুলোর ব্যবহার নিজেই জানেন না, তবেই সর্বনাশ!

কম্যান্ডার ইলেভেনের কোমরে একটা টর্চ মতো কিছু ছিল। সেটা জ্বালতেই আলো একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে! ড. রবিনসন ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "এ আবার কী!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"টেলিপোর্টার লাইট," মি. রবিন্‌সের স্বর ভেসে এল, "টর্চটার গায়ে প্রত্যেকটা সুইচে এক-একটা জায়গার নাম লেখা আছে। যখন যেখানে যাওয়ার দরকার, কয়েক সেকেন্ডে পৌঁছে যেতে পারবেন। আপাতত আপনি কনফারেন্স রুমের গেটটা খুলেছেন। ওই আলোর সুড়ঙ্গটা ডিঙিয়ে গেলেই ওপ্রান্তে কনফারেন্স রুম।"

"আচ্ছা!" বলতে বলতেই কোমরের বেল্ট থেকে কী যেন একটা বের করে এনেছেন। মাত্র চার ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একটি রিভলভার!

"এটা কী! কম্যান্ডারের পকেটে শেষে ল্যাবেঞ্চুস! মশা মারার রিভলভার নাকি! এইটুকু রিভলভার! এটা দিয়ে কী হবে..." বলতে বলতেই ট্রিগার টিপে দিয়েছেন তিনি। কিছু বোঝার আগেই প্রচণ্ড আওয়াজ! রিভলভারের মুখ থেকে লেলিহান আগুনের শিখা প্রচণ্ড গর্জনে বেরিয়ে এল! যেন একসঙ্গে দশটা ড্রাগন আগুন উগরে দিল! সঙ্গে বজ্রের মতো নীলাভ শিখা কড়কড় করে উঠেছে! তার ধাক্কায় স্বয়ং ড. রবিনসনও উলটে পড়েছেন!

"সর্বনাশ! থান্ডার গান!" মি. রবিন্‌স ফিসফিসিয়ে বললেন, "এর মুখ থেকে বুলেট বেরোয় না! যা বেরোয় তা একসঙ্গে কয়েকশো মানুষকে বজ্রাঘাতের এফেক্টে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডে পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে একসা করে দেয়! শুধু কঙ্কালটা ছাড়া আর কিছু বাকি থাকবে না!"

"বাপ রে! ভেবেছিলুম ল্যাবেঞ্চুস! এ তো দেখছি তোপ!" বন্দুকটা সামলে রেখে বললেন ড. রবিনসন, "এখন তবে কোথায় যাব?"

"ক্লোনরুম," মি. রবিন্‌সের সপ্রতিভ উত্তর, "আগে আসল কম্যান্ডার ইলেভেনের কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।"

"ওকে মি. রবিন্‌স!"

ক্লোনরুমে তখন বিজ্ঞানীরা সৌম্যদীপের সাত নম্বর ক্লোনটিকে তৈরি করছিল। রবি-রেক্স লক্ষণ দেখেই বুঝতে পেরেছেন, সৌম্য ছয় আর বেশিদিন বাঁচবে না। তাই সৌম্য-সাতকে তৈরি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। মনে মনে বুঝতে পারছেন যে সৌম্যকে এবারও বাঁচানো যাবে না। তবু হাল ছাড়বেন না। ড. রবিনসন দেখলেন বিরাট ল্যাবরেটরিটা প্রায় একটা আস্ত ক্রিকেট গ্রাউন্ডের সমান। তাতে সারে সারে বিশাল বিশাল টিউব! টিউবের মধ্যে নীলাভ কেমিক্যালে ডুবে আছে এক-একটা ঘুমন্ত ক্লোন! একদিকে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

সার-সার সৌম্যর ক্লোন! অন্যদিকে তাঁর নিজের। গোটা ঘরটার তাপমাত্রা কত কে জানে! কিন্তু ঠান্ডা ধোঁয়ায় ঘর ভরে আছে।

"সৌম্য সাত—হার্টবিট?"

"ওকে স্যার।"

"পালস রেট?"

"ওকে স্যার।"

"সেডেটিভ ফিডিং।"

"অ্যাফার্মেটিভ।"

তার মধ্যেই গিয়ে দাঁড়ালেন ড. রবিনসন। কাঁধে অচেতন কম্যান্ডার ইলেভেন। তাঁকে দেখেই বিজ্ঞানীরা তটস্থ হয়ে দাঁড়ালেন।

"কী ব্যাপার কম্যান্ডার?"

তিনি ধপ করে কাঁধ থেকে কম্যান্ডার ইলেভেনকে নামিয়ে বেডের উপরে রাখলেন। একটু কড়া সুরে বললেন, "এই ক্লোনটি ল্যাব থেকে বাইরে বেরোল কী করে? আমি একে জাস্ট এক মিনিট আগেই ধরেছি। ল্যাব থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল।"

বিজ্ঞানীদের মুখ দেখে মনে হল তাঁরা সব মহাকাশ থেকে নয়, ব্ল্যাকহোল থেকে পড়লেন! ওঁদের প্রধান এবার এগিয়ে এসেছেন, "কী বলছেন স্যার? ল্যাব থেকে পালাবে কী করে? এখানে সব ক্লোনকেই সেডেটিভ ফিডিং দেওয়া হচ্ছে! তা ছাড়া কোনও ক্লোন তো মিসিংও নয়..."

সর্বনাশ! এবার কী হবে! ড. রবিনসন প্রমাদ গোনেন। এবার ধরা পড়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা! তিনি কিছু বলার আগেই পাশ থেকে মি. রবিন্‌সের ফিসফিসানি শুনতে পেলেন, "কড়া সুরে কথা বলুন। হুকুম করুন। চোখ রাঙান। যেখানে যুক্তি খাটে না, সেখানে ক্ষমতা খাটে।"

অন্যমনস্ক ভাবেই মাথা ঝাঁকালেন তিনি। কড়া সুরে বললেন, "মিসিং নয় মানে? আমি কি মিথ্যে কথা বলছি?"

"নো নো স্যার," বিজ্ঞানীদের প্রধান এগিয়ে এলেন। সবাই জানে কম্যান্ডার ইলেভেন রবি-রেক্সের কাছের মানুষ। তাই তাঁকে না ঘাঁটানোই ভাল, "হয়তো কোনও মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে থাকবে। আমরা এক্ষুনি এর বন্দোবস্ত করছি।"

"করুন। অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"ওকে।"

বিজ্ঞানীরা কম্যান্ডার ইলেভেনের অচেতন দেহটি নিয়ে চলে গেলেন। তাকে ফের পুরে দেওয়া হল নীলাভ তরল ভরতি একটি টিউবে। শুরু হল সেডেটিভ ফিডিং। ড. রবিনসন নিশ্চিন্ত হলেন। এখন অন্তত কম্যান্ডার ইলেভেন এসে নিজের পদটি দাবি করবেন না! অনির্দিষ্টের জন্য তিনি ঘুমের দেশে গেলেন।

"কম্যান্ডার ইলেভেন?"

পিছন থেকে পরিচিত স্বরে ডাক এল। এ ডাক ড. রবিনসন অনেকবার শুনেছেন। এ যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর তাঁর অপরিচিত নয়। টবরো। তাঁর প্রাণের সঙ্গী! অপরিচিত সময়ে একজন পরিচিত মানুষ।

"টবরো!" তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে পিছন ফিরলেন। হয়তো আনন্দিত হয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বাধা। কানে এল মি. রবিন্‌সের সতর্কবাণী, "এক্সপ্রেশন চেঞ্জ করুন। আপনি কম্যান্ডার ইলেভেন। ড. রবিনসন নন যে টবরোকে দেখেই জড়িয়ে ধরবেন!"

মি. রবিন্‌সের কথা বুঝলেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখের আবেগ সরে গেল। আবেগহীন কণ্ঠে বললেন, "কী ব্যাপার টবরো?"

"রবি-রেক্স ডেকেছেন আপনাকে!"

তাঁর বুকের ভিতরটা ধক করে ওঠে। এখনই ওই দেড়েল-টাকলু বুড়োটা ডাকল কেন? জানতে পেরেছে নাকি? শুকনো গলায় বললেন, "কেন ডেকেছেন কিছু বলেছেন তোমাকে?"

"কালকের ইন্সিডেন্টটার ব্যাপারে আলোচনা করবেন হয়তো," টবরো নিস্পৃহ মুখে জানায়, "তাই ডেকেছেন।"

সেরেছে! কালকের কোন ইন্সিডেন্ট! আগামী কাল কিছু হওয়ার কথা আছে নাকি! এই মুহূর্তে ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছিল তাঁর নিজেকে। টবরো তো দিব্যি বলল 'কালকের ইন্সিডেন্টটার' ব্যাপারে। কিন্তু কাল আবার কী হবে? তিনি তো কিছুই জানেন না! কোন ছাতার মাথা, অশ্বডিম্ব আলোচনা করবেন! শেষ পর্যন্ত না নিজের কাছেই নিজেকে ধরা পড়তে হয়!

টবরো অন্যমনস্কভাবে বলে, "কাল অনেক মানুষ মারা পড়বে, তাই না?"

কোনওমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন তিনি, "হুঁ।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"পশ্চিমদিকের বস্তিটা কি না তুললে নয় কম্যান্ডার?"

ড. রবিনসন অবাক হলেন। টবরো এ কী বলছে! সে জেনারেশন টু-এর অনুন্নত রোবট। এখানে এসে তিনি জেনারেশন ফাইভের রোবট অবধি দেখেছেন! কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ ভাবে না। হুকুম তামিল করে। কিন্তু আবেগ নেই। তবে এই আবেগ টবরোর মধ্যে এল কোথা থেকে! সে পশ্চিমদিকের বস্তিবাসীদের জন্য চিন্তিত। তিনি তো টবরোর সিস্টেমে এরকম কোনও প্রোগ্রাম আপলোড করেননি! বিস্মিত হয়ে বললেন, "টবরো! তুমি বস্তির লোকজনদের জন্য চিন্তা করছ!"

"চিন্তা করছি!" টবরোর গলায় যেন বিস্ময়ের ছাপ লক্ষ করলেন ড. রবিনসন, "চিন্তা করা কাকে বলে কম্যান্ডার?"

"অনুভব করা! সহানুভূতি!" ড. রবিনসন জানালেন, "তোমার কি ওই লোকগুলোর জন্য দুঃখ হচ্ছে?"

"অনুভব! সহানুভূতি! দুঃখ!" তিনটে শব্দ পরপর উচ্চারণ করল টবরো, "এসব কাকে বলে? আমি তো জানি না!"

ড. রবিনসন চুপ করে থাকেন। টবরো ঠিকই বলেছে। তার এসব জানার কথাও নয়। সে রোবট, মানুষ নয়। চিন্তা করার ক্ষমতা, আবেগ বা অনুভব—কোনওটাই তার থাকার কথাও নয়। তবু কেন মনে হচ্ছে যে সে কোথাও কিছু একটা অনুভব করছে।

টবরো আপনমনেই বলল, "আমি জানি না অনুভব কাকে বলে! আমার সে ক্ষমতাও নেই! শুধু মনে হচ্ছে, এটা ঠিক হচ্ছে না! আমি মানুষ মারতে পারি না। রুল অনুযায়ী, আমার বেঁচে থাকার অধিকার বা আত্মরক্ষার অধিকার ততক্ষণ আছে, যতক্ষণ না কোনও মানুষ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে! কিন্তু আমার মনে হয়, একজন মানুষেরও ততক্ষণ বেঁচে থাকার অধিকার থাকা উচিত, যতক্ষণ না কোনও মানুষ তাতে বিপদগ্রস্ত হয়! এ রুলটা বোধহয় মানুষের ক্ষেত্রে খাটে না, তাই না?"

স্তম্ভিত হয়ে টবরোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন ড. রবিনসন। কী বলল টবরো? সে তো রীতিমতো ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছে! এবং তার যুক্তি অনুযায়ী রবি-রেক্সের বেঁচে থাকার অধিকারই নেই!

তাঁর গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়! টবরোই শেষ পর্যন্ত রবি-রেক্সকে মারবে না তো!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

রবি-রেক্স তখনও দাঁড়িয়েছিলেন সেই কারাগারের সামনে। সময় পেলেই তিনি ফিরে ফিরে এই কারাগারের সামনে চলে আসেন। তাঁর মনে হয় ভিতরে যেন পাখি উড়ে যাওয়ার শব্দ পাচ্ছেন। সেই কালো কালো চারকোলের পাখি কারাগৃহের ভিতরেই মুক্তির আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে! ভিতরের গোটা দেওয়ালটাই আকাশ হয়ে গিয়েছে। একটা অদ্ভুত কঠিন, কালো আকাশ। তাঁর গায়ে দু'ডানা মেলে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে সেই চারকোলের পাখিরা। সেই কালো পাখিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে সেই বালক। যার মা কথা দিয়েছিল ডানা কিনে দেবে!

"স্যার, আমায় ডেকেছিলেন?"

কম্যান্ডার ইলেভেন ওরফে ড. রবিনসনের বুকের ভিতর তখন দামামা বাজছে। এই প্রথম নিজেই নিজের মুখোমুখি হচ্ছেন। এই প্রথম ত্রিশ বছর আগের রবিনসনের সঙ্গে ত্রিশ বছর পরের রবি-রেক্সের দেখা! একবার দূর থেকে দেখেছেন ঠিকই। কিন্তু একদম সামনাসামনি দেখা এই প্রথম। ভাল করে দেখছিলেন তিনি রবি-রেক্সকে। ত্রিশ বছর পর তাঁকে দেখতে এইরকম হবে! বিরলকেশ! গালে লম্বা সাদা দাড়ি! মুখের আদলে মিল আছে বটে। কিন্তু ফারাকও বিস্তর! রবি-রেক্সকে দেখলেই ভয়ংকর নিষ্ঠুর মনে হয়! চোয়ালের দৃঢ়তা, মুখের পেশিগুলোর ভাঁজ অসম্ভব কঠিন মানসিকতার পরিচয় দেয়। শুধু চোখদুটো প্রশান্ত। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল ড. রবিনসনের, হয়তো ওই চোখদুটোর দৃষ্টিটুকুতেই ত্রিশ বছর আগের রবিনসন লুকিয়ে আছে। চেষ্টা করলে কি ফিরিয়ে আনা যায় না তাঁকে? তাঁর মনের মধ্যে অদ্ভুত তোলপাড় চলছিল। বারবার ভাবছিলেন, 'এই আমি! এটা আমি! এই আমার ভবিষ্যৎ!'

"কম্যান্ডার ইলেভেন," রবি-রেক্স গম্ভীর মুখে বললেন, "হ্যাঁ, ডেকেছিলাম। পশ্চিমদিকের বস্তির লোকগুলো কি এখনও জায়গা ছাড়েনি?"

বিপদে পড়লেন রবিনসন। টবরোর মুখ থেকে যতটুকু শুনেছেন তাতে বুঝতে পেরেছেন যে পশ্চিমদিকের বস্তি উৎখাত করা হবে। কিন্তু এখন তারা কী অবস্থায় আছে তা তাঁর জানার কথা নয়। তিনি মাথা হেঁট করে চুপ করে থাকলেন। এই মুহূর্তে এটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তাঁর নীরবতায় কী বুঝলেন রবি-রেক্স, ভগবানই জানেন! তাঁর মুখ শক্ত

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

হয়ে ওঠে। উত্তেজিত হয়ে বললেন, "মূর্খ! মূর্খ ওরা! কী ভেবেছে? এভাবে আমায় ঠেকাবে? রবি-রেক্সকে ঠেকানো যায় না!"

ড. রবিনসন তখনও হাঁ করে রবি-রেক্সকে দেখছিলেন। কী অদ্ভুত ঔদ্ধত্য! কী প্রচণ্ড অহংকার! তিনি বিহ্বল হয়ে যাচ্ছিলেন। চিরদিনই সবার সামনে হাতজোড় করেছিলেন। যতদূর তিনি নিজেকে জানেন, তাতে ড. রবিনসন একজন সদাকুণ্ঠিত নরম স্বভাবের মানুষের নাম। কখনও এমন উদ্ধত ভঙ্গিতে কথা বলেননি। তবে এমন পরিবর্তন এল কোথা থেকে!

টের পেলেন যখন তাঁর কানের কাছে মি. রবিন্‌স ফিসফিসিয়ে বললেন, "ক্ষমতা একেই বলে! ক্ষমতা একটা মানুষকে আমূল পালটে দিতে পারে। ওই যে কথায় আছে না, যে যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাবণ। ব্যাপারটা ঠিক তেমনই।"

"কাল সকাল এগারোটার মধ্যে আমার স্পটটা খালি চাই! দরকার পড়লে বুল রোবটের পরিমাণ বাড়িয়ে নাও। ল্যাবরেটরি থেকে আরও উন্নত মারণাস্ত্র নিয়ে নাও। যত মারাত্মক মারণাস্ত্র আমি আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছি, সব তুলে দাও রোবটবাহিনীর হাতে। যা খুশি করো, আই ডোন্ট মাইন্ড। কিন্তু বাই হুক অর ক্রুক আমার জায়গাটা ফাঁকা চাই।" তাঁর কণ্ঠস্বর নিষ্কম্প, "একটা লোকও যেন না বাঁচে! নট আ সিঙ্গল ওয়ান! এমন কিছু করো যে আমার নাম নিতেও মানুষ ভয় পায়! ভয় দেখাও! গোটা হাইটেক সিটি যেন রবি-রেক্সের নামে আতঙ্কে কাঁপে।"

ড. রবিনসন বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে কোনওমতে বললেন, "ওকে স্যার! কিন্তু..."

ভুরুতে ভাঁজ পড়ল রবি-রেক্সের, "এর মধ্যে আবার কিন্তু আসছে কোথা থেকে?"

"আপনি মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছেন? কিন্তু আপনি তো মারণাস্ত্র আবিষ্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন!"

হেসে ফেললেন রবি-রেক্স। ড. রবিনসনের মনে হল ওই হাসিটুকুর মধ্যেই ঝিলিক দিল ত্রিশ বছর আগের রবি।

"কম্যান্ডার, তুমি একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো কথা বলছ। আজ পর্যন্ত অন্তত কুড়িটা অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র তৈরি করেছি আমি। তার মধ্যে একটা তোমার কোমরে ঝুলছে। ভুলে গেলে?"

"ভুলিনি স্যার," ড. রবিনসন আস্তে আস্তে বললেন, "কিন্তু আমিও তো

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

আপনারই ক্লোন। তাই এটাও ভুলিনি যে কোনও একসময়ে আপনি বিজ্ঞানের মাধ্যমে মারণাস্ত্র তৈরির বিপক্ষে ছিলেন।"

রবি রেক্সের মুখ গম্ভীর হল। হ্যাঁ, ত্রিশ বছর আগে তিনি দস্তুরমতো মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে ছিলেন। এক হর্তাকর্তা সে প্রস্তাব রাখতেই তাঁকে প্রায় একহাত নিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা ত্রিশ বছর আগে। এখন বুঝতে পারেন, যার হাতে যত আধুনিক মারণাস্ত্র, সে তত ক্ষমতাশালী। শক্তির অপর নাম অস্ত্র। ক্ষমতার যে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছেন, সেখানে টিকে থাকতে হলে মারণাস্ত্র লাগবেই। রবি-রেক্স নিজের সুবিধার জন্যই তাই মারণাস্ত্র তৈরি করেন।

তিনি এবার কম্যান্ডার ইলেভেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সেসব এখন অতীত। ত্রিশ বছর আগেকার কথা! ওসব কথা থাক। তুমি এখন যাও। কালকের অপারেশনের প্রস্তুতি নাও।" তিনি একটু থেমে যোগ করলেন, "যা বলেছি মনে থাকে যেন। ভয় দেখাতেই হবে! একজনও যেন না বাঁচে!"

কম্যান্ডার ইলেভেন, তথা ড. রবিনসন তখনও সবিস্ময়ে দেখে চলেছেন নিজের ভবিষ্যৎকে। পুরনো রবিনসনের কথা, তার আদর্শ—কিছুই কি মনে নেই রবি-রেক্সের! কী করে এতখানি পরিবর্তন সম্ভব! মনে মনে আফশোস হচ্ছিল তাঁর! কাকে বাঁচাতে এসেছেন! এই লোকটি কি আদৌ তিনি? এই লোকটাই কি ড. রবিনসন?

যদি তা-ই হয়, তবে নিজেকে ওর সঙ্গে মেলাতে পারছেন না কেন? কেন ওর মতো করে ভাবতে পারছেন না! বারবার মনে হচ্ছে, ভুল হচ্ছে! মস্ত বড় ভুল! কিন্তু নিজেকে থামানোর উপায় ড. রবিনসন নিজেও জানেন না!

॥ ১০ ॥

আমার সন্তান যাক প্রত্যহ নরকে
ছিঁড়ুক সর্বাঙ্গ তার ভাড়াটে জল্লাদ;
উপড়ে নিক চক্ষু, জিহ্বা দিবা-দ্বিপ্রহরে
নিশাচর শ্বাপদেরা; করুক আহ্লাদ
তার শৃঙ্খলিত ছিন্নভিন্ন হাত-পা নিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

শকুনেরা। কতটুকু আসে যায় তাতে
আমার, যে-আমি করি প্রার্থনা,
'তোমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।'

রেশমী নিজের ভারী শরীরটাকে ভেলার উপরে আলগোছে রেখে বটপাতা টানছিল। বটপাতায় বিড়ির মতো মৌতাত হয় না। কিন্তু তবু খানিকটা আরাম পাওয়া যায়। এই শীতে মাথার উপর একটা ছাউনি পর্যন্ত নেই! পচা পাঁকের দুর্গন্ধে, মশার উৎপাতে প্রাণান্তকর দশা! খালে যেটুকু জল আছে তা খাওয়ার যোগ্য নয়। তবু সেই জল বেয়েই শীতের শিস ওঠে। এই পরিস্থিতিতে এই বটপাতাটুকুই যা শৌখিনতা!

এত কষ্ট আর সহ্য হয় না। বস্তিতে, মাসির কোঠাতেও কষ্ট ছিল। অভাব, অনটন ছিল। কিন্তু তবু মাথার উপরে ছাদ ছিল। শীতে কাঁপলে ছেঁড়া কাঁথা, লেপ ছিল। অন্তত একবেলা হলেও খাওয়া জুটত। এখানে সেটুকুও জোটে না! তার নিজেরই মাঝেমধ্যে দুর্বলতায় মাথা ঘোরে। হাঁটতে-চলতে টাল খায়। লোকগুলো জীবনধারণের জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রাম করছে ঠিকই, কিন্তু সাধ্যে কুলোচ্ছে না! ফলস্বরূপ একের পর এক মৃত্যু ঘটে চলেছে। বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধরা জীবনধারণের সংগ্রাম চালাতে অপারগ। খিদেয়, শীতে শুকিয়ে মরছে একের পর এক। যত মৃত্যু ঘটছে, লোকগুলো যেন তত নির্জীব হয়ে পড়ছে। আস্তে আস্তে হয়তো নিজের নিয়তি বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে, তাদের জন্য শেষপর্যন্ত মৃত্যুই অপেক্ষা করছে। কারণ ইতিমধ্যেই আকাশে শকুন চক্কর মারতে শুরু করেছে। ওরাও বুঝেছে যে এ লোকগুলোও বেশিদিন টিকবে না! কিছুদিন পরেই তাদের ভূরিভোজের চূড়ান্ত সুযোগ পাওয়া যাবে!

এমন করেই তো বাতাসীর শিশুকন্যাটিকে টান মেরে নিয়ে চলে গিয়েছিল তারা। সচরাচর কেউ মারা গেলে হতভাগ্য মানুষগুলো তার শবদেহ কাদা-পাঁকের তলাতেই পুঁতে দেয়। আর কোথায় যাবে? মরার পর নিজের অঞ্চলের, নিজের দেশের মাটিটুকুও জুটবে না ওদের! তা-ই এমন ব্যবস্থা।

কিন্তু বাতাসীর শিশুকন্যার ক্ষেত্রে ঘটনাটা একটু অন্যরকম ঘটেছিল!

বাতাসী মৃত্যুর পরও নিজের শিশুকন্যার দেহ ছাড়তে চায়নি। লৌহকঠিন রাইগর মটিসে আক্রান্ত শব আগলে বসেছিল সে। বুকে তুলে নিয়ে সারা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

রাত ঘুমপাড়ানি গান গেয়েছিল। হাত বুলিয়েছিল চোখে-মুখে। তারপর গান গাইতে-গাইতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল ওর খেয়াল নেই!

আচমকা সকালে শরীরে একটা ব্যথা পেয়ে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বাতাসীর। কিছু বোঝার আগেই বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল সে, কখন যেন অজান্তেই নেমে এসেছে শকুনের পাল। তার আলিঙ্গনাবদ্ধ নরদেহটাকে ওই অবস্থাতেই ঠুকরে-ঠুকরে খেয়ে চলেছে! তার কোলে তখন আধখাওয়া, আধছেঁড়া একটা মৃতদেহ! বড় সুন্দর চোখ ছিল মেয়েটার! বড় বড়, গভীর! তাকিয়ে থাকলে মনে হত, মায়ার কাজল পরে দেবশিশু তাকিয়ে আছে! সেই চোখদুটোর জায়গায় অদ্ভুত শূন্যস্থান!

"এ-ই!" বাতাসী চিৎকার করে ওঠে, "এ-ই-ই-ই!"

তার চিৎকারে শকুনগুলো সচকিত হয়ে ওঠে। নোংরা ডানা ঝাপটে প্রথমে এক চক্কর লাগিয়ে আসে। মানুষটা জেগে যাওয়ায় তারাও সতর্ক হয়ে যায়। কিন্তু হাল ছাড়ে না। প্রাণপণ চেষ্টা করে নোংরা নখে মৃতদেহটাকে বিঁধিয়ে নিতে! বাতাসী ধেয়ে যায়! কোলে মৃত্যুকঠিন মানবশিশুর ভার। না খেতে পাওয়া শরীরে বিশেষ শক্তি নেই। তবু প্রাণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে! শকুনগুলোর উদ্দেশে হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে বলছে, "যা-আ! যা-আ-আ-আ! যাঃ...!"

তার চিৎকার চেঁচামেচিতে সকলেরই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। প্রত্যেকেই সদ্য ঘুম ভাঙা বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখেছিল সেই অসম লড়াই। এক আধখাওয়া মৃতশিশুকে নিয়ে টানাটানি চলছে একপাল শকুন আর একটি মানুষের! বাতাসীর মুখ, গলা ছিন্নভিন্ন করছিল গৃধ্রের তীক্ষ্ণ নখ! গাল, গলা কেটে গিয়েছে। দরদর করে রক্ত পড়ছে। শকুনের ডানার ঝাপটায় সে বিচলিত হচ্ছে ঠিকই। তবু হাল ছাড়ছে না। এলোমেলো কিল মারছে। শূন্যে এলোপাথাড়ি ঘুষি! আর পাগলের মতো চিৎকার করছে, "শয়তান, খানকির পো! আমার মেয়েকে ছেড়ে দে! ছে-ড়ে দে! ছা-ড়!"

রেশমীরা হাঁ করে দেখছিল সেই দৃশ্য। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দেখা ছাড়া আর উপায় কী! প্রাণটা যম নিয়ে গিয়েছে, বাতাসী অনেক চেষ্টা করেও আটকাতে পারেনি। আর আজ দেহটাকে ধরে শকুনে টানাটানি করছে। ক্রমাগতই দলে ভারী হচ্ছে। আকাশে চক্কর কাটতে কাটতে শানাচ্ছে আক্রমণ! ওদের আটকাতে পারবে কি? প্রত্যেকেই মূক হয়ে দেখছিল এক মায়ের সেই অদ্ভুত সংগ্রাম!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

শেষ পর্যন্ত পারেনি বাতাসী। অশ্রাব্য গালিগালাজ ও সমস্ত প্রতিরোধ সত্ত্বেও শকুনেরা তার কোল থেকে টেনে নিয়ে চলে গিয়েছিল বুকের সন্তানের মরদেহ। নির্লজ্জ পাখিগুলো ওর চোখের সামনেই মেয়েটাকে নিয়ে কয়েক চক্কর মেরে নিজেদের জয়ের দম্ভ ও গর্ব প্রকাশ করল। তারপর উড়ে চলে গেলে অন্য কোথাও।

বাতাসী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পাগলের মতো হাতের কাছে যা পেল ছুড়ে মারল আকাশ লক্ষ্য করে। কিন্তু কোনওটাই শত্রুপক্ষের গায়ে লাগল না। বরং ফিরে এল বাতাসীর কাছেই। নিজের পরাজয়ে ধ্বস্ত, উন্মত্ত নারী সপাটে খুলে ফেলল পরনের শাড়ি। রেশমী দেখল, সে ব্লাউজও খুলে ফেলেছে। সেই শুকনো স্তনদুটি, যা একসময়ে তার একমাত্র শিশুটির ঠোঁটে অমৃতবর্ষণ করেছিল, সেই মাংসপিণ্ড দুটির উপর করাঘাত করতে-করতে চিৎকার করে উঠে বলেছিল, "খা! সব খা। আমাকে খা! খা!"

সবাই সেই দৃশ্য দেখেছিল। কিন্তু তাদের মুখ ছিল অদ্ভুত নির্লিপ্ত। যেন এমনটাই হওয়ার কথা ছিল। এর অন্যথা কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না। হলেই বা কী হত!

শুধু দুইবেলা দু'টুকরো পোড়া রুটি
পাই যদি তবে সূর্যেরও আগে উঠি,
ঝড়ো সাগরের ঝুঁটি ধরে দিই নাড়া
উপড়িয়ে আনি কারাকোরামের চূড়া
হৃদয় বিষাদ চেতনা তুচ্ছ গণি
রুটি পেলে দিই প্রিয়ার চোখের মণি।

॥ ১১ ॥

যাঁরা এলেন, তাদের আমি চিনি না
তাঁরা আমাকে স্পর্শ করে বললেন, "তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন।"
যাঁদের চিনি তাঁরা কেউ আজ আসেননি
এখন আকাশে সন্ধ্যা নেমেছে, একটি দুটি তারা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

দেখা যাচ্ছে
আমি প্রতীক্ষা করছি যে-কোনও চেনা মুখের জন্য।

সৌম্য চুপ করে বসেছিলেন হাসপাতালের বেডে। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন দরজার দিকে। কারও হয়তো আসার কথা ছিল। হয়তো এসে চুপ করে বসত তাঁর পাশে। ব্যথিত চোখদুটো ছুঁয়ে যেত তাঁর রোগক্লিষ্ট মোমের মতো অচ্ছাভ মুখ। দুটো আপন হাত মাথার চুলে বিলি কাটত। আর একটা সহৃদয় স্বর বলত, "তোর কিছু হবে না সৌম্য। তুই ঠিক হয়ে যাবি। আমি বলছি।"

চেনা মুখের জন্য অপেক্ষা করাই সার। রবিকেই বা কবে ঠিক চিনেছেন তিনি? আজ তাকেও ভীষণ অচেনা লাগে। আপনমনেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সৌম্য। এটা রবির প্রাইভেট হসপিটাল। যদিও হসপিটাল না বলে ফাইভ স্টার হোটেল বলাই বেশি ভাল। রবির বাড়িরই লেফট উইং-এ এ তার নিজস্ব হাসপাতাল। এখানে বিশ্বের সব নামজাদা ডাক্তাররা চিকিৎসা করে থাকেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ডাক্তারের মুখে হাসি দেখলেন না সৌম্য। ডাক্তার হওয়ার প্রথম শর্তই হয়তো গোমড়া মুখ করে থাকতে হবে। হেঁটে রুগি দেখলে সময় আর এনার্জি নষ্ট হয়। তাই ফ্লাইং ড্রোনে চেপে রোগী দেখেন ওঁরা। দূর থেকে দেখলে মনে হয় ভিনগ্রহের কোনও প্রাণী আসছে। নার্সরাও তথৈবচ। সর্বক্ষণই মুখটাকে বেগুনের ফালির মতো করে রেখেছে। দেখলেই পেশেন্টের হৃৎকম্প হয়। কথা নেই, বার্তা নেই, অটোম্যাটিক ইঞ্জেকশন ছেড়ে দেয় গায়ে।

অটোম্যাটিক ইঞ্জেকশনগুলোকে দেখলে মশার বড় ভাই বলে মনে হয়। সাইজে কড়ে আঙুলের মতো ধাতব পতঙ্গ। গায়ে ছেড়ে দিলেই সেগুলো সুড়সুড় করে কড়কড়ে ধাতব পা ফেলে ঘুরে বেড়ায়। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সঠিক শিরাটা খুঁজে নিয়ে মোটা আর মিহি দুই রকমের অদ্ভুতুড়ে আওয়াজ একসঙ্গে করে জানিয়ে দেয়- 'ভেইন ফাউন্ড...ভেইন ফাউন্ড...' আর তারপরেই পুটুস। তার সুচোলো শুঁড় বেয়ে ওষুধ চলে গেল শিরার মধ্যে।

ইঞ্জেকশন জিনিসটাতে চিরকালই ভয় সৌম্যর। কিন্তু তবু এই অটোম্যাটিক ইঞ্জেকশনগুলোকে পছন্দ করেন তিনি। অন্তত এই একটা জিনিসই এখানে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

কথাটথা বলে। ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করে, "বেশি লাগেনি তো?" লাগেনি জানালে বিনীতভাবে বলে, 'থ্যাঙ্ক ইউ'।

মোদ্দা কথা হল, এই হাসপাতালের যন্ত্রগুলো যেটুকু কথা বলে, মানুষ সেটুকুও বলে না। ফলস্বরূপ ভীষণ বিরক্তি বোধ করছিলেন সৌম্য। খুব আশা ছিল, এক মধ্যে একবার অন্তত রবি তাঁকে দেখতে আসবে। কিন্তু আসেনি সে। শুধু টবরো এসে তাঁকে দেখে যায়। এতগুলো মানুষের মধ্যে একমাত্র এই রোবটটারই কিঞ্চিৎ কাণ্ডজ্ঞান আছে। তাঁর ঘরের বাইরে রোবট প্রহরী বসেছে ঠিকই। কিন্তু টবরো ওদের অতি পরিচিত। তাই ওকে আটকায় না।

টবরোর কথা ভাবলেই খুব মায়া হয় সৌম্যর। অদ্ভুত রোবট। রবি ওকে যখন তৈরি করেছিল, তখন ওর মন ছিল সাদাসিধে। কোনওরকম ঘোরপ্যাঁচ ছিল না। তাই হয়তো টবরোর মধ্যে অদ্ভুত কিছু মানবিক গুণ আছে। টবরো জানে না, ওর মধ্যে মায়া মমতা নামক বস্তুগুলো রয়েছে। যদিও ও মায়া মমতা কাকে বলে, থিয়োরেটিক্যালি জানে না। জানার কথাও নয়। ওকে সেভাবে প্রোগ্রামডও করা হয়নি। কিন্তু সৌম্য যতই আবিষ্কার করছেন ওকে, ততই আশ্চর্য হচ্ছেন।

আজ সৌম্যর সঙ্গে টবরো এসে অনেকক্ষণ বসেছিল। সৌম্যর দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল। কেমন যেন চিন্তিত লাগছিল ওকে। কথা বলতে বলতেই থমকে যাচ্ছিল। যেন আপনমনে কী যেন ভেবে চলেছে। কথা বলতে বলতেই হঠাৎ বলল, "মৃত্যু খুব কষ্টের, তাই না?"

সৌম্য ওর প্রশ্নে অবাক। এসব কথা টবরোর মাথায় আসছে কোথা থেকে। জীবন মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা তো তার নয়। হঠাৎ তবে এ প্রশ্ন কেন!

"হ্যাঁ। কষ্টকর," ছ'বার মৃত্যুর অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছিল সৌম্য, "আর একাধিকবার মৃত্যু আরও যন্ত্রণাদায়ক।"

টবরো কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "তবে তো কেউ মরতে চাইবে না।"

"কেউ মরতে চায় না টবরো," আস্তে আস্তে বললেন তিনি, "কিন্তু সবাইকেই মরতে হয়।"

"কিন্তু আপনি তো মরতে চান," টবরো নম্র কণ্ঠে বলে, "কেন স্যার?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

সৌম্য এর উত্তরে কী বলবেন বুঝতে পারেন না। কী করে বোঝাবেন, বারবার মরা যে কী দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক! রবি আসলে তাঁকে ভালবেসে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে না। এটা তার ইগো। নিয়তির বিরুদ্ধে জেহাদ। সে কিছুতেই নিজের পরাজয় মেনে নিতে পারছে না। রবি নিজেকে ঈশ্বর ভাবতে শুরু করেছে। সৌম্য তার কাছে বন্ধু নয়, ঈশ্বর এবং রবির যুদ্ধের মধ্যবর্তী এক বোড়ে। তাই তার অমতে সৌম্যর শান্তিতে মরারও জো নেই।

কিন্তু এত কথা টবরো বুঝবে না। তাই হেসে বললেন, "আমি বেঁচে থেকে আর কী করব? আমার বেঁচে থাকার আর কোনও অর্থ নেই।"

"বেঁচে থাকার কি অর্থ থাকে?"

টবরোর প্রশ্নে ফের হতবাক হয়েছিলেন সৌম্য। তার এত প্রশ্ন করার কথা আদৌ নয়। তবে ইদানীং সে মাঝেমধ্যেই অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করছে। দেখলে মনে হয়, কোনও চিন্তা হয়তো তাকে মনে মনে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

"অবশ্যই অর্থ আছে," সৌম্য হেসেছিলেন, "তোদের যেমন মিশন থাকে। তেমন আমাদেরও মিশন থাকে। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টির সময়ই বেঁচে থাকার কারণ তৈরি করে দেন। রবি যেমন বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে।"

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়েই টবরো বলল, "আর আপনি? আপনার মিশন কী? আপনি কী করার জন্য জন্মেছেন স্যার?"

প্রশ্নটা শুনে মনটার ভেতরে ধক করে উঠল সৌম্যর। সত্যিই তো! এভাবে তো কখনও ভাবেননি। বারবার মরার জন্যই কি তাঁর জন্ম? নাকি রবির ল্যাবে গিনিপিগ হয়ে থাকার জন্য তাঁর বেঁচে থাকা।

"আমিই বা কীসের জন্য আছি?" টবরো বলল, "অন্য রোবটদের যখন দেখি, তখন মনে হয়, আমায় রেক্স কেন তৈরি করেছিলেন! বাদবাকিদের মাদার কম্পিউটার কন্ট্রোল করে। ওদের আলাদা আলাদা কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। ডেস্ট্রয়াররা ধ্বংস করার জন্য আছে। রোবট পুলিশরা অপরাধীদের ধরার জন্য আছে। রোবট সিকিউরিটিরা রবি-রেক্সের সুরক্ষার জন্য আছে। রোবো ওয়ার্কাররা নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। ওদের প্রত্যেকের নিজস্ব প্রোগ্রাম আছে। প্রোগ্রাম টার্মিনিটেড হলেই ওদের থাকা অর্থহীন হয়ে যাবে। ওরা চলে যাবে রোবো ল্যাবে," তার কালো চোখে শীতলতা,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"সেখানে গিয়ে ডি অ্যাক্টিভেটেড হবে ন্যানাইটস এর মাধ্যমে। নয়তো নতুন কোনও প্রোগ্রাম নিয়ে ফিরে আসবে।"

"তাতে কী?" সৌম্যর কৌতূহলী প্রশ্ন।

"একমাত্র আমিই আছি যাকে মাদার কম্পিউটার কন্ট্রোল করে না," টবরোর কণ্ঠস্বর নিস্পৃহ হলেও কী যেন একটা অজানা বেদনা অনুভব করেছিলেন সৌম্য, "একমাত্র আমিই আছি, যার নির্দিষ্ট কোনও প্রোগ্রাম নেই। আমার কি তবে বেঁচে থাকার কোনও কারণ নেই?"

প্রশ্নটা শুনে শিউরে উঠেছিলেন তিনি। টবরো সেই প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে যে প্রশ্নের উত্তর সমস্ত মানুষই সারা জীবন জুড়ে খুঁজে বেড়ায়। দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী, মায় সমস্ত মানুষের এটাই জিজ্ঞাস্য। আমি কে? আমি কী জন্য এসেছি? আজীবন সন্ধান করেও এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না।

টবরোর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "টবরো, তুই কে?"

"জানি না স্যার," টবরো নিষ্পলকে দেখছে তাঁকে। "মাঝেমধ্যে মনে হয়, আমি কেউ না। স্রেফ একটা পুতুল মাত্র। স্যার শুধু মজা করার জন্যই আমায় বানিয়েছিলেন। আবার কখনও মনে হয়, আপনাদের সবার সৃষ্টিকর্তা কোনও না কোনও কারণে আপনাদের তৈরি করেছেন। সুতরাং আমার সৃষ্টিকর্তাও নিশ্চয়ই কোনও একটা বিশেষ কাজের জন্য আমাকে তৈরি করেছেন। শুধু সেই বিশেষ কাজ, বিশেষ কারণটাই আমি খুঁজছি।"

সৌম্য চুপ করে গিয়েছিলেন। বিস্মিত ও স্তম্ভিত দুই-ই হয়েছিলেন তিনি। টবরো নিজের জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজছে।

"আমি আজকাল মাঝে মাঝে স্বপ্নও দেখি স্যার," টবরো জানায়, "যখন আমি ইনঅ্যাক্টিভ মোডে থাকি তখন একটাই দৃশ্য চোখের সামনে ভাসতে থাকে।"

অসীম কৌতূহলে জানতে চান তিনি, "কী দেখিস?"

"দেখি আমার হাত পা সব খসে পড়ছে। আমার গায়ে জং ধরে গিয়েছে। উঠতে চাই, পারি না। দাঁড়াতে গেলে পায়ের স্ক্রু, নাটবল্টুগুলো সব আওয়াজ করে পড়ে যায়। আমি পঙ্গু হয়ে গিয়েছি। ইউজলেস হয়ে গিয়েছি। আর চতুর্দিক থেকে জেনারেশন ফাইভের ঝকঝকে রোবটগুলো

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

আমার এই দশা দেখে হাসছে। আর রেক্স বলছেন, 'ও ইউজলেস। ওকে হাইটেক সিটির বাইরে ফেলে দিয়ে এসো।' "

চমকে উঠলেন সৌম্য। এসব কী বলছে টবরো। এসব চিন্তা ওর মাথায় আসছে কী করে। ও তো রীতিমতো বিপন্নতায় ভুগছে। অথচ ওর তো এত কিছু ভাবার কথা নয়।

"আমি যদি কখনও ইউজলেস হয়ে যাই, রেক্স আমাকেও বাইরে ফেলে দেবেন, তাই না?"

"না... না...," সৌম্য প্রতিবাদ করে ওঠে, "তা কেন? রবি তা পারে না। তুই ত্রিশ বছর ধরে ওর সঙ্গে আছিস।"

"রেক্স সব পারেন।" টবরো একটু থেমে বলল, "আপনি এখনও বোঝেননি? যারা আজ হাইটেক সিটির বাইরে পচে মরছে, তারাও ত্রিশ বছর ধরে এখানেই ছিল। তাদের তো ছাড়েননি স্যার।"

টবরোর যুক্তি শুনে মূক হয়ে গেলেন সৌম্যদীপ! টবরোর হল কী। এত কিছু ভেবে ফেলেছে ও।

"আপনি রেক্সকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন, তাই না?"

সৌম্য কিছুক্ষণ বুকে মুখ গুঁজে নীরব হয়ে বসে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "একা তুই-ই না টবরো, আমিও ইউজলেস। আজ পর্যন্ত আমিও নিজের বেঁচে থাকার কোনও কারণ খুঁজে পাই না। শুধু একবার করে বাঁচা, প্রত্যেকবার বেঁচে থাকার আশা করা। শেষ পর্যন্ত আবার মৃত্যু। এই চক্রব্যূহে ঘুরতে ঘুরতে আমিও ক্লান্ত। এর বাইরে আমি আর কী করতে পারি? বুঝতে পারি না। সেজন্যই রবিকে মারা জরুরি ছিল। কারণ যতদিন ও বাঁচবে, ততদিন আমায় এই অর্থহীন জীবনের বোঝা বয়ে যেতেই হবে।"

টবরো বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "আমি আপনাকে সাহায্য করব।"

কী সাংঘাতিক কথা! কথাটা শুনে কেঁপে উঠলেন সৌম্য। রবিকে খুন করতে টবরো সাহায্য করতে চায়। এ তো অসম্ভব ব্যাপার।

"আমি নিজে কাজটা করতে পারি না," টবরো বলল, "আমার রোবোটিক্সের রুল আমাকে কোনও মানুষের ক্ষতি করার অনুমতি দেয় না। কিন্তু কোনও মানুষকে সাহায্য করার অনুমতি আছে। আমি আপনাকে সবরকমের সাহায্য করতে পারি।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

স্তম্ভিত সৌম্য বলেছিলেন, "কেন?"

আবার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে টবরো বলেছিল, "কারণ আমার মানুষ হতে ইচ্ছে করে।"

আর কিছু না বলে সে চলে গিয়েছিল। কিন্তু রেখে গিয়েছিল অন্তহীন প্রশ্ন, "আপনি কী করার জন্য জন্মেছেন স্যার?"

॥ ১২ ॥

মনে মনে কোথাও একটু দ্বিধাগ্রস্ত ড. রবিনসন । টবরোর বলে যাওয়া কথাগুলো ভুলতে পারছেন না। টবরো ঠিক কী ভাবছে? তার মনের অলিগলিগুলো তিনি নিজেই এখন বুঝতে পারছেন না। টবরো কি খুন করতে পারে রবি-রেক্সকে? সেই কি তবে নিয়ারেস্ট অ্যান্ড ডিয়ারেস্ট ওয়ান? রবি-রেক্সকে যে মূর্তিতে দেখেছেন তাতে সত্যিই তার খুন হওয়া আশ্চর্যের নয়। রবি-রেক্সের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। অনেক যুক্তি তুলেছেন তার সপক্ষে। কিন্তু কোনও যুক্তিই ধোপে টিকছে না। যে গণহত্যা এর আগে দেখেছেন, বা আগামী কাল যে গণহত্যা হতে চলেছে- কিছুতেই তাকে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। এ এক আশ্চর্য বিচারকক্ষ। একদিকে তিনিই আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। বাদীপক্ষ তিনি। প্রতিবাদীপক্ষও তিনি। উকিলও তিনি, বিচারকও তিনি। শুধু যেন সেই নির্জন বিচারকক্ষে দর্শকের ভূমিকায় বসে আছে মি. রবিন্‌স। আর কেউ নেই। আর কেউ জানে না এ গোপন বিচারকক্ষের খোঁজ।

আচমকা তাঁর হাতের ঘড়ির মতো দেখতে ডায়ালটা ঝলমলিয়ে উঠল। ওটা রিমেম্বারিং ডিভাইস। এখন আর লোকে কথা বলার জন্য মোবাইল বা অন্য কোনও ফোন ব্যবহার করে না। সেসব এখন জাদুঘরে গিয়েছে। তার বদলে এসেছে রিমেম্বারিং ডিভাইস। এই ঘড়ির মতো দেখতে ডায়ালের মাধ্যমে লোকে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

ঘড়ির নীল বোতামটা টিপতেই সামনে ফের রবি-রেক্সের থ্রিডি ইমেজ। রবি-রেক্স তাঁকে মনে করছেন।

"ইলেভেন?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"ইয়েস স্যার।"

"একটু আমার ঘরে এসো তো।"

"ওকে স্যার।"

লাল বোতামটা টিপতেই লাইন ডিসকানেক্টেড হয়ে যায়। ড. রবিনসন তাড়াতাড়ি টেলিপোর্টার টর্চ জ্বেলে রবি-রেক্সের ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বাধা। মি. রবিন্‌স ফিসফিসিয়ে বললেন, "এখন আপনি ড. রবিনসন নন। ওরকম কোলকুঁজো হয়ে চাকর চাকর ভাব করে যাচ্ছেন কেন? কম্যান্ডার ইলেভেন একজন যোদ্ধা ক্লোন। সে বুক চিতিয়ে হাঁটবে। এভাবে নয়।"

শৈশব থেকেই ড. রবিনসন একটু কোলকুঁজো হয়ে হাঁটেন। এ নিয়ে অনেকের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। রবি-রেক্সও অবশ্য কোলকুঁজো। কিন্তু ফ্লাইং ড্রোনের উপর দাঁড়িয়ে থাকায় বোঝা যায় না। ড. রবিনসন সাবধানবাণী শুনে তাড়াতাড়ি বুক ফুলিয়ে ফেললেন। কিন্তু আবার বাধা এল, "আমি বুক চিতিয়ে হাঁটতে বলেছি, বুক ফুলিয়ে নয়। বুকের সাইজ ক' ইঞ্চি কমান।"

এবার নিজেকে ঠিকঠাক করে রাগতস্বরে বললেন তিনি, "এবার ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ। ঠিক আছে। এবার যেতে পারেন।"

রবি-রেক্সের ঘরে তখন এক অনিন্দ্যসুন্দর যুবতী ও তরতরে মুখের এক যুবক দাঁড়িয়েছিল। ড. রবিনসন তরুণীটির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়েছিলেন। আর কিছু বলার আগেই কানের কাছে ফের ফিসফিস, "মেয়েটি আপনার, তবে রবি-রেক্সের মেয়ে। ওর নাম শ্যারন।"

"এসো কম্যান্ডার," রবি-রেক্স সহাস্যে আমন্ত্রণ জানালেন তাকে, "ও হচ্ছে শ্যারনের বন্ধু। ফিলিপ। আমাদের ল্যাবেই কাজ করে।"

তরতরে মুখের যুবকটি হেসে গ্লাভস পরা হাতেই করমর্দন করল। ড. রবিনসন তখনও দেখছিলেন শ্যারনকে। এই তাঁর কন্যা। এর জন্মবৃত্তান্তই বলেছিল ফিউচারোস্কোপ। এখনও তাকে দেখেননি তিনি। এখনও এই শিশু জন্ম নেয়নি তাঁর ঘরে। কিন্তু কী অদ্ভুত স্নেহে মন ভরে গেল তাঁর। এত বড় হয়ে গিয়েছে তাঁর মেয়ে! এত সুন্দরী! একদম মায়ের মতো। মনে মনে এই অনাগত কন্যার জন্য গর্ববোধ না করে পারলেন না ড. রবিনসন।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"ফিলিপ বলছিল ও অ্যালঝাইমারের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে ফেলেছে," রবি-রেক্স জানালেন, "আমি অবশ্য মুখের কথায় বিশ্বাস করি না। তবে ওর থিসিস দেখে মনে হয় ঠিক পথেই এগোচ্ছে।"

"স্যার," গর্বিত মুখে জানায় ফিলিপ, "এজন্য আমাদের ডলফিনের ব্রেনের প্রোটিনকে আপগ্রেড করতে হয়েছে। এর আগে একদল শার্কের ব্রেন ফ্লুইড বের করতে গিয়ে কোড অফ এথিকসকে ভায়োলেট করেছিল। ফল খুব একটা সুবিধেজনক হয়নি। তাই আমরা বটলনোজ় ডলফিনকেই বেছে নিয়েছি। তার ব্রেনের প্রোটিন ও ব্রেনফ্লুইড অ্যালঝাইমারের প্রতিষেধক হিসেবে খুবই আশাজনক ফল দেখাচ্ছে।"

ড. রবিনসন তখনও শ্যারনকেই দেখে যাচ্ছেন। আর শ্যারন দেখছে ফিলিপকে। তার মুখের ছায়া ছায়া দিকটায় জুলিয়েটের আকুল আর্তি। আর আলোকিত দিকটায় ম্যাডোনার মতো স্নেহের গোলাপি আভা। ও কি ফিলিপের প্রেমে পড়েছে?

"কিন্তু মেডিসিন অবধি পৌঁছোতে হলে আমাদের এখনও অনেক পরিশ্রম করতে হবে। আরও অনেক ডলফিনের জোগান প্রয়োজন। আমরা জেনারেশন টু অবধি আমাদের রিসার্চ পৌঁছোতে পেরেছি। এর ওপরে যেতে হলে পৃষ্ঠপোষক দরকার স্যার।"

ফিলিপ বকবক করেই চলেছে। ড. রবিনসন তার অর্ধেক কথা শুনছেন, অর্ধেক শুনছেন না। বুকের ভেতরে কেমন একটা অস্পষ্ট ব্যথা কাজ করছে। অথচ সে ব্যথায় কষ্ট নেই। বরং বিচিত্র সুখে বুক ভরে যাচ্ছে। গলার কাছে একটা না বলা অভিব্যক্তি। যা কখনও প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই সেই মেয়ে। এখনও যার ছোট ছোট পা দুটোকে স্পর্শ করেননি ড. রবিনসন। এখনও যাকে কোলে তুলে নিয়ে তার দেহের আঘ্রাণ নেননি। যার ছোট ছোট নাক, মুখ, চোখে হাত বোলাননি। এই সেই মেয়ে। কত বড় হয়ে গিয়েছে সে। আজও যার জন্ম হয়নি, সে নিজের প্রেমিককে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাবার দরবারে। তার মুখে, চোখে খুশির আলো ঝলমল করছে। এ খুশির কি তুলনা হয়?

মনে মনে ভেবে নিলেন ড. রবিনসন। এই ছেলেকেই নিজের জামাই করবেন। শ্যারনকে ওই সুখী করতে পারবে। তা ছাড়া ফিলিপ ছেলেটিকে তাঁর পছন্দও হয়েছে। ভারী প্রতিভাবান। তাঁর যোগ্য জামাই হবে। দু'জনকে পাশাপাশি দেখাচ্ছেও চমৎকার। মানিয়েছে বেশ।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

রবি-রেক্সকে দেখে অবশ্য বোঝার উপায় নেই যে তাঁর মনের মধ্যে কী চলছে। তিনি ফিলিপের কথা মন দিয়ে শুনছেন। শুনতে শুনতেই বললেন, "তুমি চাও যে তোমার প্রোজেক্টটা আমি স্পনসর করি। তাই তো?"

ফিলিপ গদগদ হয়ে বলল, "এ ব্যাপারে আপনার থেকে ভাল আর কে হতে পারে?"

ড. রবিনসন শ্যারনকে লক্ষ করলেন। সে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাবার দিকে। ড. রবিনসনের ভীষণ ইচ্ছে করছিল, ওর সঙ্গে কথা বলতে। তিনি মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন, রবি-রেক্স যেন ফিলিপের কাজকে স্বীকৃতি দেন। মনে মনে ভাবছিলেন, আমি যতই কঠোর হৃদয় হয়ে থাকি, নিজের মেয়ের ইচ্ছেকে দাম দেব না? এই মুহূর্তে শ্যারনের দিকে তাকিয়ে তাঁর যে অনুভূতি হচ্ছে, রবি-রেক্সের কি হচ্ছে না? আসলে তো রবিনসন আর রবি-রেক্স একই মানুষ।

"ঠিক আছে," রবি-রেক্সের মুখে আলতো হাসির আমেজ, "তোমার থিসিস যথেষ্ট ইমপ্রেসিভ। ফাইলটা রেখে যাও। আমি খুব তাড়াতাড়িই সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাচ্ছি তোমাকে।"

ফিলিপের মুখে বিশ্বজয়ের হাসি ফুটে উঠল। শ্যারনের মুখেও এক অপূর্ব হাসি। সে বলল, "ও তো ভয়ের চোটে তোমার কাছে আসতেই চাইছিল না। আমিই ধরে নিয়ে এলাম।"

"খুব ভাল করেছ," রবি-রেক্স ফিলিপের কাঁধে আলতো চাপড় মেরে বললেন, "এই তো চাই। বিজ্ঞানই আল্টিমেট, ডিয়ার। বিজ্ঞানের ওপর আর কিছু নেই। আর প্রত্যেক বিজ্ঞানের সাধকই আমার কাছে আদরণীয়।" বলতে বলতেই একটু থেমে বললেন, "তুমি আমার ফিউচারোস্কোপের কথা শুনেছ?"

"এভাবে লজ্জা দেবেন না স্যার," ফিলিপের কর্ণমূল লাল হয়ে ওঠে, "আপনার ফিউচারোস্কোপের কথা কে না জানে। আমি অনেক শুনেছি, কিন্তু দেখিনি কখনও।"

"দেখতে চাও?"

ফিলিপ সাগ্রহে বলল, "নিশ্চয়ই।"

"বেশ।"

ফিউচারোস্কোপ আর আগের মতো ছোটটি নেই। এখন তার আকৃতি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

বিশাল। ড. রবিনসন অবাক হয়ে দেখছিলেন তাঁর নিজস্ব আবিষ্কারকে। এখনও পর্যন্ত তিনি শুধু প্রোটোটাইপটাই করতে পেরেছেন। অথচ ২০৪৬-এ কত বিস্তার লাভ করেছে সেদিনের সেই শিশু ফিউচারোস্কোপ। কোথায় সেই গোদা কম্পিউটার। এখন শুধু একটা লাল বোতাম টিপলেই হাওয়ায় ভেসে ওঠে স্বচ্ছ মনিটর। কম্পিউটারের কি বোর্ডও নেই। গোটা কম্পিউটারটাই টাচ স্ক্রিন। অন করতেই স্ক্রিনে নীল অক্ষরে ভেসে উঠল, "ওয়েলকাম টু ফিউচার।"

কম্পিউটারের স্ক্রিনেই তখন ভেসে উঠেছে টাচ স্ক্রিন পোর্টেবল হ্যান্ড স্ক্যানারের ছবি। রবি-রেক্স মৃদু হেসে বললেন, "হাত রাখো ফিলিপ।"

ফিলিপ হাত রাখতে না রাখতেই ফিউচারোস্কোপ নিজের কাজ শুরু করল। ড. রবিনসনের মনে পড়ল, আগে কত দেরি করে রেজাল্ট আসত। তাও ওখানে ভবিষ্যৎ দেখা যেত না। কিন্তু এখানে তো সঙ্গে সঙ্গেই ভবিষ্যৎ দেখাতে শুরু করেছে। স্ক্রিনে ভেসে উঠল ফিলিপের হাসিমুখ। দেশ বিদেশের নাম করা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে করমর্দন করছে সে। এক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর হাত থেকে সে পুরস্কার নিচ্ছে। নোবেল লরিয়েট হয়েছে ফিলিপ। সে প্লেন থেকে নামছে। তাকে দেখার জন্য মানুষের কী ভিড়। সবাই তাঁকে ছুঁতে চায়। মানুষ চিৎকার করে তার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

আবেগে ড. রবিনসনের চোখে জল এল। এই তো। এই ছেলেটা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবে একদিন। শ্যারন ঠিক মানুষকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছেছে। গর্বে, আনন্দে তাঁর বুক ভরে গিয়েছে। হবে না? আফটার অল, তাঁরই তো মেয়ে। সে কি হিরে চিনতে ভুল করতে পারে?

ফিউচারোস্কোপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রবি-রেক্স অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। ফিলিপকে কিছুক্ষণ পরেই হাত সরিয়ে নিতে বললেন তিনি। মুখে বললেন, "তোমার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। ইউ আর আ ব্রাইট বয়। তোমাকে আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করব।"

দুই বিজ্ঞানীর মধ্যে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। তারপর একসময়ে ফিলিপ তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল। পিছন পিছন শ্যারনও চলে গেল।

রবি-রেক্স কিছুক্ষণ ওদের গমনপথের দিকে দেখলেন। ওরা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতেই তিনি ফিলিপের দেওয়া ফাইলটা তুলে নিলেন। বেশ

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

কিছুক্ষণ কী যেন দেখলেন। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়েছে। চোখের দৃষ্টি ধারালো। একটা অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা তাঁর মুখে খেলা করছে। কয়েক মিনিট চুপচাপ দেখার পর হাতের কাছে থাকা লাইটারটা তুলে নিলেন। ড. রবিনসন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলেন, রবি-রেক্স গোটা ফাইলটায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। মুহূর্তের মধ্যে লেলিহান শিখায় দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। পুড়তে লাগল ফিলিপের এতদিনের প্রাণপাত করা পরিশ্রম।

"এ কী স্যার," ড. রবিনসন বজ্রাহতের মতো দৃশ্যটা দেখলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছিল না। তবু কোনওমতে বললেন, "এ কী করলেন!"

"শত্রুর শেষ রাখতে নেই কম্যান্ডার," রবি-রেক্স সেই জ্বলন্ত ফাইলের আগুন থেকেই একটা চুরুট ধরালেন, "ওর ভবিষ্যৎ আমার ভবিষ্যতের পক্ষে খারাপ। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে আমিও তোমার মতোই ভাবতাম। ভাবতাম যে একজন বিজ্ঞানীর অপরজনকে সহ্য করা আবশ্যিক। কিন্তু এখন আর ব্যাপারটা সেখানে দাঁড়িয়ে নেই।"

হতবাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন ড. রবিনসন। অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য। এটা কি সত্যিই তিনি।

একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন রবি-রেক্স, "ছেলেটা প্রতিভাবান। একদিন আমার সঙ্গেও ওই একই ঘটনা ঘটেছিল। যখন আমার চূড়ান্ত খারাপ অবস্থা তখন মস আমাকে সাহায্য করে। ফিউচারোস্কোপ বিখ্যাত হয়। আমি জনপ্রিয় হয়ে উঠি। এবং সেই জনপ্রিয়তা আর রোবটবাহিনীর জোরেই আমার ক্ষমতায় আসা," রবি-রেক্স অ্যাশট্রেতে চুরুটের ছাই ফেললেন, "তোমার কী মনে হয়? এই ছেলেটিও যখন সেই জনপ্রিয়তা অর্জন করবে তখন যদি ও আমার মতোই ভাবে? তখন সেই জনপ্রিয়তাকেই হাতিয়ার করে ও আমার জায়গা নিয়ে নেয়? তখন কী হবে? যা আমি পেরেছি, তা যে ও পারবে না তার কী গ্যারান্টি?"

ড. রবিনসন স্তম্ভিত। কোনও কথাই মুখ দিয়ে বেরোল না।

"আমার ভবিষ্যৎ সিকিয়োর করার জন্য ওর ভবিষ্যৎ বিগড়ে দেওয়া প্রয়োজন কম্যান্ডার," রবি-রেক্স জানালেন, "হেল্প তো ওকে আমি করবই না। বরং তুমি ওকে চোখে চোখে রাখো। পেছনে লোক লাগিয়ে দাও। ও কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, কার সঙ্গে কথা বলছে— সব নখদর্পণে রাখো। তেমন বুঝলে বন্দি করো। শত্রুকে স্পেস দেওয়াই উচিত নয়।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

ড. রবিনসন কী করবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। তাঁর চোখের সামনে শ্যারনের উজ্জ্বল হাসিভরা মুখটা ভেসে উঠছিল। রবি-রেক্সের এ কী জাতীয় ভ্রান্তি। এক নিরীহ বৈজ্ঞানিকের মধ্যেও তিনি শত্রু দেখছেন। কোথাও কিছু নেই। আকাশ থেকে কাল্পনিক শত্রু নামিয়ে আনছেন। এ কী ধরনের মনোভাব।

"কী বলছিলেন যেন?" কানের কাছে ফের ফিসফিস, "বিজ্ঞানের ব্যাপারে সিরিয়াস, তাই না?"

লজ্জায়, রাগে, ক্ষোভে অধোবদন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ড. রবিনসন। যে পাপ তিনি ত্রিশ বছর পরে করবেন, সেই কাজের জন্য মনে মনে বারবার ক্ষমা চাইলেন। তাঁর ইচ্ছে করছিল, এখনই ফিলিপ বা শ্যারনের কাছে ছুটে যান। দু'হাত জোড় করে বলেন, "ক্ষমা করে দাও আমাকে। আমি ভুল করছি। ভুলের পর ভুল করছি। কিন্তু নিজেকে থামানোর উপায় জানা নেই আমার। আমায় ক্ষমা করো।"

"Power does not corrupt. Fear corrupts... Perhaps the fear of a loss of power."

কানের কাছে শব্দগুলো ভেসে এল। মি. রবিন্‌স বললেন, "আমি বলছি না। জন স্টেইনবেক বলেছেন।"

ড. রবিনসন, কিংবা রবি রেক্স কেউই জানতেন না যে আড়াল থেকে কেউ তাঁদের কথা শুনছে। তাঁদের কথা শেষ হওয়ামাত্রই একটা ছায়া গুঁড়ি মেরে চলে গেল দেওয়াল ঘেঁষে। তার চলন অনেকটা সরীসৃপের মতন। মেয়েলি পারফিউমের গন্ধ আর চুড়ির টুংটাং শব্দ ছিল তার অস্তিত্বের সাক্ষী। আর কেউ দেখল না তাকে।

তখন মধ্যরাত।

হাইটেক সিটি ঘুমন্ত। শুধু তার নিয়ন লাইটগুলোর আলো মাখনের মতো গলে গলে পড়ছে পথের ওপরে। এই মুহূর্তে রাস্তাটা পারদ রং ধরেছে। কোথাও চাঁদের আলোয় রুপোলি। কোথাও বা নিয়নের সোহাগে সোনালি। কাচের বিরাট বিরাট ইমারতগুলোর আলো নিভে গিয়েছে অনেক আগেই। ভাসমান ট্র্যাফিক লাইটগুলো অবশ্য এখনও জ্বলছে-নিভছে। কখনও সবুজ, কখনও হলুদ, কখনও বা লাল। ট্র্যাফিক বুথে বসে রোবো পুলিশ সদাজাগ্রত। গাড়িতে মাঝেমধ্যেই রাউন্ড দিচ্ছে। দু'পাশের চলমান ফুটপাথ এখনও

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

ধীরগতিতে চলছে। সকালের দিকে ভিড় হওয়ার কারণে চলমান ফুটপাথের স্পিড বেশি থাকে। কিন্তু এখন তার গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকটা যেন অলস শিশুর মতো গড়িমসি করতে করতে চলেছে।

তখনও রবি-রেক্স ড্রিম মাস্ক পরে শুয়েছিলেন। শুয়ে থাকতে থাকতেই আচমকা রেক্সের মনে হল, একটা লঘু পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন তিনি। কেউ এইমাত্র তাঁর ঘরে ঢুকল। পায়ের আওয়াজটা খুব হালকা। যেন কেউ খুব সন্তর্পণে হাঁটছে। পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে।

সেকেন্ডের ভগ্নাংশ নীরবতা। আর কিছু বোঝার আগেই একটা ঝটাপটির শব্দ। মেয়েলি গলায় কে যেন চিৎকার করে উঠল, "ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও আমায়। আমি ওকে খুন করব।"

রবি-রেক্স চটপট ড্রিম মাস্কটা খুলে ফেললেন। মাস্ক খুলে প্রথমেই অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না। তিনি তুড়ি মারতেই অটোম্যাটিক লাইট জ্বলে উঠল। সেই আলোয় যা দেখলেন, তাতে চক্ষু চড়কগাছ। শ্যারন কখন যেন ঘরে এসে ঢুকেছে। তার হাতে একটা বড়সড় ছুরি। সে তার নিজের বাবাকেই শেষ করে দিতে এসেছিল। কিন্তু কিছু করার আগেই কম্যান্ডার ইলেভেন চেপে ধরেছে ওকে। কম্যান্ডার ইলেভেন হয়তো তখন রবি-রেক্সের ঘরের সামনেই টহল মারছিল। সৌম্যর হামলার পর থেকেই সে আরও সজাগ হয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে একটা ছায়ামূর্তিকে রবি-রেক্সের ঘরে ঢুকতে দেখেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। চুপিসারে তাই সেও ঢুকে পড়েছিল ভেতরে। তার ছায়ামূর্তি রবি-রেক্সকে মারতে উদ্যত হতেই ধরে ফেলেছে তাকে। তার বাহুবন্ধনের মধ্যে তখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে শ্যারন। বারবার বলছে, "ছেড়ে দাও... ছেড়ে দাও ওকে আমি মারব। খুন করব।"

তিনি বিহ্বল, ব্যথিত গলায় বললেন, "শ্যা-র-ন।"

এই মুহূর্তে শ্যারনকে পুরো উন্মাদিনীর মতো লাগছিল। বিস্রস্ত চুলগুলো এসে পড়েছে ওর মুখের ওপর। চোখদুটো রক্তাভ। চিৎকার করে বলল, "তুমি মানুষ নও। তুমি জা-নো-য়া-র। ঘেন্না করি আমি তোমাকে। ঘেন্না করি।"

রবি-রেক্সের কণ্ঠে ব্যথা, "শ্যারন। আমি তোর বাবা।"

"বাবা!" শ্যারন যেন আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ল, "বাবা কাকে বলে বোঝো তুমি? কখনও বুঝতে দিয়েছ যে আমি তোমার সন্তান?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

অবহেলা... অবহেলা... আর অবহেলা। তুমি রোবট তৈরি করতে করতে নিজেই রোবট হয়ে গিয়েছ বাবা। সারাজীবন ধরে শুধু মেরেছ। সবাইকে মেরেছ। জীবনের মূল্য বোঝোনি। ডিক্টেটর হয়ে থাকতে থাকতে তুমি ভুলেও গিয়েছ যে তোমার একটা মেয়েও আছে।"

"শ্যারন।"

"তোমার জন্য আমার কোনও বন্ধু হয়নি। রবি-রেক্সের মেয়ের সঙ্গে কেউ বন্ধুত্ব করতে চায় না," অসম্ভব ক্ষোভ উগরে দিল শ্যারন, "আমি সারাজীবন একলা থেকে গিয়েছি। তোমার কখনও সময় হয়নি আমার খোঁজখবর নেওয়ার। আমি কেমন আছি, ভাল আছি কি না। আমার একবার পক্স হয়েছিল। আমি বিছানায় শুয়ে জ্বালায়, কষ্টে ছটফট করছিলাম। কিন্তু তুমি তখন নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আমার খবরটুকুও নাওনি। আর আজ নিজের পিতৃত্বের অধিকার চাইতে এসেছ।"

রবি-রেক্স অদ্ভুত বেদনার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। এ কোন রাস্তায় এসে পড়েছেন তিনি। আজ তাঁর প্রত্যেকটি আপনজন তাঁকেই খুন করতে চায়। কেউ তাঁকে ভালবাসে না। এতখানি ঘৃণা কবে তৈরি হল শ্যারনের মনে।

"তুমি সবাইকে রোবট পেয়েছ? কী ভাবো? আমি কিছু বুঝি না!" সে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, "তুমি ফিলিপের সমস্ত কাজ, আজীবনের পরিশ্রম দু'মিনিটেই পুড়িয়ে ফেললে! ফিলিপ তোমায় বিশ্বাস করে সমস্ত কাগজপত্র দিয়ে দিয়েছিল। আর তুমি? তুমি ওকে বন্দি করার কথা ভাবছ।"

এবার রবি রেক্সের চুপ করে থাকার পালা। শ্যারন ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, "আমি সব শুনেছি, সব দেখেছি। তোমাকে বাবা বলে ডাকতে আমার ঘেন্না হয়... ঘেন্না! আমি তোমার মেয়ে হয়ে বাঁচতে চাই না। বাঁচতে চাই না আমি। তোমায় যদি না মারতে পারি, তবে নিজেকেই মারব।"

বলতে বলতেই উন্মাদিনী ছুরি দিয়ে কেটে ফেলল নিজের হাতের শিরা। রবি-রেক্স হাঁ হাঁ করে উঠলেন। কম্যান্ডার ইলেভেন বাধা দিতে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই শ্যারন যা করার করে ফেলেছে। ফিনকি দিয়ে তার রক্ত এসে কম্যান্ডারের হাতে, বুকে, উর্দিতে লাগল।

"কম্যান্ডার ইলেভেন," রবি-রেক্স উত্তেজিতভাবেই বললেন, "ওকে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাও... ইমিডিয়েটলি... ইমিডিয়েটলি... কুইক।"

কম্যান্ডার ইলেভেন ওরফে ড. রবিনসন তখন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শ্যারনের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

দিকে তাকিয়েছিলেন। বাঁচাতে এসেছিলেন নিজেকে। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে বুঝি নিজের মেয়েটাকেই মেরে ফেললেন। নিজেকে বাঁচানোর মূল্য হিসেবে তাঁর হাতে নিজেরই কন্যাসন্তানের রক্ত লেগে গেল।

তিনি তখন মনে মনে ভাবছেন, 'কী করতে এসেছিলেন আর কী হয়ে গেল।'

॥ ১৩ ॥

"তোমার কি কখনও এ কথা
মনে হয়নি, আসলে মুখোশ
মোটেই বাইরের নয়। বরং ভিতরে
যাকে আমরা সত্যিকারের মুখ ভাবি
তেমন কিছুই মানুষের নেই।

চেষ্টা করো মুখোশ ছিঁড়তে:
তোমারই আঙুল বেঁকে যাবে, তবু
দৃশ্য বদলাবে না।"

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছিলেন রবি-রেক্স। দেখছিলেন এক বিরলকেশ বৃদ্ধকে। এমন এক বৃদ্ধ যার চোখে মায়া নেই, মমতা নেই। ক্রূরতা, হিংস্রতাকে সম্বল করে নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে এমন একটা মানুষ! দেখছিলেন আর ভাবছিলেন- কী করে এমনটা হল! আজ তাঁর সন্তানও তাঁকে শাপশাপান্ত করে গেল। কেন এমন হচ্ছে? তিনি কি ফিলিপের কাজকে স্বীকৃতি দিতে পারতেন না? খুব ক্ষতি হত কি তাকে সাহায্য করলে! কিন্তু পারলেন না। কেন পারলেন না? উদারতার অভাব! নাকি সবাই যা বলে সেটাই সত্যি! রাক্ষসের মুখোশ পরে সবাইকে ভয় দেখাতে দেখাতে আস্তে আস্তে রাক্ষসের মুখোশটাই মুখ হয়ে গিয়েছে।

তিনি নিজের মুখে হাত বোলালেন। মানুষের মসৃণ ত্বকের নীচে সত্যিই কি কাঁটাওয়ালা কোনও মুখ আছে? কবে এমন পালটে গেল মুখটা। একটু

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

যেন সবুজাভ দেখাচ্ছে না? ইতিহাসে, পুরাণে যেমন শয়তানের বর্ণনা দেওয়া হয়, অনেকটা তেমনই লাগছে কি? যে চোখ একসময় স্বপ্ন দেখত, সেই আজ অন্যের চোখের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে! কোথায় গিয়ে থামবেন তিনি? আদৌ কি থামতে পারবেন?

আপনমনেই মাথা নাড়লেন রবি-রেক্স। নাঃ, থামা যাবে না! থেমে গেলে যে মানুষগুলো তাঁকে মাথায় তুলে পুজো করছে, তারা নীচে ফেলে দিতে বেশি সময় নেবে না। তিনি রাক্ষস হতে পারেন, আস্তে আস্তে আরও বৃহত্তর রাক্ষস হতে পারেন, তাঁর আপনজনেরা তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু থামা অসম্ভব। তিনি হাইটেক সিটির ভগবান। তার পক্ষে কি সিংহাসন ত্যাগ করা সম্ভব?

"স্যার..."

তিনি পিছন ফিরে দেখলেন কম্যান্ডোর ইলেভেন কখন যেন তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকায় টের পাননি। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখটা পালটে গেল। চোখের নরম দৃষ্টিটা ফের কঠোর, ক্রূর হয়ে যায়। চোয়াল শক্ত।

"শ্যারন এখন কেমন আছে কম্যান্ডার?"

"ডাক্তারেরা দেখছেন। চিন্তার কিছু নেই।"

"চিন্তা অবশ্যই আছে কম্যান্ডার," তিনি আস্তে আস্তে বলেন, "শ্যারন আমায় খুন করতে চেয়েছিল। ব্যাপারটা খুব সুখকর নয়।"

কম্যান্ডার ইলেভেন ওরফে ড. রবিনসন চুপ করে থাকেন। ব্যাপারটা যে খুব সুখকর নয়, তা তাঁর চেয়ে ভাল আর কে জানে! প্রতিমুহূর্তে আত্মধিক্কারে ভুগতে হচ্ছে তাঁকে। রবি-রেক্সকে যত দেখছেন, ততই লজ্জা হচ্ছে! মি. রবিন্‌স বলেছিলেন, "আপনাকে ভাল মানুষ বলেই জেনেছি ডক্টর! কী হয়ে গেল আপনার, ম্যান? এখন আপনার মেয়েও আপনাকে খুন করতে চাইছে! কার কার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবেন?"

কুণ্ঠায় প্রায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিলেন ড. রবিনসন। কোনওমতে বললেন, "কী হয়ে গেল কী করে বলি? এখনও তো আমার সঙ্গে তেমন কিছু ঘটেনি।"

ঘটেনি ঠিকই। কিন্তু আজ শ্যারন যা বলে গেল তা তাঁকে চিন্তায় ফেলেছে। সত্যিই তো! রবি-রেক্সের দোষ কী! তিনি নিজেই তো কখনও

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

স্ত্রীকে বা অনাগত সন্তানকে তেমন গুরুত্ব দেননি। ফিউচারোস্কোপকে নিয়েই মেতেছিলেন। নিজের যথাসর্বস্ব তো ফিউচারোস্কোপের পিছনেই ঢেলে দিয়েছেন। একবারও তো স্ত্রীর কথা ভাবেননি! ভাবেননি নিজের পরিবারের কথা। ভাবেননি সব অর্থ ফিউচারোস্কোপের পিছনে ব্যয় করলে তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীর কী হবে! যে সন্তান এখনও পৃথিবীতে পা রাখেনি তার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার দায় বাবা হিসেবে তাঁর উপরই বর্তায়। তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেননি। আজ যদি শ্যারন রেক্সকে বলে, 'বাবা কাকে বলে বোঝো তুমি?'... তা হলে সে তিরস্কার একা রবি-রেক্সের জন্য নয়! সে ঘৃণা, ভর্ৎসনার অংশীদার ড. রবিনসনও। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে শ্যারন তাঁকে 'বাবা' বলে ডাকতে ঘেন্না পায়! রবি-রেক্সের মেয়ের পরিচয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুও তার কাছে অনেক বেশি কাম্য!

ড. রবিনসন মনে মনে ভাবছিলেন, এখান থেকে ২০১৬-তে ফিরে গিয়ে সব ত্রুটি সংশোধন করে নেবেন। মেয়েকে তুলে নেবেন বুকে! সবসময়ই তাকে ঘিরে-ঘিরে থাকবেন। কোনও আঁচটুকুও লাগতে দেবেন না আত্মজার গায়ে...!

"ওকে হাসপাতালেই নজরবন্দি করে রাখার ব্যবস্থা করো কম্যান্ডার," পাথরের মতো শাণিত কণ্ঠস্বরে বললেন রবি-রেক্স, "যেমন সৌম্যকে রেখেছ, তেমনই ডাব্‌ল সিকিয়োরিটি দিয়ে ওকে আপাতত হাসপাতালেই রাখো!"

ড. রবিনসনের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল! এই লোকটা শ্যারনকে বন্দি করতে চায়! শুধু তাই নয়, এর আগে সৌম্যকে বন্দি করেছে!

"সৌম্য...!"

"হ্যাঁ কম্যান্ডার," রবি-রেক্স ভীষণ ধীরে ধীরে বললেন, "তোমায় জানাইনি। কিন্তু সৌম্যও আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। ওকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একের পর এক ক্লোন তৈরি করে যাচ্ছি আমি, আর ও আমাকে খুন করতে চায়!"

ড. রবিনসন কী বলবেন ভেবে পেলেন না! এ কেমন মানুষ যাকে তার সমস্ত আপনজনই খুন করতে চায়! তিনি যদি ভুল না করে থাকেন, তবে ঈবরোও মনে করে রবি-রেক্সকে খুন করাই উচিত! সে রোবট! তাই নিয়ম অনুযায়ী নিজের হাতে খুনটা করতে পারবে না!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

অন্যমনস্ক ভাবেই বলে ফেললেন ড. রবিনসন, "আর কতজনকে বন্দি করবেন আপনি?"

"মানে?" ঘরে যেন সিংহগর্জন উঠল। ক্রুদ্ধ রবি-রেক্স গর্জন করে উঠলেন, "তুমি আমার কাছে কৈফিয়ত চাইছ ইলেভেন?"

ড. রবিনসন নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে মাথা নত করলেন, "আই অ্যাম সরি স্যার।"

কিছুক্ষণ তার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থেকে অবশেষে যেন একটু শান্ত হলেন রবি-রেক্স। আয়নার দিকে তাকিয়েছেন তিনি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "অবশ্য ভুল কিছুও বলোনি! সত্যিই তো! ওরা সবাই মিলে আমাকে খুন করতে চায়! যেন দুনিয়ায় একমাত্র আমিই ঘৃণিত প্রাণী!"

এই কথার উত্তরে কী বলা উচিত বুঝতে না পেরে ড. রবিনসন চুপ করেই থাকলেন। রবি-রেক্স আপন মনেই বললেন, "অথচ আমি খারাপ কাজটা কী করেছি! একসময় আমিও তো সাধারণ ভোলাভালা মানুষই ছিলাম! যাকে বলে টিপিক্যাল ভাল মানুষ, আমিও তো তাই ছিলাম!"

মাথা ঝাঁকালেন ড. রবিনসন। রবি-রেক্স যে একসময় ভোলাভালা ছিলেন সে কথা তাঁর চেয়ে ভাল আর কে-ই বা জানে!

"তখন বুঝতাম না। পরে বুঝলাম 'ভাল মানুষ' হওয়া আসলে একধরনের অভিশাপ। লোকে 'ভাল মানুষ'কে বোকা ভাবে! তার থেকে খালি নিয়েই যায়! কিছুই দেয় না! জীবন আমায় আমার ভালমানুষির বদলে কিছুই দেয়নি কম্যান্ডার। বরং বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি পদে পদে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি, হোঁচট খেয়েছি। আজ যে মানুষগুলো আমায় দেখে 'হেঁ হেঁ' করে হাত কচলায়— বড় আসনটা দেয়, তারাই একসময় ফিউচারোস্কোপকে 'জ্যোতিষী কম্পিউটার' বলে হ্যাটা করেছে। ঘুষ চেয়েছে আমার কাছে। তাদের কাছে দরবার করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি। কিন্তু তারা আমায় কুকুর-বেড়ালের মতো তাড়িয়ে দিয়েছে," রবি-রেক্সের গলায় অন্তহীন জ্বালা, "আজ সেই সব লোকগুলো আমার পায়ের তলায়। ওদের নিয়তি আমার হাতে! আমি ওদের কাছে ঈশ্বর!"

"স্যার!"

"এই জায়গায় আসতে আমায় অনেক কষ্ট করতে হয়েছে কম্যান্ডার! আমারও জেদ ধরে গিয়েছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এত উঁচুতে উঠব

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

যাতে ঈশ্বর বলেও কেউ যদি থাকেন, তবে তিনিও যেন আমায় ভয় পান..."

একটু থামলেন রবি-রেক্স। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন ড. রবিনসন! এই তো! রবি-রেক্সের মধ্যে আজও কোথাও রবিনসন রয়ে গিয়েছেন। একচিলতে হলেও সেই মানুষটা অবচেতনে এখনও উপস্থিত।

"আর দুনিয়ার নিয়ম- উঁচুতে উঠতে হলে দু'রকমের কাজ করতে হয়। খুব ভাল কাজ, আর খুব খারাপ কাজ। আমি দুটোই করেছি— কী অন্যায় করেছি কম্যান্ডার? আজ আমার নিজের সন্তানই আমায় মারতে চায়— শুধু তার প্রেমিকের ফিউচার বরবাদ করেছি বলে! কিন্তু এই অবধি পৌঁছোতে আমি যে কতজনের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছি, কতজনের ফিউচার পালটেছি, তা কি সে জানে? জানার প্রয়োজন বোধ করেছে? তাকে দুনিয়ার আরাম দিয়েছি... সমস্ত বিলাসিতা তার হাতের মুঠোয়... রবি-রেক্সের মেয়ে বলে সবাই তাকে ভয় পায়, সম্ভ্রম করে— কেন কখনও জানতে চেয়েছে?"

ড. রবিনসন বিড়বিড় করলেন, "ভয়ের চেয়ে ভালবাসা অনেক বেশি শক্তিশালী স্যার! শ্যারন ভয় চায় না। ভালবাসা চায়।"

"জানি," রবি-রেক্স আয়নায় নিজের মুখটা দেখতে দেখতেই বললেন, "একটা সত্যি কথা বলবে কম্যান্ডার?"

"বলুন স্যার।"

"আমাকে কেমন লাগছে?"

প্রশ্নটার কী উত্তর দেবেন বুঝে পেলেন না ড. রবিনসন! রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "স্যার!"

"আই নো...আই নো...," রবি-রেক্স হাসছেন, "প্রশ্নটা একটু অকওয়ার্ড! কিন্তু ঠিক করে বলো তো, আমার মুখের রংটা কি পালটে গিয়েছে?"

"নো স্যার! কেন?"

"কেন জানি না কয়েকদিন যাবৎ মনে হচ্ছে আমার মুখটা একটু গ্রিনিশ লাগছে," রবি-রেক্স ফিরলেন কম্যান্ডারের দিকে, "তোমার লাগছে না?"

"নো স্যার!"

"বেশ, তবে..." কিছু একটা বলতে গিয়েও থমকে গেলেন রবি-রেক্স। বাইরে থেকে প্রচণ্ড গোলমালের আওয়াজ ভেসে আসছে! চির শান্ত, স্থির

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

হাইটেক সিটি যেন শোরগোলে আর ফায়ারিং-এর আওয়াজে কেঁপে উঠল। কখনও থান্ডার গানের কড়কড়, কখনও লেজ়ার রাইফেলের ধমকে-ধমকে ওঠা!

"কী হল!" বিহ্বল চোখে তাকালেন রবি-রেক্স, "কম্যান্ডার? এখন অসময়ে ফায়ারিং হচ্ছে কেন? অপারেশন তো কাল বেলা এগারোটায় হওয়ার কথা। তাই না?"

ড. রবিনসন কিছু বলতেই যাচ্ছিলেন। তার আগেই টেলিপোর্টার লাইট এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। সুড়ঙ্গের উলটোদিক থেকে একজন ক্লোন এসে লাফিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে, "স্যার!"

"কী হয়েছে?" উদ্বিগ্ন রবি-রেক্স জানতে চাইলেন।

"বস্তিবাসীরা খেপে গিয়েছে স্যার," ক্লোনটি এক নিশ্বাসে বলে গেল, "ওরা বুল রোবট, ডেস্ট্রয়ারদের ওপর হোসপাইপ দিয়ে জল ঢালছে! রোবটগুলো ওয়াটার ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে স্যার! সব একসঙ্গে ম্যালফাংশন করছে! এখন ওদের বাধা দেওয়ার জন্য রোবো-পুলিশ ও আর্মি নেমেছে! কিন্তু কিছুতেই ওদের থামানো যাচ্ছে না! দা-কুড়ুল, বঁটি দিয়ে ধরে ধরে রোবটদের দু'খণ্ড করে দিচ্ছে! ওরা কাচের বিল্ডিং, হাউজ়িংগুলোতে ঢুকে সব ভাঙছে! দোকান-পাট ভেঙে লুট করছে স্যার! ক্লোন আর্মি সাহস পাচ্ছে না এগোতে!"

"সাহস পাচ্ছে না?" তিনি বিস্মিত, "কেন?"

"ওরা সশস্ত্র স্যার! ওদের হাতের দা-কুড়ুল-বঁটিতে এখনও পর্যন্ত দু'জন ক্লোন মারা গিয়েছে। তিনজন আহত!"

"দা-কুড়ুল-বঁটি! ড্যামশিট!" চিৎকার করে উঠলেন রবি-রেক্স, "তোমাদের হাতে থান্ডার গান আছে, লেজ়ার সোর্ড, লেজ়ার রাইফেল আছে! সেগুলো কি ফর শো? অপদার্থের দল!" বলতে বলতেই ড. রবিনসনের দিকে তাকালেন তিনি। তাঁর মুখটা ফের পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠেছে, "ওরা যুদ্ধ করতে চায়? অল রাইট! যুদ্ধ হবে! এবার ওয়াটারপ্রুফ রোবট-আর্মি নামাও ইলেভেন। আমিও দেখব ওরা কতদূর যেতে পারে। রোবট ল্যাবে চলে যাও! ইমিডিয়েটলি! একজন বিদ্রোহীও যেন না বাঁচে!"

"ওকে স্যার।" মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন ড. রবিনসন, ওরফে কম্যান্ডার ইলেভেন।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

রবি-রেক্সের কপালে তখন গভীর ভাঁজ! রোবটের ওপরে জল ঢালছে ওরা! তিনি বুঝতে পেরেছেন, এ বুদ্ধি আর যারই হোক, ওই অশিক্ষিত বস্তিবাসীগুলোর নয়! তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "সৌম্য।"

হাইটেক সিটিতে তখন ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছিল!

একটা ভিড় ভেঙে পড়েছে রাস্তার ওপর! দোকানপাট ভেঙে চুরমার করছে ওরা! চিৎকার করে বলছে, "যদি আমাদের এখানে থাকার অধিকার না থাকে, তবে কাউকেই শান্তিতে থাকতে দেব না!" পাগলের মতো উদ্যত রাম-দা, কুড়ুল নিয়ে তেড়ে যাচ্ছে রোবটবাহিনীর দিকে। কখনও কোপ মেরে, কেটে দু'টুকরো করছে। কখনও হোসপাইপে করে জল ঢালছে! রোবট আর্মি ছত্রভঙ্গ! তারা জানত না যে রাম-দা, বঁটিও একধরনের অস্ত্র! ফলস্বরূপ কিছু বোঝার আগেই দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে অনেকে! রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে আক্রান্ত রোবটদের দেহাংশ! কোনও রোবটের মুন্ডু উড়ে গিয়েছে দা-এর এক কোপে! কিন্তু গোটা দেহটা এখনও ধড়ফড়িয়ে যাচ্ছে! কারও দেহে শর্টসার্কিট হয়ে গিয়ে আগুন ধরে গিয়েছে। বাকিরা কী করবে বুঝতে পারছে না! নষ্ট হয়ে যাওয়া রোবটের হাত থেকে লেজার রাইফেল, লেজার তরোয়ালও কেড়ে নিয়েছে আক্রমণকারীরা! এখন ওদের অস্ত্র দিয়েই ওদের জব্দ করছে!

কিন্তু যুদ্ধ যত প্রলম্বিত হচ্ছে, ততই যেন কাঁটাটা উলটোদিকে ঝুঁকে পড়ছে। এতক্ষণ রোবটগুলোকে জল দিয়ে ঘায়েল করা যাচ্ছিল। কিন্তু এখন একটা নতুন ধরনের রোবট মাঠে নেমে পড়েছে। জল দিয়েও ওদের আটকানো যাচ্ছে না! কত রোবট আছে রবি-রেক্সের কাছে? রক্তবীজের বংশধরের মতো ক্রমাগতই ওদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। একটাকে ধ্বংস করলে আরও পাঁচটা এসে ঘিরে ধরছে! কতক্ষণ চলবে এই অসম লড়াই! ওয়াটারপ্রুফ রোবটরা মাঠে নামার পরেই দৃশ্যটা পালটে গেল! ওদের জল দিয়ে নষ্ট করা যাচ্ছে না! বরং ক্রমাগত বিধ্বংসী হয়ে উঠছে রোবট সেনা!

এর থেকে কিছু দূরেই নিজের ক্লোনবাহিনীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন রবি-রেক্স! অবাক চোখে দেখছিলেন এই অসম যুদ্ধ! তাঁর কপালে গভীর ভাঁজ। চোখে দুশ্চিন্তা!

যুদ্ধের ফলাফল কী হবে তা তিনি ভালই জানেন। তা নিয়ে চিন্তা নেই।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

বুভুক্ষু লোকগুলো বেশিক্ষণ আর্মির সামনে টিকতে পারবে না! কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল, লোকগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে যে রবি-রেক্সের রোবটবাহিনীকে হারানো যায়! কতগুলো কুড়ুল-দা-কাটারি সম্বল করে কিছু মানুষ যদি এভাবে রবি-রেক্সকে নাস্তানাবুদ করতে পারে, তবে আর একটু চেষ্টা করলেই তাঁকে হারানোও সম্ভব! প্রতিবাদী উদ্বাস্তুরা যদি এই ঘটনার কথা জানতে পারে তবে হয়তো আরও ব্যাপকভাবে আক্রমণ করবে!

রবি-রেক্স মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন! এসব কী হচ্ছে! হাইটেক সিটির ঈশ্বর তিনি! হাইটেক সিটি তাঁর মুঠোর মধ্যে। এখানে তাঁর অনুমতি ছাড়া একটা গাছের পাতাও খসে পড়ে না! অথচ এই ভুখা-নাঙ্গা মানুষগুলো তাঁর আদেশ মানছে না! তাঁর কথা শুনছে না! সর্বোপরি ভয় পাচ্ছে না! ওদের এই নির্ভীকতা খুব ভাল লক্ষণ নয়!

এতক্ষণ যুদ্ধটা মানুষ-রোবটেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন রবি-রেক্স এর মধ্যে এসে দাঁড়াতেই তাঁকে দেখতে পেল লোকজন। রে রে করে হাতে কাটারি নিয়ে একটা মানুষের ভিড় এদিকেই ছুটে এল! এক শতচ্ছিন্ন পোশাক পরা যুবক চিৎকার করে বলল, "আজ তোকে দু'টুকরো করবই শালা! তুই আমার দিদিকে মেরেছিস, আমার জামাইবাবুকে মেরেছিস! আজ আমার হাত থেকে তোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না!"

তার পিছনের ভিড়টা হইহই করে ওঠে। তারাও রবি-রেক্সের রক্তদর্শন করতে চায়! কম্যান্ডার ইলেভেন, ওরফে ড. রবিনসন সভয়ে দেখলেন একটা ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত মানুষের দল ছুটে আসছে এদিকেই।

মাথার ওপরে সুদর্শন চক্রের মতো ভাসছিল জেনারেল ড্রোন। রবি-রেক্স আলতো স্বরে নির্দেশ দিলেন, "ফায়ার!"

মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয়ে গেল গুলিবৃষ্টি! যারা অস্ত্র হাতে এদিকেই ছুটে আসছিল, তারা একের পর এক ধপাধপ পড়তে শুরু করেছে! কিন্তু ওদের মনে যেন কোনও ভয় নেই! সঙ্গীদের মৃত্যু দেখেও পিছপা হচ্ছে না! বরং ক্রমশই যেন কাছে এসে পড়ছে! যেন ঠিকই করে নিয়েছে রবি-রেক্সকে যে করেই হোক হত্যা করবে!

"কম্যান্ডার! থান্ডার গান!"

ড. রবিনসন বিমূঢ়ের মতো বের করে আনলেন থান্ডার গান।

"ফায়ার!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

লোকগুলো ক্রমাগতই এগিয়ে আসছে এদিকে! ছুটতে ছুটতে পড়তে পড়তে আসছে! ওদের হাতের ধারালো অস্ত্রগুলোর দিকে সভয়ে তাকালেন তিনি। কিছু করার আগেই সাঁই করে একটা ছুরি বেরিয়ে গেল তাঁর কান ঘেঁষে! একটা দা এসে বিঁধে গেল এক ক্লোনের বুকে! অস্ত্রটা আর কয়েক ইঞ্চি বাঁয়ে ঘেঁষে এলেই রবি-রেক্সের গায়ে লাগত! সর্বনাশ! ওরা অস্ত্র ছুড়ে মারছে রবি-রেক্সকে লক্ষ্য করে! রবি-রেক্সকে বাঁচানোর একটাই উপায়...!

তিনি কিছু না বুঝেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো থান্ডার গানের ট্রিগার চেপে ধরলেন। বাকিরাও তখন কম্যান্ডারকে দেখে ওদের তাক করে থান্ডার গান ফায়ার করল!

একটা প্রচণ্ড আওয়াজ! ড. রবিনসনের মনে হল তাঁর চোখ আলোর ঝলসানিতে ধাঁধিয়ে গেল। লোকগুলোর আর্তনাদে এক মুহূর্তের জন্য মনে হল কানটা ফেটে যাবে বুঝি! একটা বিদ্যুতের রেখা ঘিরে আছে আক্রমণকারীদের। আগ্রাসী আগুনের গোলা ঝলসে উঠছে ভলকে ভলকে। তার মধ্যে লোকগুলো থরথর করে কাঁপছে! কয়েক সেকেন্ডই চিৎকার করতে পেরেছিল। পরক্ষণেই চুপ করে গেছে! মুহূর্তের মধ্যে কতগুলো তরুণ-যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ পুড়ে ঝুড়ে একসা হয়ে গেল। থান্ডার গানের ফায়ারিং বন্ধ হতেই দেখা গেল প্রতিবাদীরা আর কেউ নেই! সেখানে শুধু নরকঙ্কাল আর কিছু ছাই পড়ে আছে।

"ইউ নো কম্যান্ডার," ভীষণ শান্ত, নির্লিপ্তভাবে বললেন রবি-রেক্স, যেন কিছুই ঘটেনি, "আমি ব্যক্তিগতভাবে এই অস্ত্রটাকে বিশেষ পছন্দ করি। অন্য ওয়েপনগুলোয় রক্তপাত হয়। রক্ত আমার আবার ভীষণ অপছন্দ! এটাতে সেসব কিছুই হয় না! রক্তপাতের কোনও চান্সই নেই! আই লভ দিস ক্রিয়েশন," বলতে বলতেই তার পিঠ চাপড়ে দিলেন, "গুড জব।"

ড. রবিনসন টের পেলেন তাঁর কানের কাছে মি. রবিন্‌স ফিসফিসিয়ে বললেন, "কনগ্র্যাচুলেশন। আপনি নিজের প্রাণ বাঁচাতে পেরেছেন।"

তিনি তখন হতভম্ব হয়ে ভাবছিলেন, যে লোকগুলো তাঁর কোনও ক্ষতি করেনি, যাদের এখনও চেনেন না, রবি-রেক্সকে বাঁচাতে গিয়ে তাদেরই শেষ করে ফেললেন! কতগুলো মানুষ খুন হয়ে গেল তাঁর হাতে! চোখ বুজলেন ড. রবিনসন। তাঁর চোখের কোল বেয়ে উষ্ণ জলের বিন্দু গড়িয়ে পড়ল। মনে মনে বললেন, "ক্ষমা করো! ফরগিভ মি...।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"...কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র। তুই তোর জরার হাতে কঠিন বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে নামলে সমুদ্র সরে যাবে।

শীতল সরে যাবে।

মৃত্যু সরে যাবে।

তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকব, অন্ধকার হব।

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।"

॥ ১৪ ॥

টবরো প্রাসাদে বসে সব টের পাচ্ছিল।

সে জানত এই যুদ্ধের ফলাফল কী হবে। সে এও জানত সৌম্য স্যার কোথায় পালিয়ে গিয়েছেন। সৌম্য স্যার প্রতিবাদকেই নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে ফেলেছেন। যাওয়ার আগে বলে গিয়েছেন, "টবরো, একমাত্র তুই-ই জানলি আমি কী করছি, কোথায় যাচ্ছি। রবি মোটেই বোকা নয়! ও ঠিক ধরবে। তুই কিন্তু কিছুতেই ফাঁস করবি না!"

টবরো মাথা নেড়েছিল। সে মানুষ নয়, রোবট। তাই তার টর্চারের ভয় নেই। বাকিরা রবি-রেক্সকে যমের মতো ভয় পায়। সে পায় না! ভয় পাওয়ার কথাও নয়। কী হবে? বড়জোর তাকে ভেঙে ফেলা হবে। সে মানুষ নয় যে মৃত্যুকে ভয় পাবে।

টবরো বলেছিল, "এসব করে কি আদৌ কিছু লাভ হবে?"

"জানি না টবরো," সৌম্যদীপ চিন্তিত স্বরে বললেন, "আগের অভিজ্ঞতাগুলো থেকে বলতে পারি যে আমার আয়ু আর বড়জোর পনেরো দিন। পনেরো দিন পরে আবার জন্ম নেবে সৌম্য সাত। কিন্তু এই জন্মে যদি কিছু করে যেতে পারি, তবে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় পাওনা। তাই যতটুকু পারি প্রাণপণ চেষ্টা করব।"

"ঠিক আছে স্যার," টবরো বলল, "চিন্তা করবেন না। আপনার গোপনীয়তা বজায় থাকবে।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

সে আর কথা বাড়ায়নি। টেলিপোর্টার টর্চের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার গন্তব্যে। বেশি প্রশ্ন করা তার স্বভাব নয়। তাই সৌম্যকে খোঁচায়নি। উলটে নিজের মেমোরি থেকে সব কথাবার্তা ডিলিট করে দিয়েছিল। রবি-রেক্স চাইলেও সে তথ্য উদ্ধার করতে পারবেন না।

টবরো বসেছিল রবি-রেক্সের নিজস্ব পাওয়ার রুমে। এ ঘরটাও সম্পূর্ণ কাচের। এর নীচের তলায় কে কী করছে স্পষ্ট দেখা যায়। এই পাওয়ার রুমেই রয়েছে মাদার কম্পিউটার। এই মাদার কম্পিউটারই আসলে রবি-রেক্সের ক্ষমতার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। এই কম্পিউটারটাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। সমস্ত রোবট ওয়ারিয়র, বুল রোবটদের প্রোগ্র্যামিং করাই মাদার কম্পিউটারের কাজ। কিন্তু কোনও মানুষ এর নাগাল পাবে না! কম্পিউটারকে ঘিরে আছে উজ্জ্বল সবুজাভ বার্নিং জেল। একটা বিশেষ রাসায়নিক যেটা একটা প্রলেপের মতো ছড়িয়ে আছে স্ক্রিয়ারে। দেখতে অনেকটা জেলির মতো। মাদার কম্পিউটার অবধি পৌঁছোতে গেলে বার্নিং জেলকে ভেদ করে ভিতরে ঢুকতে হবে। কিন্তু বার্নিং জেলকে কোনও মানুষ তো নয়ই, কোনও রোবটও ভেদ করতে পারবে না! এই বিশেষ ধরনের রাসায়নিক একমাত্র রোডিয়াম ছাড়া সবরকম ধাতুকে পুড়িয়ে দিতে পারে। মানুষ এর সংস্পর্শে এলে মাত্র দশ সেকেন্ডেই ছাই হয়ে যায়। এমনকী রোবটরাও যদি ভুল করে চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়ে তবে বার্নিং জেল তাকে গলিয়ে দেবে। মাদার কম্পিউটার রবি-রেক্সের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাকে রবি-রেক্স রেখেছেন সমস্ত ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। তিনি নিজে মাদার কম্পিউটারকে বাইরে থেকেই অটোম্যাটিক কি-বোর্ডের মাধ্যমে অপারেট করেন। আর কেউ এর ধারে কাছে ঘেঁষে না!

টবরো উৎকর্ণ হয়ে বাইরের শব্দ শুনছিল। একটু আগেও মানুষের চেঁচামেচিতে ভরে গিয়েছিল হাইটেক সিটি। লেজার রাইফেল, থান্ডার গানের ধমক এখান থেকেও শোনা যাচ্ছিল। এখন আবার সব চুপ। হয়তো যে হতভাগ্যরা ক্ষীণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল, তারা সব শেষ হয়ে গিয়েছে। রবি-রেক্সের রোবট আর্মি কখনও হারেনি। হয়তো কখনও হারবে না!

সৌম্য স্যার কিন্তু অন্যরকম কথা বলতেন। বলতেন, "মানুষের খিদে যখন সহ্যশক্তির বাইরে চলে যায়, তখনই তারা রুখে দাঁড়ায়। যুগে যুগে, কালে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

কালে মানুষ খিদের জন্য লড়ছে! পেটের দায় বড় দায় টবরো। যার পেটে খিদের কামড়- তার সামনে কে-ই বা রবি-রেক্স, কোথায়ই বা রোবট আর্মি," বলতে বলতেই উদাত্ত স্বরে বলে উঠলেন,

"পেটের আগুন খিদে
হাঁটতে শিখছে।
লাল রক্ত খিদে
পৃথিবী দেখছে!
হাত দুটি তার খিদে
কেবল বলে: 'দে!'
পা দুটি তার খিদে
পৃথিবী গিলছে।"

টবরো অবাক হয়েছিল। খিদে কী বস্তু তার জানা নেই। কিন্তু সৌম্য স্যার গল্প করেছিলেন যে অনেক বড় বড় মানুষ, তথা ডিক্টেটরকে হারিয়ে দিয়েছে খিদের লড়াই। বলেছিলেন ষোড়শ লুইয়ের কথা। বাস্তিল দুর্গ পতনের অনেকগুলো কারণের মধ্যে খিদে অন্যতম! বুভুক্ষু মানুষগুলো সেদিন শেষ করে দিয়েছিল এক অত্যাচারী, ক্ষমতাশালী রাজার রাজপাট।

"যখন বাইরে ক্ষুধার্ত লোকগুলো শোরগোল করছিল তখন রানি মারী আতেয়ানেৎ জিজ্ঞেসা করেছিলেন, 'ওরা চেঁচাচ্ছে কেন?' কেউ রানিকে বলেছিল, 'কুইন, ওরা রুটির জন্য চেঁচাচ্ছে। রুটি খেতে পাচ্ছে না তাই এসব করছে'। রানি অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'রুটির জন্য! রুটি খেতে পাচ্ছে না তো কেক খেলেই পারে।'" বলতে বলতে সৌম্য হেসে ফেলেছিলেন, "আমরা, ওপরতলার মানুষেরা জানি না খিদে কী জিনিস! তাই ক্ষুধার্তদের আমরা অবজ্ঞা করি। কিন্তু খিদের শক্তি যে অবজ্ঞা করার মতো নয়, তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন রানি ও রাজা ষোড়শ লুই। খিদে গিলোটিনের চেয়েও ভয়ংকর।"

টবরো ভাবে। ভাবতেই থাকে। যে বুভুক্ষু লোকগুলো হাইটেক সিটির বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডায়, ভীষণ ক্ষুধায় মরছে, তারাও কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে? সে যদি পারত তবে হয়তো ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াত। কিন্তু সে পারে না!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

রোবট হওয়ার দরুন তার কর্তব্য রবি-রেক্সের পাশে থাকা। রবি-রেক্স তার স্রষ্টা। রোবোটিক্সের তিন সূত্র অনুযায়ী তাকে আজীবন রবি-রেক্সের কথাই শুনে চলতে হবে! টবরোর ভীষণ আফশোস হয়! যদি সে রোবট না হয়ে মানুষ হত! যদি সে জানত খিদে কাকে বলে...! যদি সে জানত তার জীবনের উদ্দেশ্য কী!

এমনিতে রোবট মহলে টবরোর জাত খুব উঁচু নয়। সে সেকেন্ড জেনারেশনের রোবট। ফিফ্থ জেনারেশনের রোবটেরা তাকে বিশেষ পাত্তা দেয় না। আড়ালে বলে 'রবি-রেক্সের চাকর রোবট'! সামনাসামনি দেখা হলে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে চলে যায়। এমন করে যেন টবরো অচ্ছুত গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

টবরো দীর্ঘশ্বাস ফেলে! সত্যিই তো! ওরা ওয়ারিয়র রোবট। রবি-রেক্সের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়ায়। ওদের ভারী ভারী লৌহকঠিন পেশল চেহারা! হাঁটাচলায় ঔদ্ধত্য ফুটে ওঠে। রবি-রেক্সের ওদের ছাড়া চলে না! আগে টবরোর সঙ্গে যেটুকু সময় কাটাতেন, এখন কাটান না। সব সময়ই রোবট-ওয়ারিয়ররা রেক্সকে ঘিরে রেখেছে! এখন রবি-রেক্স যে বিন্দুতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেখানে টবরো কোথায়? টবরো তো এও জানে না যে ও ঠিক কী করতে আছে! ও ওদের মতো সুদর্শন নয়। ওদের মতো ওয়েল প্রোগ্র্যাম্ড নয়। তার মতো রোগা পটকা গড়নের চেহারার একটা রোবট কীজন্য এতবছর ধরে রেক্সের পাশে পাশে আছে, তা আজও বুঝল না!

"টবরো! ট-ব-রো-ও-ও!"

রবি-রেক্সের ক্রুদ্ধ স্বর শুনে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল টবরো। রবি-রেক্স তার খোঁজ করছেন কেন? তবে কি গোটা ব্যাপারটাই জানতে পেরেছেন!

"ইয়েস স্যার!"

রবি-রেক্স উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ স্বরে জানতে চাইলেন, "সৌম্য কোথায়?"

টবরো মিথ্যে কথা বলতে পারে না। তাই মাথা হেঁট করে নীরব থাকল।

"সৌম্য হাসপাতালে নেই!" রাগে উত্তেজনায় কাঁপছেন রবি-রেক্স, "বাইরে রোবট প্রহরী সবসময়ই মোতায়েন ছিল। কড়া পাহারা ছিল ওর ঘরের সামনে। সেখান থেকে ও কোথায় গেল বলতে পারিস? একমাত্র তুই ওর সঙ্গে লাস্ট দেখা করতে গিয়েছিলি।"

টবরোর চোখ পড়ল রেক্সের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কম্যান্ডার ইলেভেনের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

দিকে। কম্যান্ডারকে আজ এরকম পাংশু লাগছে কেন? প্রতিবার যুদ্ধজয়ের পর তার মুখে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব ঝলমল করে। আজ তবে এমন বিষণ্ণ মনে হচ্ছে কেন? লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে ওর দেহে একফোঁটা রক্তও নেই! টবরোর সন্দেহ হয়। এই লোকটা কম্যান্ডার ইলেভেনই তো?

"তোরা কী ভাবিস? অ্যাম আই আ ফুল? কিছু বুঝতে পারি না!" রবি-রেক্স গর্জন করে উঠলেন, "কী ভেবেছিস তোরা? এইভাবে সবাই মিলে ওদের খেপিয়ে তুলে আমায় জব্দ করবি!" তাঁর তর্জনী ছোবল মারার ভঙ্গিতে উঠল তার দিকে, "তোরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে কন্সপিরেসি করছিস? ষড়যন্ত্র! কী ভেবেছিস? আমি কিচ্ছু জানতে পারব না?"

টবরো একটি শব্দও উচ্চারণ করল না! সে তখনও রবি-রেক্সের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কম্যান্ডার ইলেভেনকে দেখে চলেছে। আজ ওকে অন্যরকম লাগছে কেন?

"কেউ আমাকে জব্দ করতে পারবে না! কেউ হারাতে পারবে না। যারা ভেবেছিল জেহাদ করে আমার সর্বনাশ করবে, তাদের সবাইকে মেরে ফেলেছি আমি! আর কিছু পালিয়ে গিয়েছে! কাপুরুষের দল! ব্লাডি বাস্টার্ডস!"

টবরো শান্ত নিস্পৃহ স্বরে বলল, "স্যার, আপনি অপশব্দ বলছেন।"

"কেউ আমাকে হারাতে পারবে না," ভীষণ রাগে দাঁত পিষতে পিষতে বললেন তিনি, "তোরাও না! তোদের ছেড়ে রেখেছি বলে আমায় দুর্বল ভাবিস? ঠিক আছে! আমিও দেখে নেব," বলতে বলতেই তিনি কম্যান্ডারের দিকে তাকালেন, "ওকে বন্দি করো কম্যান্ডার! আপাতত যতক্ষণ না আমি ওর সব মেমোরি চেক করে দেখছি, ততক্ষণ আটকে রাখো। তারপর প্রয়োজন পড়লে ওকে ডিসম্যান্টল করে দেব।"

রবি-রেক্সের কথা শুনে যেন কেঁপে উঠলেন কম্যান্ডার ইলেভেন ওরফে ড. রবিনসন! বলে কী লোকটা! টবরোকে শেষ করে দেবে! তাঁর এতদিনের সঙ্গীকেও ছেড়ে কথা বলবে না! লোকটা কি পাগল? না ওর মাথায় খুন চেপে গিয়েছে!

"কিন্তু স্যার!"

আর কিছু বলার আগেই রবি-রেক্স বলে উঠলেন, "এটা আমার অর্ডার কম্যান্ডার! এখানে ইফ, বাট-এর জায়গা নেই।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"ওকে স্যার," মাথা নিচু করে রেক্সের চোখের থেকে চোখ লুকিয়ে বললেন ড. রবিনসন, "অ্যাফার্মেটিভ!"

"আর সারা শহর তন্নতন্ন করে খোঁজো। দরকার পড়লে ফ্লাইং কাম ছেড়ে দাও শহরে আর শহরের বাইরে ওই উদ্বাস্তু পট্টিতে! যে করেই হোক খুঁজে বের করো সৌমা ছয়-কে। ও ক্রমাগতই আমাদের পক্ষে থ্রেট হয়ে উঠছে! দেখতে পেলেই বন্দি করার দরকার নেই। রোবো পুলিশকে শুট অ্যাট সাইটের নির্দেশ দাও!"

এবার আর থাকতে না পেরে কম্যান্ডার ইলেভেন বলে ওঠেন, "সৌম্যদীপকে শুট অ্যাট সাইট! স্যার, উনি আপনার বন্ধু!"

"কেউ আমার বন্ধু নয়," তীব্র ধমক দিয়ে বললেন রবি-রেক্স, "যে-ই আমার বিরুদ্ধে যাবে, তাকেই শেষ করে দেব! আর সৌমার জন্য যদি তোমার অত দরদ থাকে তবে ক্লোন রুম থেকে আর একটা সৌমার ক্লোন বের করে তোমাকে গিফট করব কম্যান্ডার! কিন্তু এই মুহূর্তে কাউকেই চাই না আমার! বিদ্রোহী হলে কাউকে ছেড়ে কথা বলব না। আর আজ থেকে আমার সিকিয়োরিটি আরও বাড়িয়ে দাও! ঘরেই যখন শত্রু বসে আছে, তখন বাইরের শত্রুর আর দরকার কী!"

টবরো তখনও কম্যান্ডারের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। এই লোকটা আর যে-ই হোক কম্যান্ডার ইলেভেন নয়! রেক্স কি অন্ধ হয়ে গিয়েছেন? নয়তো এত বড় পার্থক্যটা বুঝতে পারছেন না! এই লোকটার চোখই বলছে ও কম্যান্ডার ইলেভেনের মতো নিষ্ঠুর হতেই পারে না! তা ছাড়া ওর চোখ দুটোও চেনা-চেনা ঠেকছে! এই চোখ ভুলতে পারে না টবরো! ত্রিশ বছর আগে রবি-রেক্সের চোখ অবিকল এমনই ছিল। অনেক দিন, অনেক বছর সুখে-দুঃখে এই চোখের সঙ্গে ঘর করেছে সে। এত সহজে ভুল হবে তার?

"ওকে বন্দি করো কম্যান্ডার। নিয়ে চলে যাও," রবি-রেক্স একটু থেমে বললেন, "আর আমাকে একটু একা থাকতে দাও! এই মুহূর্তে আর কিছু ভাল লাগছে না!"

"ওকে স্যার!"

আর কথা না বাড়িয়ে টবরোকে নিয়ে চলে গেলেন ড. রবিনসন, ওরফে কম্যান্ডার ইলেভেন।

রবি-রেক্স সেদিকে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থাকলেন। ততক্ষণ

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

তাকিয়ে থাকলেন, যতক্ষণ না ওরা তাঁর দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যায়! টবরো দৃষ্টিপথের বাইরে মিলিয়ে যেতেই তাঁর বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এতক্ষণের ক্রূরতা মিলিয়ে গিয়ে অদ্ভুত একটা বেদনা ছাপ ফেলল তাঁর মুখে! আপনমনেই বিড়বিড় করে বললেন, "আমার আর কেউ রইল না! ... কেউ না!"

তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে দুই কিশোরের ছবি। মহানন্দে ঘুড়ি উড়িয়ে চলেছে। সেই একসঙ্গে ভাগাভাগি করে টিফিন খাওয়া, একসঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের বেত খাওয়া! কতবার যে তার শাস্তি নির্বিবাদে নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে সৌম্য... রবিনসনের দুষ্টুমির দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে হাসিমুখে বেত খেয়ে যেত সে!

এবারের দায়ভার কি এত বেশি ছিল যে সৌম্যও তার ভাগ নিল না! একা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল! আচমকা একরাশ অভিমানে মন ভরে যায় তাঁর! বাবার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে সৌম্য বলেছিল, "কাঁদিস না রবি। আমি আছি তো!"

রবি চোখের জল মুছে বলেছিল, "আছিস তো?"

কাঁধের উপর একটা হাত এসে পড়েছিল। সেই হাত নিরাপত্তার, আশ্বাসের, 'আছি'।

এখন কোথায় সৌম্য? আজ সে তার বন্ধুর একেবারে বিপরীত বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। এতটাই বিপরীতে যে তার মৃত্যু কামনা করছেন রবি-রেক্স! নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন জহ্লাদের দায়ভার! তুলে নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সেই প্রচণ্ড ভার ক্রমাগতই তাঁর শ্বাসরোধ করছে। সে কথা কাকে বলবেন রবি-রেক্স! কাকেই বা বোঝাবেন! সবাই তাঁকে রাক্ষস ভাবে! কেউ তাঁর কথা শুনবে না। এই মুহূর্তে নিজেকে বড় একা মনে হল তাঁর। বড় অসহায়!

তিনি ফের আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুখটা কি একটু সবুজাভ লাগছে! ভুরু দুটো ধনুকের মতো বাঁকা। রগের পাশে এখনও যেটুকু জুলফি দেখা যায়— কাঁচা পাকা। ঠিক গ্রিক পুরাণে বর্ণিত প্রজ্ঞালব্ধ শয়তানের মতো...!

"আমায় কি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল কম্যান্ডার?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

টবরোর নিস্পৃহ, শীতল কণ্ঠস্বরে প্রশ্নটা শুনে তার চোখের দিকে তাকাতে পারছিলেন না ড. রবিনসন। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সামর্থ্য বা সাহস, কোনওটাই তাঁর নেই। কোনওমতে বললেন, "মনে হয় না। শুধু শুধু তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন কেন রেক্স?"

"কারণ আমি ভাবতে শুরু করেছি," টবরো উত্তর দেয়, "রোবটদের ভাবনাচিন্তা করা অপরাধ। ওসবে মানুষদের একচেটিয়া অধিকার।"

"তবে ভাবছ কেন?"

"কারণ আমার মানুষ হতে ইচ্ছে করে!" ছোট্ট অথচ শাণিত উত্তর দিল সে।

ড. রবিনসন আবার চমকে উঠলেন। টবরো মাঝেমধ্যেই এসব কী কথা বলে চমকে দেয়!

"মানুষ হওয়া কি খারাপ কম্যান্ডার?"

রবিনসন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "ভাল-খারাপ দু'ধরনের মানুষই আছে। তাই সবসময় মানুষ হওয়া খারাপ নয়।"

"আচ্ছা!" টবরো একটু ভেবেচিন্তে বলল, "রোবটের মধ্যেও কি ভাল খারাপ নেই?"

"না। রোবট সবসময় একইরকম।"

"যে রোবটেরা মানুষ হত্যা করে, সেই ডেস্ট্রয়ার, বুল-রোবটরা কি খারাপ নয়?"

"নাঃ," উত্তর দিলেন ড. রবিনসন, "ওদের কিছু করার নেই। ওরা ওভাবেই প্রোগ্রাম্‌ড। প্রোগ্রামিং পালটে দিলেই ওরা আর মানুষ খুন করবে না।"

"তা হলে কি মানুষের সঙ্গে আমাদের এইটুকুই তফাত?"

"কীসের তফাত?"

টবরোর কালো চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে, "রোবটকে খারাপ কাজের জন্য প্রোগ্রাম্‌ড করতে হয়। কিন্তু মানুষকে কোনওরকম প্রোগ্রাম না করলেও সে খারাপ কাজ করতে পারে! তার অপকর্ম করার জন্য কোনওরকম প্রোগ্রামিং লাগে না।"

ড. রবিনসন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন টবরোর দিকে! এই ধাতব শরীরের মধ্যে এরকম একটা মন এল কোথা থেকে? কীভাবেই বা আসতে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

পারে? টবরোকে তো সেভাবে প্রোগ্রামড করা হয়নি। টবরো প্রোগ্রামিং-এর ব্যাপারে তাঁর চেয়ে ভাল আর কে জানে!

টবরো বেশ কিছুক্ষণ তার গভীর কালো চোখ দুটোকে ড. রবিনসনের দিকে ন্যস্ত করে রাখল। তারপর চাপা গলায় বলল- "আপনি কে?"

প্রশ্নটি শুনে কেঁপে উঠলেন ড. রবিনসন। টবরো কি তাঁকে চিনে ফেলেছে! রবি-রেক্সের চোখকে ফাঁকি দিলেও টবরোকে ফাঁকি দেওয়া যায়নি! সে নিশ্চয়ই কিছু বুঝেছে! তার চাউনিতেই স্পষ্ট, সে কিছু আঁচ করেছে। ছদ্মবেশে থেকেও তার চোখে ধরা পড়ে গিয়েছেন তিনি।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে টবরোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন ড. রবিনসন। কী বলবেন, কী বলা উচিত বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁর কণ্ঠার হাড় একবার নড়ে উঠল। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলেন না!

টবরো তখনও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। রবিনসনের মনে হল, মনে মনে বোধহয় সে হাসছে। কারাগারের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে সে তাঁর কানের কাছে ফিসফিস করে বলে, "চিন্তা করবেন না। আপনার গোপনীয়তা বজায় থাকবে।"

॥ ১৫ ॥

"ভীষণ ক্ষুধার্ত আছি : উদরে, শারীরবৃত্ত ব্যেপে
অনুভূত হতে থাকে- প্রতিপলে-সর্বগ্রাসী ক্ষুধা
অনাবৃষ্টি যেমন চরিত্রের শস্যক্ষেত্রে জ্বেলে দেয়
প্রভূত দাহন- তেমনি ক্ষুধার জ্বালা, জ্বলে দেহ
...ক্ষুধার্তের কাছে নেই ইষ্টানিষ্ট, আইন-কানুন-
সমুখে যা পাব খেয়ে নেব অবলীলাক্রমে:
যদি বা দৈবাৎ সম্মুখে তোমাকে, ধরো, পেয়ে যাই-
রাক্ষুসে ক্ষুধার কাছে উপাদেয় উপচার হবে।"

"তখন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনই ছিলেন অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী। আমি তখনও জন্মাইনি। বাবার মুখে শুনেছিলাম চতুর্দিকে তখন 'নেই নেই' রব। চাল নেই,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

ডাল নেই, তেল নেই। খবর হত কখন কোথায় চাল দেবে, ডাল দেবে বা পাঁউরুটি দেবে। তাও সাধারণ মানুষের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। রেশনের চালে চাল থাকত কম— কাঁকর বেশি। অনেক কষ্টে দুই-তিন সের চাল জুটিয়ে নিলেও তার মধ্যে এক সের চালই থাকত পচা। আর বাকিটা নুড়ি, কাঁকরে ভরা! তামাটে রঙের মাইলো আর ভুট্টা দেওয়া হত রেশনে! মানুষ ভাতের বদলে রুটি খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে শুরু করল। কিন্তু সেইটুকু পাওয়াও ক্রমাগত দুঃসাধ্য হয়ে উঠল!"

রেশমী, ছোটু, পল্টুরা সবাই গালে হাত দিয়ে মন দিয়ে শুনছিল। বক্তা সৌম্য। সে আরও কিছু বলার আগে এক প্রৌঢ় কথার মধ্যেই বলে ওঠে, "ঠিক বলেছ বাবু। মাইলো, ভুট্টার রুটি আমিও খেয়েছি! আমরা আট ভাই-বোন ছিলাম। ভরপেট খাওয়া জুটত না! কোনওদিন রুটি জুটত, কোনওদিন উপোস! সে রুটি কুকুরেও খায় না বাবু! এমনই ফ্যাত্‌রা! জুতোর সুখতলাও ওর চেয়ে ভাল।"

"ঠিক তাই," সৌম্য মাথা ঝাঁকায়, "মানুষের মনে ক্ষোভ, রাগ ক্রমাগত বাড়ছিলই। কিন্তু তোমাদের মতো ওরাও হয়তো ভেবেছিল 'আমরা কী করতে পারি?' তাই নিরুপায়ের মতো সব সহ্য করছিল মুখ বুজে। কিন্তু কত সহ্য করবে?"

রেশমী রুদ্ধশ্বাসে গল্প শুনছিল। বলল, "তারপর?"

"তারপর?" হাসল সৌম্য, "১৯৫৯ সালে সেই রাগ হতে হতে শেষপর্যন্ত বিদ্রোহের মূর্তি নিল। ১৯৫৯ সালের ১৮ জুলাই এই আন্দোলন স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানলের রূপ নিল। লোকে পাগলের মতো বাসে-ট্রামে আগুন লাগাতে শুরু করল। শুরু হল ভাঙচুর! শুরু হল প্রতিবাদ! ১৯৬৬ সালে ৪ মার্চ কৃষ্ণনগরের এক স্কুলছাত্র আনন্দ হাইতকে পুলিশ গুলি করে খুন করে। আনন্দ হাইত প্রতিবাদী মিছিলে গিয়েছিলেন। তিনি খাদ্য আন্দোলনের অন্যতম শহিদ। ব্যস, শুরু হয়ে যায় খুনোখুনি! রক্তের উৎসব!'

ছোটু গোল গোল চোখ করে শুনছিল। কে ছিল এই আনন্দ হাইত! বাবু বলেছেন স্কুলছাত্র। তা হলে সেই মানুষটা প্রায় তারই বয়সি। সেই মানুষটা মিছিলে গিয়েছিল। প্রতিবাদ করেছিল। এবং সবশেষে খাবারের জন্য প্রাণ দিতে পেরেছিল।

"কৃষ্ণনগর উত্তাল হয়ে উঠল। সিভিল সাপ্লাই অফিস, রেশন দোকানে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

পর পর আগুন ধরাতে শুরু করল প্রতিবাদীরা। স্কুলছাত্ররা কাঁচাকলা আর কানা বেগুন নিয়ে মিছিলে নামল। উন্মত্ত জনতাকে বাগে আনতে পুলিশও মাঠে নামল। প্রতিবাদীদের দুরমুশ করার জন্য সব অস্ত্রই ছিল তাদের হাতে। শুরু হল জনতার বিরুদ্ধে পেশিশক্তির প্রয়োগ। রবি-রেক্স যা করে তখনও সেটাই হয়েছিল। ৫ মার্চ পুলিশ ফের গুলি করে মারল হরি বিশ্বাস আর অর্জুন ঘোষকে! আরও কত অগুনতি তাজা প্রাণ গেল তার ইয়ত্তা নেই! পুলিশ স্টেশন জ্বালিয়ে দিল প্রতিবাদীরা। সরকারি অফিসগুলোতেও আগুন ধরাল তারা। আন্দোলন চলতেই থাকল..."

রেশমী বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল। বাবু গত কয়েকদিন ধরে ওদের সঙ্গেই আছে। এ কয়েকদিন প্রায় কিছুই খায়নি লোকটা! দু'মুঠো কিছু মুখে দিতে বললে মাথা নেড়েছে। বলেছে, "তোদের সবারই জোটে না! আমি আবার ভিড় বাড়াই কেন!"

বাবু কিছু খায়নি বলে রেশমীও এক'দিন কিছু খায়নি। খিদেটা পেটের মধ্যে প্রচণ্ড পাক দিয়ে ওঠে ঠিকই। তবু বাবু পাশে থাকলে সব সহ্য হয়ে যায়। পেটের বাচ্চাটাও যেন আনন্দে গোত্তা মারে! মানুষটাকে দেখলেও শান্তি। তখন কিছুক্ষণের জন্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা টের পায় না রেশমী। বাবুর দিকে তাকিয়ে দেখে। না খাওয়া মানুষটা একটুও কাতর নয়। একটু ক্লান্তি এসেছে বটে, কিন্তু খিদের কাছে হার মানেনি। এক পেট খিদে নিয়েও আন্দোলনের গল্প করে যাচ্ছে মানুষটা! যখন গল্প বলে তখন ওর ফরসা মুখে লাগে আগুনের ছোঁয়াচ। চোখদুটো অস্বাভাবিক জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে। সেই আগুনের ছোঁয়া যেন একটু একটু করে বাকিদের মধ্যেও সঞ্চারিত হচ্ছে ক্রমাগত!

বাবু এক'দিন ধরে একের পর এক আন্দোলনের গল্প বলে গিয়েছে। বাস্তিল দুর্গ পতনের গল্প, নভেম্বর বিপ্লবের গল্প। কীভাবে অত্যাচারী জারকে মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে হারিয়ে দিয়েছিল সাধারণ মানুষেরা। রেশমী মন দিয়ে শোনে। শুনতে শুনতে তার কান্না পেয়ে যায়। বলে, "ওরা পেরেছিল। আমরা কি পারব?"

"পারবি না কেন?" বাবু বলে, "দুনিয়ায় কোনও কিছুই অসম্ভব নয়! রবি-রেক্সের মতো অত্যাচারী পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার এসেছে। বারবার হেরেও গিয়েছে। কাদের কাছে হেরেছে? তোদের মতোই একদল নিপীড়িত বুভুক্ষু মানুষের কাছে। তারা মরেছে, মেরেও গিয়েছে। শহিদ হয়েছে,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

অত্যাচারিত হয়েছে। কিন্তু হাল ছাড়েনি। প্রথমে তোদের মতোই সহ্য করেছে। তারপর যখন সহ্যশক্তি জবাব দিয়ে দিয়েছে তখন প্রতিবাদ করেছে। রবি-রেক্স কী? আসলে লোকটা ঠিক কে বল তো? ওর রোবটবাহিনীকে একবার সরিয়ে নিতে পারলেই ও কিছু নয়। নিতান্তই তোর-আমার মতো সাধারণ মানুষ। রোবটবাহিনী ছাড়া ওর নিজস্ব কোনও ক্ষমতা নেই।"

"রোবটদের সরিয়ে নেব!" ছোটু জিজ্ঞাসা করল, "সেটা কী করে সম্ভব গো?"

"অসম্ভব যে নয় তা পশ্চিমদিকের বস্তিবাসীরা প্রমাণ করে দিয়েছে। ওরা রোবটদের বিরুদ্ধে লড়েছে। পুরোপুরি না হলেও খানিকটা তো পর্যুদস্ত করতে পেরেছে। রোবটকে যে হারানো যায় তা ওরা দেখিয়ে দিয়েছে। ওদের হাতে তেমন হাই-টেকনোলজির কোনও অস্ত্র ছিল না। নিতান্তই দা-বঁটি-কাটারি-কুড়ুল। কিন্তু তা দিয়েই ওরা বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে যে রবি-রেক্সের রোবট ইনভিজিবল নয়। ওদেরও ধ্বংস করা যায়। যা ওরা পেরেছে, তা আমরা পারব না কেন?"

একটু দূরেই বাতাসী বসেছিল। এই ক'দিনে সে যেন আরও শুকিয়ে গিয়েছে। রেশমী অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু খাবার তো দূর, এক ফোঁটা জলও মুখে তোলেনি সে। বরং সর্বক্ষণই আকাশের দিকে তাকিয়ে রক্তাভ চোখে শকুনের পালকে মাপছে! সে চোখে ভয়ংকর প্রতিহিংসা! কোথা থেকে যেন একগাদা ঢেলা, ইটের টুকরো, নুড়ি পাথর জোগাড় করেছে। রোজই এই এক দৃশ্য! শকুনের পালকে দেখলেই রে রে করে তেড়ে যায়। অশ্রাব্য গালিগালাজের সঙ্গে একের পর এক ঢেলা, ইট-পাথর ছুড়ে দেয় ওদের লক্ষ্য করে। কিন্তু কোনওটাই ওদের গায়ে লাগে না! বরং শকুনগুলোও যেন মজা পেয়েছে। উড়তে উড়তে এমনভাবে নেমে আসে যেন এখনই ওদের ছোঁয়া যাবে। কিন্তু যেই ঢিলের টুকরো ওদের লক্ষ্য করে ধেয়ে যায়, অমনি হু-স করে ঢিলটাকে এড়িয়ে গিয়ে যেন ব্যঙ্গ করে ফের ওপরের দিকে উড়ে যায়! এ যেন ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা! অথবা এক নারীর অসহায়তাকে নিয়ে মজা করা! রক্ত জমে বাতাসীর চোখে! দাঁতে দাঁত পিষে সে আবার সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। একটা শকুনের ডানা সে ভাঙবেই, যে করেই হোক। হোক না সে উপরতলার প্রাণী! হোক সে অনেক শক্তিশালী প্রাণী! থাক না তার তীক্ষ্ণ নখর! তবু সে হার মানবে না!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

অবাক হয়ে রেশমী বাতাসীকে দেখে! কী আশ্চর্য মেয়ে! কী আশ্চর্য বিদ্রোহ! কতগুলো শকুন তার কোল থেকে সন্তানকে টেনে নিয়ে গিয়েছে। তবু কি ও বোঝেনি যে ওই পাখিগুলো ওর থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী! ওরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে! অথচ কী প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে ওদের অন্তত একজনকে আহত করার জন্য। খাওয়া নেই, ঘুম নেই— শুধু মারাত্মক প্রতিহিংসা!

বাবুও দেখেছিল সেই দৃশ্যটা। বলেছিল, "আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু দেখে নিস ও পারবে!" রেশমীর বিশ্বাস হয় না! এত সহজ নাকি! শুধুমাত্র কয়েকটা ইট-পাথর সংগ্রহ করে শকুনের পালের সঙ্গে লড়া সম্ভব! বাবু এতক্ষণ খাদ্য আন্দোলনের গল্প বলছিলেন। এবার একটু থামলেন। ভিড় থেকে এক তরুণ উঠে বলল, "বাবু, গল্পে যা হয় তা কি কখনও সত্যি সত্যি ঘটে?"

সৌম্য হাসলেন, "এগুলোর কোনওটাই গল্প নয়। বরং সব সত্যি ঘটনা। এগুলো বিশ্বের নানা প্রান্তে কখনও না কখনও ঘটে গিয়েছে। আমি যা বলছি তা একফোঁটাও বানিয়ে বলা বা বাড়িয়ে বলা নয়। সব সত্যি।"

রেশমী চুপ করে শুনছিল। আস্তে আস্তে বলল, "বাবু তোমার গল্পে সব জায়গাতেই কোনও না কোনও বড় মানুষ দলের নেতা ছিলেন। যিনি একাই দলকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের তো তেমন কেউ নেই। কে দাঁড়াবে আমাদের হয়ে?"

সৌম্য চুপ করে থাকেন। সত্যি তো! ওদের কে নেতৃত্ব দেবে? কার কথায় ওরা একত্রিত হবে? সব আন্দোলনের জন্যই একজন লিডার, তথা পথপ্রদর্শক প্রয়োজন। কিন্তু কে ওদের পথ দেখাবে? সৌম্য কি দিতে পারে? এখনও হাতে দশদিন রয়েছে। এই দশদিনের ছোট্ট জীবনটুকুর মধ্যে সে কি এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে? তবে কি এই দিনটার জন্যই তার বেঁচে থাকা?

তিনি বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর শান্ত স্বরে বললেন, "আমি নেতৃত্ব দেব। আমি দাঁড়াব তোমাদের সামনে। আমি বিদ্রোহ করতে রাজি। নিজের অধিকার কেড়ে নেব। তোমরা কে কে আমার সঙ্গে আছ?"

তাঁর কথায় ভিড়টা স্তম্ভিত হয়ে গেল! কেউ যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না! এইমাত্র কী বলল বাবু? প্রতিবাদ করবে! তাও আবার রবি-রেক্সের বিরুদ্ধে!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"আমি আছি," রেশমী গিয়ে দাঁড়াল বাবুর পাশে, "আমি সাথ দেব। আর কেউ থাকুক না থাকুক, আমি থাকব।"

বাবুর চোখে স্নেহ উপচে পড়ল। মনে হল তিনি খুশি হয়েছেন। রেশমী মনে মনে ভাবে, বাবুর সঙ্গে বাঁচার অধিকার না-ই বা থাকল। একসঙ্গে মরতে তো পারে।

রেশমীর পেটের ভিতরের বাচ্চাটা যেন মহানন্দে লাফিয়ে উঠল! সেও বুঝি স্বাধীন হতে চায়। সেও খাবারের দাবি নিয়েই জন্মাতে চায়। রেশমী হাসল। তার সন্তানের মনের কথা বুঝতে পেরে গিয়েছে সে। তার অনাগত সন্তান যেন অনুভবে বলে উঠল, "আমিও আছি, আমিও আছি।"

রোজ ঠিক রাত আটটায় খাবার ভরতি ট্রাকটা 'ফুডিজ' রেস্তোরাঁর সামনে এসে নামে। 'ফুডিজ' এখানকার অন্যতম সেরা রেস্তোরাঁ। বড় বড় লোকেরা সব এখানেই খেতে আসেন। তাই রেস্তোরাঁর কিচেনে সবচেয়ে ভাল কাঁচামাল মজুত থাকে। বড় বড় দামি লোকেদের তো আর পচা ব্রেড আর শুকনো মোটা চাল দেওয়া যায় না। তাই এখানে যেসব খাদ্যবস্তু আসে তা এক কথায় 'টপ ক্লাস'।

আজও নিয়ম মতো ঠিক আটটার সময়ে গাড়িটা হোটেলের সামনে প্রশস্ত অ্যারো-কার প্যাডে নামল। গাড়ির চালক গাড়িটাকে পার্ক করেই এগিয়ে গিয়েছে হোটেলের দিকে। রেস্তোরাঁর কর্মীদের জানাতে হবে খাবার এসে গিয়েছে। ঠিক রাত ন'টা থেকে এখানে ডিনার পর্ব শুরু হয়। তার আগেই ওদের জানানো দরকার। ওরা গাড়ি থেকে খাবার দাবার আনাজপত্র নামিয়ে নেবে।

সে শিস দিতে দিতে হোটেলের দিকেই যাচ্ছিল। আচমকা রাস্তার ওপরে গোটা কয়েক ছায়ামূর্তি আবির্ভূত হল। তাদের হাত-পা সরু সরু। দেহ কঙ্কালসার। পরনে নোংরা ছেঁড়া জামা। কিন্তু চোখগুলো দপদপ করে জ্বলছে। হাতে লাঠি। লোকগুলো তার পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলল, "কোথায় যাচ্ছিস? আমাদেরও একটু খাবার দিয়ে যা!"

গাড়ির ড্রাইভার প্রথমে একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "কারা বে তোরা? তোদের খাবার দেবই বা কেন? এসব ফুডিজের খাবার।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"বড়লোকদের খাবার!" এক ছায়ামূর্তি ছিক করে রাস্তার ওপর থুতু ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে হলোগ্রাফিক থ্রি ডি কিশোরীর আবির্ভাব! সে বলল, "সাবধান! আপনি রাস্তা নোংরা করছেন!"

হাইটেক সিটিতে রাস্তায় প্রস্রাব করা বা থুতু ফেলা দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু লোকটা হলোগ্রাফিক বালিকাকে পাত্তাই দিল না। ঘষঘষে স্বরে বলল, "বড়লোকদের খাবার হলে তো আরও খাব। ও শালারা কী এমন অমৃত খায়, খেয়ে দেখি।"

"আপনি অপশব্দ বলছেন!"

ড্রাইভার কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। তার আগেই এক ছায়ামূর্তি তার হাত থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে খুলে ফেলেছে ভ্যানের দরজা। ভিতরে থরে থরে খাবার সাজানো! ওদের মধ্যে কয়েকজন লোভ সামলাতে পারে না! আঃ! কত রুটি! কত চাল! বস্তা বস্তা রুটি, বস্তা বস্তা চাল! আর কী গন্ধ সেই চালের! ওরা সজোরে শ্বাস নিল! শুধু গন্ধেই জিভে জল এসে গিয়েছে। আরও কত কিছু সাজানো আছে ভ্যানের ভিতরে! সেইসব খাদ্যদ্রব্য যাদের নাম শুধুই শুনেছে। কিন্তু কখনও চোখে দেখেনি। বড়লোকরা এত কিছু খায়!

"আমি কিন্তু পুলিশ ডাকব...!" ড্রাইভার ভয়ে ভয়ে বলে। কে জানে লোকগুলো চোর-ডাকাত কি না! বহুবছর হাইটেক সিটিতে কোনও চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। ক্রাইম নেই বললেই চলে। কিন্তু এরা তবে কারা?

"তোর বাপকে ডাক। বেশি চেঁচামেচি করলে আমাদের হাতের সবক'টা লাঠি তোর মাথায় ভাঙব," ক্ষিপ্ত বুভুক্ষু লোকগুলো বলে, "কিন্তু এই খাবারগুলো আমাদের সঙ্গেই যাবে। এমনিতে না দিলে কেড়ে খাব!" প্রথমজন তার সঙ্গীদের নির্দেশ দেয়, "অ্যাই টিপু-পল্টু, চালের বস্তা, রুটির বাক্সগুলো নামা।"

ওদের মধ্যে কয়েকজন ঝপাঝপ নামিয়ে ফেলল চালের বস্তা! রুটির বাক্স! কিন্তু একজনের যে কী হল! সে পাগলের মতন চালের বস্তার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে! আঃ! কী সুন্দর গন্ধ! কী অপূর্ব মসৃণ চাল! সরু সরু ধবধবে সাদা দানা! প্রতিটি কণা সে উন্মত্তের মতো মুখে মাখছিল! দু'হাতে মুঠো করে চাল ধরছে! কাঁচা চালই মুঠি মুঠি করে মুখে পুরছে সে। হল কী! পাগল হয়ে গেল নাকি?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

ইতিমধ্যেই বেজে উঠেছে সাইরেন। সেই হলোগ্রাফিক বালিকা আবির্ভূত হয়ে চেঁচাতে শুরু করেছে, "পুলিশ, পু-লি-শ! ক্রা-ই-ম! ক্রা-ই-ম!"

অভিজাত শ্রেণির নারী-পুরুষরা ততক্ষণে দৌড়োতে শুরু করেছে। আকাশে পুলিশের গাড়ি ভিড় জমাচ্ছে। রোবো-কপরা চলে এলেই ওরা আর কেউ বাঁচবে না! প্রথম ছায়ামূর্তিরা চিৎকার করে ওঠে, "টিপু, পল্টু, দোদো, পালা!"

"ঠিক আছে ছোটু।"

পল্টু আর দোদোর হাতে তখনও চালের বস্তা! শেষ বস্তা দুটো হাতে নিয়ে প্রাণপণ ছুটল দু'জন। ছোটুও দৌড়েছে। ধরা পড়বার আগেই গোপন জায়গায় লুকিয়ে পড়তে হবে। প্ল্যান তেমনই ছিল। ছোটু-পল্টুরা ফুডিজের ফুড সাপ্লাইয়ের গাড়ি লুট করবে। আরেকটা দল ফুডিজের ভিতরে পিছনের রাস্তা দিয়ে ঢুকে পড়বে। যেহেতু হাইটেক সিটির ক্রাইম রেট খুব কম, প্রায় নেই-ই বলা চলে, সেহেতু ডাকাতির ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় জনতার পুলিশকে ইনফর্ম করতে বা অটোম্যাটিক সিকিউরিটি সিস্টেম অ্যাক্টিভেটেড হতে যেটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই কাজ সেরে ফিরে আসতে হবে গোপন পথে, তথা ম্যানহোলের সুড়ঙ্গে!

একটু আগেই ওরা গাড়ি লুট করে কিছু চালের বস্তা আর রুটির বাক্স নামিয়ে রেখে এসেছে সেই ম্যানহোলটার ভিতরে। সেখানেও ওদের লোক লুকিয়ে বসে আছে! তেমনই কথা ছিল। বাইরে অপারেশন চালাবে একদল আর ম্যানহোলের ভিতরে থাকবে অন্য একটা দল। তারা চোরাই খাদ্যবস্তু পাচার করবে উদ্বাস্তু কলোনিতে।

কিন্তু টিপুর কী হল? সে নড়ছে চড়ছে না। ম্যানহোলের ভিতরে বসে ছোটু পল্টু আর দোদো বিস্ফারিত চোখে দেখল সে তখনও চালের বস্তা থেকে মুঠো-মুঠো চাল তুলে মুখে বুকে মাখছে। পাগলের মতো কাঁচা চাল চিবিয়ে চলেছে। হো হো করে হাসছে। চাল শূন্যে ছুড়ছে। ওদিকে তখন এসে পড়েছে রোবো পুলিশ। চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে তাকে। কিন্তু সেই হুঁশ নেই তার। সে তখনও চালের বস্তায় মুখ ডুবিয়ে বসে রয়েছে। রোবো পুলিশরা তাকে লক্ষ্য করে বন্দুক তাক করেছে। গর্জন করে উঠল তাদের অস্ত্র।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

বাবু বলেছিল, "কেড়ে খেতে পারিস না?

"গোটা পৃথিবীকে গিলে খেতে চায় সেই যে ন্যাংটো ছেলেটা
কুকুরের সাথে ভাত নিয়ে তার লড়াই চলছে, চলবে।
পেটের কবে আগুন জ্বলেছে, এখনও চলবে।"

॥ ১৬ ॥

"স্যার উপর্যুপরি এই ধরনের আক্রমণ নিয়ে আপনার কিছু বলার আছে?"

"কে বা কারা এই ধরনের লুঠপাট চালাচ্ছে বলে আপনার মনে হয়?"

"এখনও পর্যন্ত এই গ্যাংকে নির্মূল করে দেওয়া হয়নি কেন?"

"আপনি জেহাদিদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছেন?

"এটা কি কোনও ধরনের সাবোতাজ?"

সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নগুলো শুনেই গা জ্বলে গেল রবি-রেক্সের। সাবোতাজ তো বটেই। কার মাথা থেকে এসব বুদ্ধি বেরোচ্ছে, তা ভাল করেই জানেন রবি রেক্স। একবার নয়, পরপর চারবার এই ঘটনা। প্রতিবাদীরা একের পর এক গাড়ি লুঠ করছে। এমনকী, হাইটেক সিটির অন্যতম খাদ্যবস্তুর গুদামও লুঠ করতে গিয়েছিল তারা। আংশিক সফল হলেও, পুরোটা লুঠ করা সম্ভব হয়নি। রোবো পুলিশ একদম ঠিকঠাক সময়ে হাজির হয়ে যাওয়ার দরুন হাতের মাল ফেলে রেখেই পালিয়ে যেতে হয়েছিল দুষ্কৃতীদের। মুখোমুখি সংঘর্ষে দু'-একজন মারাও গিয়েছে। কিন্তু তবুও থামানো যাচ্ছে না ওদের। কোন রাস্তায় শহরে ঢুকছে, কে জানে। আবার ডাকাতি করার পর কোথায় হাওয়া হয়ে যাচ্ছে, তাও পুলিশ বুঝতে পারছে না। শুধু লুঠপাট করলেও কথা ছিল। কিন্তু যতটা সম্ভব, হাইটেক সিটিকে নোংরা করছে। কখনও দেওয়ালে কাদা পাঁক লেপে দিচ্ছে। কখনও বা মূর্তির গায়ে প্রস্রাব করছে। ওরা গোটা দু'য়েক পাথরের মূর্তির মাথাও উড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এত কাণ্ড যারা করছে, তাদের আসা যাওয়ার রাস্তাটা এখনও ঠিক করে বুঝে উঠতে পারেনি হাইটেক সিটি পুলিশ। হাইটেক সিটির বর্ডার টপকে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

ঢোকা সম্ভব না। সেখানে কোনওক্রমে কুড়ি ফুটের দেওয়াল টপকে ঢুকতে পারলেও এগারোশো ভোল্টের ইলেকট্রিসিটিকে এড়িয়ে ভিতরে ঢোকা অসম্ভব। ওই তার স্পর্শ করা মানেই মৃত্যু! তার উপর সেখানে রোবট সীমান্ত প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পেলে প্রথমেই ফায়ার করবে। পরে অন্য কথা।

সুতরাং দুষ্কৃতীরা যে ওই রাস্তায় আসছে না, তা স্পষ্ট। তবে কোথা থেকে এসে উদয় হচ্ছে? এমন কোন ফাঁক আছে হাইটেক সিটির বজ্রআঁটুনির সিকিয়োরিটি সিস্টেমে যে, তার মধ্যে দিয়েই এমন অদ্ভুত জেহাদ চলছে? রবি-রেক্স দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। যখন 'ঘরশত্রু বিভীষণ' ঘরেই বসে থাকে, তখন আর কাকে দোষ দেবেন! সৌম্য এ কী জাতীয় শত্রুতা শুরু করেছে তাঁর সঙ্গে! এত রাগ কেন? এত ক্ষোভ কীসের? কেন এভাবে তাঁর বিপরীতে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে?

আস্তে আস্তে নিজের বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন রবি-রেক্স। এই জায়গাটা বরাবরই তাঁর ভীষণ প্রিয়। কিন্তু আজ শহরটাকে দেখে কোনও গর্ব অনুভব করছিলেন না রবি-রেক্স। মনের ভিতরে অদ্ভুত এক আশঙ্কা কাজ করছিল হাইটেক সিটির দিকে তাকিয়ে। বুঝতে পারছিলেন, সবকিছু তাঁর মর্জিমতো হচ্ছে না। হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে সবকিছু কেমন যেন উলটোপালটা হয়ে যাচ্ছে। যতই সবকিছু গুছিয়ে আনার চেষ্টা করছেন, ততই ছড়িয়ে গিয়েছে। রবি-রেক্স অনুভব করছেন, ক্রমাগতই তাঁর হাত থেকে সুতো বেরিয়ে যাচ্ছে।

ভাবতে ভাবতেই রবি-রেক্সের কপালে ভাঁজ পড়ে। নিজের অজান্তেই মাথা ঝাঁকালেন। না, কেন হবে এরকম? তিনি হাইটেক সিটির ঈশ্বর। হাইটেক সিটির অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ... সব তাঁর হাতের মুঠোয়। সব তাঁর নখদর্পণে। তবে পরিস্থিতি এত লাগামছাড়া হবে কেন? তাঁর মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। না, হাল ছাড়লে চলবে না। যেন তেন প্রকারেণ দমন করতেই হবে এই লোকগুলোকে। ওরা বহিষ্কৃত হয়েছে। ওদের আর হাইটেক সিটির উপর কোনও অধিকার নেই।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

রবি-রেক্স ভ্রূকুটি কুটিল করে তাকালেন হাইটেক সিটির বাইরের দিকে। বর্ডারের বাইরে খালটাও দেখা যায় এখান থেকে। সেখানেও বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলছে। স্থির নয়। আলোর বিন্দুগুলো ভ্রাম্যমান। অল্প অল্প নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। বিস্মিত হলেন রবি-রেক্স। লোকগুলো এখনও বেঁচে আছে! ওই বিন্দু বিন্দু আলোগুলো ওদেরই অস্তিত্বের দ্যোতনা দিচ্ছে।

ওই লোকগুলোই লুটপাট চালাচ্ছে শহরের ভিতরে। নোংরা ইঁদুরের মতো ওদের গতিবিধি। কখন কোথা থেকে সুট করে আসছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে, কেউ জানে না। কম্যান্ডোর ইলেভেনও বুঝে উঠতে পারছে না। পুলিশের সঙ্গে সামনাসামনি দ্বন্দ্বযুদ্ধও লেগেছে বেশ কয়েকবার। মারা গিয়েছে অনেকেই। তবু শিক্ষা হচ্ছে না লোকগুলোর। এর আগে হাইটেক সিটিতে এত ব্যাপক হারে লুঠপাট হয়নি। কিন্তু এখন একের পর এক লুঠ হচ্ছে। লুঠ হচ্ছে নামকরা খাবারের হোটেলগুলোও। লোকগুলোর কীর্তিকলাপ রবি-রেক্সের সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। আর সহ্য করা যাচ্ছে না।

ভাবতে ভাবতেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। হঠাৎ তাঁর হাতের রিমেম্বারিং ডিভাইস জ্বলে উঠল। তিনি সচকিত হয়ে গেলেন। ডিভাইসে সৌম্যর থ্রিডি ইমেজ ভেসে উঠল। সৌম্য তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায়।

ডিভাইস অন করলেন তিনি। চোখের সামনে সৌম্যর থ্রি ডাইমেনশনাল ইমেজ। যেন সত্যি সত্যিই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার চোখের সামনে। চাইলেই ছোঁয়া যাবে ওকে।

"বল।"

সৌম্য মৃদু হাসলেন, "ভাল আছিস রবি?"

সৌম্যর মৃদু হাসিটা আগের মতোই সস্নেহ। যেন এর মধ্যে ওর প্রিয়তম বন্ধুর কিছুই হয়নি। যেন এখনও বন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। আচমকা একটা দলাপাকানো কষ্ট রবি-রেক্সের গলার কাছে এসে দানা বাঁধল। সৌম্য তাঁর কত কাছে। অথচ কত দূরে!

"আমার কথা ছাড়," রবি-রেক্স ক্ষণিকের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠেন। তাঁর মুখের একটা পেশিও অন্তরের ভাবকে প্রকট করল না, "তুই আমার সঙ্গে বেইমানি করেছিস। টবরোকে সঙ্গে নিয়ে আমার বিরুদ্ধে কন্সপিরেসি করেছিস। বাঃ সৌম্য, এমনও দিন আমাকে দেখতে হচ্ছে!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"টবরোর কোনও দোষ নেই," শান্তভাবে উত্তর দিলেন সৌম্য, "ওকে তুই মানুষকে সাহায্য করার জন্যই প্রোগ্র্যামড করেছিস। ও আমাকে হেল্প করছে।"

"টবরোর দোষ আছে কি নেই, সেটা আমি কী করে বুঝব?" রবি-রেক্স একটু উত্তেজিত, "ওর হয়ে তোকে ওকালতি করতে হবে না। তুই নিজের ভালমন্দ নিজে বোঝ। আমাকে এমন কিছু করতে বাধ্য করিস না, যেটা আমি করতে চাই না।"

সৌম্য আবার হাসলেন, "এটাই তোর সবচেয়ে বড় দোষ রবি। তুই সবসময় নিজের চাওয়াটাই আগে দেখিস। ভুলে যাস কেন যে, তুই সবসময় যেটা চাস, সেটা না-ও হতে পারে! ডিক্টেটরশিপ তোর স্বভাব খারাপ করে দিয়েছে।"

"আমাকে জ্ঞান দিস না সৌম্য," তিনি ক্রুদ্ধ, "আমি বুঝি না, শহরে যা ঘটছে, তার পিছনে কার হাত? কে আমার বিরুদ্ধে ওই নোংরা লোকগুলোকে খেপাচ্ছে!"

"জ্ঞান দিচ্ছি না, " সৌম্য বললেন, "বোঝানোর চেষ্টা করছি। এটা অন্তত বোঝ রবি। খিদের জোর তুই জানিস না। খিদে মানুষকে মরিয়া করে তোলে। তুই কি এখনও বুঝতে পারছিস না যে, ওরা তোকে ভয় পাচ্ছে না!"

"সেটা ওদের মূর্খামি। আর তুই সেটা উসকে দিচ্ছিস," রবির কণ্ঠে ব্যঙ্গ, "কী কম্বিনেশন। একজন মৃতপ্রায় মানুষের নেতৃত্বে কয়েকজন বুভুক্ষু, নোংরা প্রাণী জেহাদ করছে! ওদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তুই ক'দিন বাঁচবি সৌম্য?"

"আমি জানি আমার আয়ু কম," সৌম্য বললেন, "সেটা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। যতদিন বেঁচে থাকব, প্রতিটা দিন কাজে লাগাব। এমনিতেই তো তুই আমার বিরুদ্ধে শুট অ্যাট সাইট অর্ডার করেছিস। আমার বাঁচা না বাঁচায় তোর কী এসে যায়!"

"কিছুই এসে যায় না। আমি আমার সৌম্য সাত বানিয়ে ফেলব।"

তিনি আবার সজোরে হেসে উঠলেন। তাঁর এই প্রাণখোলা হাসিটা বড় পছন্দ রবি-রেক্সের। কিন্তু মুহূর্তে গা জ্বলে গেল। তিনি দাঁত চেপে বললেন, "এতে হাসির কী হল?"

"সৌম্য সাত তো তৈরি করবি। কিন্তু সেও তো আমার ডিএনএ থেকে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

তৈরি হবে। তুই তাকে বানাবি ঠিকই। কিন্তু সেও আমার মতোই তোর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। এবং আমার মতোই মরবে। তারপর সৌম্য আট নয় দশ এগারো... কত ক্লোন করবি তুই? তারা সবাই আমার মতো একের পর এক ক্যানসারে মরবে। তুই শুধু অসহায়ের মতো দেখবি।"

"আমি অসহায় নই।"

"নিজের হার মেনে নে। অনেক শান্তি পাবি। তুই ঈশ্বর নোস। তুই মর্জির বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু করতে পারবি না।

"কে বলল আমি ঈশ্বর নই?" তিনি উত্তেজিত, "তোর ভবিষ্যৎ আমি পালটে দিয়েছি। আমার জন্যই আজও তুই গলা চড়িয়ে কথা বলতে পারছিস। নিয়তিকে আমি হার মানিয়েছি।"

"'কিছু করতে পারিসনি রবি," সৌম্য শান্ত হয়ে বললেন, "কোথায় পালটেছে নিয়তি? আমার নিয়তি মৃত্যু। আর বারবার সেটাই হচ্ছে। তুই অসহায়ের মতো দেখছিস।"

নির্মম অহংকার রবি-রেক্সের গলায় প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, "রবি-রেক্স অসহায় হতে জানে না। যতক্ষণ না সফল হচ্ছি, ততক্ষণ লড়ে যাব।"

"আমিও লড়ে যাব," সৌম্য জানালেন, "তুই আমার যত ক্লোন তৈরি করবি, তারাও লড়ে যাবে। তোর অন্যায় সহ্য করব না রবি।"

"অন্যায়? কী অন্যায় করেছি আমি?" রবি-রেক্সের গলায় উত্তেজনা, "তোরা কথায় কথায় আমার দিকে আঙুল তুলিস। কিন্তু আমি না থাকলে এই হাইটেক সিটির কী হাল হত, ভেবে দেখেছিস? আমি আমার জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় দিয়েছি এই শহরটাকে তৈরি করতে। দিন রাত এক করে দিয়েছি। নিজের সন্তানকেও এত গুরুত্ব দিইনি। এই শহর আমায় ভালবাসে। কারণ নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি যত্নে নিজের ঘাম রক্ত দিয়ে তৈরি করেছি শহরটাকে...।"

তাঁর কথার মাঝপথেই বাধা দিয়ে বললেন সৌম্য, "তোর এজাতীয় ভ্রান্ত ধারণা হল কবে থেকে, যে হাইটেক সিটি তোকে ভালবাসে!"

"ভালবাসে না?"

"না, সবাই তোকে ভয় পায়। ভয়ের চোটে ভালবাসার নাটক করে। আনুগত্যের নাটক করে। কিন্তু কেউ তোকে ভালবাসে না।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

রূঢ় সত্যিটা যেন ধাক্কা দিয়ে গেল রবি-রেক্সকে। যদিও এমন নয় যে সত্যি কথাটা তিনি জানতেন না, কিন্তু মেনে নিতে পারেননি।"

"নিজের ক্লোনবাহিনী, রোবটবাহিনী সব ছেড়েছুড়ে, গদি থেকে নেমে আয় রবি। একজন সাধারণ মানুষের মতো হাইটেক সিটির রাস্তায় এসে দাঁড়া। তখন বুঝতে পারবি, কে তোকে কতটা ভালবাসে। এখন তোর হাতে প্রভূত ক্ষমতা। তাই বুঝতে পারছিস না। কিন্তু একদিনের জন্য ক্ষমতাহীন হয়ে দেখ, দেখবি একটা লোকও তোকে পাত্তা দিচ্ছে না। উলটে অবহেলা করছে। ভীষণ অবহেলা।"

রবি-রেক্স উত্তরে কী বলবেন, বুঝে উঠতে পারলেন না। তবে এটুকু জানতেন, সৌম্য সত্যি কথা বলছে। একটা ভয়ংকর সত্যিকে নগ্ন করে তাঁর সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যে সত্যকে সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

"তুই নিজেকে হাইটেক সিটির ঈশ্বর বলিস রবি। কাদের ঈশ্বর তুই? কতগুলো সুখী সুখী ধনী মানুষের? যাদের জীবনে কোনও সমস্যা নেই! সেই মানুষগুলোর কথা ভেবেছিস? যাদের চাকরি তোর কারণে গিয়েছে? রোবট লেবার ওদের অন্নসংস্থানটুকুও কেড়ে নিয়েছে।"

"রোবট লেবাররা মানুষের তুলনায় অনেক দক্ষ। কলকারখানার প্রোডাকশন অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। হাইটেক সিটির ইন্ডাস্ট্রিগুলো উন্নতি করছে। পাঁচশোজন মানুষের কাজ করছে পঞ্চাশটা রোবট। প্রোডাকশন কস্ট অনেক কমে গিয়েছে। যখন রোবট লেবার ইন্ডাস্ট্রিকে নতুন হাইট দিচ্ছে, তখন আমি মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে সব রোবট বসিয়ে আবার নতুন করে ওদের কাজে নেব? বাঃ, কী যুক্তি!"

"রোবটের পেট খিদেয় জ্বলে না। মানুষের পেট জ্বলে," সৌম্যর মুখে বেদনাঘন ছাপ, "কী উন্নতি করছিস রবি! কতটুকু উন্নতি হয়েছে হাইটেক সিটির? শহরটা ঝলমলে হয়েছে। শহরের বাসিন্দারা সবাই ধনী। কিন্তু গরিব মানুষগুলোও তো হাইটেক সিটির অংশ ছিল। ওদের সঙ্গে নিয়ে চলতে পারলি না কেন? সিটি যত উন্নত হয়েছে, ওরা তত গরিব হয়েছে। আর এখন তো বিতাড়িত! কেন রবি, তুই গরিবদের ঈশ্বর হয়ে উঠতে পারলি না! ঈশ্বর তো ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ করেন না!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"তুই কি এসব বলার জন্যই কনট্যাক্ট করেছিস?"

"না, একটা দাবি রাখার জন্য..."

"বলে ফেল।"

"ওই লোকগুলোকে ফিরিয়ে নে। ওদের জায়গায় ফিরিয়ে দে," সৌম্যর কণ্ঠস্বরে এবার আর্তি, "আমি নিজেকে নিয়ে চিন্তিত নই,। আমার তো মরারই কথা। কিন্তু ওদের মধ্যে অনেক শিশু না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। নয় ঠান্ডায় শুকিয়ে মরছে। ওই শিশুদের এখন মরার কথা ছিল না রবি। ওদের বাঁচা।"

কথাগুলো শুনেই মাথাগরম হয়ে গেল রবি-রেক্সের। তিনি কি ওই নোংরা লোকগুলোর ঠেকা নিয়ে বসে আছেন? কতগুলো রোগজীবাণুপূর্ণ মানুষ! শহর নোংরা করে, দূষিত করে! তাদের কিনা জায়গা ফিরিয়ে দিতে হবে!

"কেন, লুট করা মালে পেট ভরছে না ওদের?" রবির মুখে ব্যঙ্গ, "তোর নেতৃত্বে ডাকাতিটা তো ভালই শিখেছে! ডাকাতি করে খেতে বল!"

সৌম্য একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, "রবি, মানুষ খেতে না পেলে কেড়েই খেতে শেখে। এসব ওদের কাউকে শেখাতে হয় না। ওরা মরিয়া। ওরা এখন সবকিছুই করতে পারে। দরকার পড়লে ওরা ওদের অধিকার কেড়ে নেবে। তুই বেশিদিন কিছু করতে পারবি না।"

"কীসের অধিকার? হাইটেক সিটিতে ওদের কোনও অধিকার নেই। ওরা বেআইনিভাবে থাকছিল এতদিন।"

"তুই বললেই হল?" সৌম্যর চোখ জ্বলে উঠল, "ওরা যুগ যুগ ধরে এখানেই রয়েছে। হাইটেক সিটির জন্মের অনেক আগে থেকেই ওরা এখানে ছিল। আজ তোর হঠাৎ মনে হল ওরা বহিরাগত, ওদের সিটির উপর কোনও অধিকার নেই। তাই তাড়িয়ে দিলি। এভাবে চলতে পারে না রবি। এটা অন্যায়।"

"সৌম্য, আরশোলা বহুযুগ ধরে বেঁচে আছে। আমাদের বাড়িতে ঢুকে জীবাণু ছড়াচ্ছে তারা। বহুদিন ধরেই করে আসছে। তার মানে এই নয় যে আমি আমার বাড়িতে ওদের থাকতে দেব। আজ যদি আমি আরশোলা তাড়ানোর জন্য ঝাঁটা ধরি, তবে সেটা অন্যায় নয়।" রবি রেক্সের গলায় দৃঢ়তা।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

সৌম্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমার বোঝা উচিত ছিল, তোর কাছে অনুরোধ করে কোনও লাভ হবে না। তুই সোজা কথা বুঝিস না।"

"তো এবার কী করবি? খাবার লুট করবি? শহরটা নোংরা করবি? আমার মূর্তি ভাঙবি?"

"কোনওটাই নয়," সৌম্যর চোয়াল শক্ত হল, "আজ রাতে আমরা তোর প্রাসাদ ঘেরাও করব। দখল করব তোর প্রাণের হাইটেক সিটি। ঠেকাতে পারলে ঠেকা।"

"তাই?" বিদ্রূপের হাসি হাসলেন তিনি, "রোবট আর্মির বিরুদ্ধে কী নিয়ে লড়াই করবি সৌম্য? রামদা? কুড়ুল? নাকি লাঠি? না হোসপাইপের জল?"

"সাহস থাকলে ওসব কিছুই লাগে না রবি," সৌম্যর ফরসা মুখ লাল, "একটা কথা তুই আজও বুঝলি না। মরতে যারা ভয় পায় না, তাদের সামনে কোনওরকম মারণাস্ত্রই দাঁড়াতে পারে না। আজ কমপক্ষে তিনশো লোক তোর বাড়ি ঘেরাও করবে। কতজনকে মারবি মার। পারলে সবাইকে মেরে ফেল। আমরা মরতেই আসছি। আমাদের মৃত্যুই তোর সবচেয়ে বড় পরাজয় হবে।"

"আমার পরাজয়!"

"অবশ্যই," তিনি বললেন, "লোক দেখুক, কিছু লোক আজও রবি-রেক্সকে ভয় পায় না। নিজের অধিকারের জন্য তারা বুক চিতিয়ে রোবট ওয়ারিয়র্সের রাইফেলের সামনে বুক পেতে দিতে পারে। আর ভয় পায় না বলেই নিরীহ, নিরস্ত্র কিছু মানুষকে রবি-রেক্সের রোবট বাহিনি মেরে ফেলল। কতগুলো ভুখা-নাঙ্গা নিরস্ত্র লোককে মারার জন্য রোবট যোদ্ধা আর অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র লাগছে রবি-রেক্সের। কারণ উনি ভয় পাচ্ছেন।"

"সৌম্য!" গর্জে উঠলেন রবি-রেক্স।

"এত গায়ে কেন লাগছে রবি? সত্যি কথাটা বলে ফেলেছি বলে?"

"রবি-রেক্স কোনও উত্তর দিলেন না। সৌম্য আবার বললেন, "তোর আশেপাশের রোবট আর ক্লোন আর্মিদের সরিয়ে নিলে তুই কিছু নোস রবি। ওই ভুখা মানুষগুলোর চেয়েও তুই দুর্বল।"

"তুই আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিস। এটাই তবে তোর শেষ কথা?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"হ্যাঁ," সৌম্য শান্ত হাসলেন, "আরেকটা কথা, ওই মিছিলে সবার সামনে আমি থাকব। তোর আর্মিদের বলে রাখিস, যত লেসার বুলেট আছে, সব যেন আমার বুকে ঢুকিয়ে দেয়। নয়তো আমার খিদে মিটবে না। অনেকদিন না খেয়ে আছি।"

"নিশ্চয়ই বলব," নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বললেন রবি-রেক্স, "এটাই তোর শেষ ইচ্ছে তো? মরার আগে তুই আমার সঙ্গে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতে চাস। সেই ইচ্ছে পূরণ করব আমি।"

"আবার ভুল করছিস রবি," তাঁর মুখমণ্ডল আগের মতোই শান্ত, "এটা খেলা নয়।"

"বেশ, যুদ্ধ চাস তো যুদ্ধই সই।"

সৌম্য কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভাল থাকিস রবি। কিন্তু আমি জানি তুই ভাল নেই।"

বলতে বলতেই তাঁর থ্রিডি ইমেজ মিলিয়ে গেল। লাইন ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছে।

রবি-রেক্স কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তাঁর আর শহরের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না। সৌম্য সঠিক কথাই বলেছে। হয়তো সত্যিই তাঁকে কেউ ভালবাসে না। ভয় পায়। তাঁকে ভয় পেয়ে সবাই নতজানু হয়েছে। কিন্তু কেউ কখনও বুকে টেনে নেয়নি। খানসামা, চাকরেরা তটস্থ হয়ে এনে দিয়েছে সুস্বাদু খাবারের প্লেট। কিন্তু আদর করে কেউ সামনে ডাল, ভাত চচ্চড়ি বেড়ে দেয়নি। তিনি ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। কী নির্মল আকাশ আজকে। নীল ঝকঝকে আকাশ। নক্ষত্রগুলো হিরের নাকছাবির মতো দ্যুতি ছড়াচ্ছে। কোথাও কোনও শোরগোল নেই। কী অদ্ভুত শান্ত। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই মনে হল, কতদিন আকাশের দিকে তাকাননি তিনি। কতদিন এই সৌন্দর্য উপভোগ করা হয়নি। একবারও কি ইচ্ছে করেনি এদিকে দেখার? রূপসি পৃথিবী তার রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে প্রত্যহ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে... সৌম্য আকাশ দেখতে বড্ড ভালবাসত।

চোখদুটো করকর করে ওঠে। আকাশের দিকে তাকিয়ে অব্যক্ত কষ্টকে বুকের ভিতরেই চেপে রাখেন তিনি। মনে মনে বললেন, "এমন শত্রুতা করলি আমার সঙ্গে সৌম্য? যে শত্রুতাই আমার ধর্ম হয়ে গেল! এখন হয়তো আমিই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু। কিন্তু হাল ছাড়ব না। কিছুতেই না।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

...“লাল থেকে আগুন! আগুন! তুমি আমাকে
সারাজীবন ধরে পুড়িয়েছ। কিন্তু আমি তো শুদ্ধ হলাম না
শুধু পুড়ে গেলাম। আমি সারাজীবন।
শুধু হাজার হাজার মানুষের দীর্ঘশ্বাস, তাদের সর্বনাশ
আমার জটায় বেঁধে সরস্বতী নদীর জলে ঝাঁপ দিতে গেলাম,
কোথাও তাকে খুঁজে পেলাম না, তুমি আমাকে কী জীবন
শেখাও আগুন?
এই কি মানুষের জীবন?”

॥ ১৭ ॥

Power changes everything till it is difficult to say, who are the heroes and who are the villains.

“মি. রবিন্‌স, এই মুহূর্তে আপনার দার্শনিক তত্ত্ব ভাল লাগছে না।”

“দার্শনিক তত্ত্ব নয়, সত্যি কথা বলছি,” মি. রবিন্‌স বললেন, “আপনার দেখাটা একটু একতরফা হয়ে যাচ্ছে না?”

“একতরফা?”

“হ্যাঁ, আপনি লোকটাকে ভিলেন ভেবে যাচ্ছেন। একটু ভেবে দেখলে দেখবেন, আপনার সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য নেই ওর।”

“আপনি ওই রাক্ষসটার সঙ্গে আমার তুলনা করছেন?”

“প্রথমত, আপনাকে মনে করিয়ে দিই, যাকে রাক্ষস বলছেন, সে কিন্তু আপনি নিজেই। দ্বিতীয়ত, লোকটা কী অপরাধ করেছে? একটা শহরকে সুস্থ, সুন্দর করেই গড়ে তুলতে চায় তো! যে বস্তিটা ভাঙা হল, সেখানে হয়তো একটা সুন্দর ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠবে। অনেক বেকার চাকরি পাবে। হাইটেক সিটিরই উন্নতি হবে। আপনাকে যদি একটা শহরের ভার দেওয়া হয়, তবে তার উন্নয়নের জন্য কী কী করবেন? লোকটাও তো তাই করছে। আপনার চোখে ও ভিলেন হতে পারে, কিন্তু হাইটেক সিটির মানুষের চোখে ও ভগবান।”

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

কম্যান্ডার ইলেভেন, ওরফে ড. রবিনসন, তাঁর নিজের ঘরের জানলার সামনে বসেছিলেন। এসেছিলেন নিজেকে বাঁচাতে। অথচ এক দিনে তাঁর হাতে বহু নিরপরাধ মানুষের রক্ত লেগে গেল। যতবারই রবি-রেক্সকে বাঁচাতে গিয়েছেন, কাউকে না কাউকে হত্যা করতে হয়েছে। প্রথমবার বাঁচাতে গেলেন, নিজের কন্যার রক্ত গায়ে লাগল। তার একমাত্র আত্মজা। সেই রক্তের ভার বওয়া খুব কঠিন। তার উপর দ্বিতীয়বার রবি-রেক্সের অঙ্গরক্ষক হয়ে কতজন বস্তিবাসীকে মেরে ফেললেন চোখের নিমেষে। টবরোকে নিজের হাতে বন্দি করতে হল। সেই টবরো, যে সবসময় তাঁর পাশে থেকেছে। তাঁর অনেক হাসি-কান্নার সঙ্গী। শেষপর্যন্ত তাকে নিজের হাতে কারাগারে নির্বাসন দিলেন। হয়তো তাকে ডিসম্যান্টল করতে হবে, নিজের হাতেই।

"খুব কষ্ট হচ্ছে ডক্টর?"

ড. রবিনসন মি. রবিনসের কথার কী উত্তর দেবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। কষ্ট হচ্ছে বললে কম বলা হয়। তাঁর মনে হচ্ছে, রবি-রেক্সের সঙ্গে তিনিও দানব হয়ে যাচ্ছেন। লাল হয়ে যাচ্ছে তাঁর হাত। ক্রমাগতই মানুষের রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে। আর কত লাল হবে? এই তো কালকেও...

কালকেও একদল ক্ষুধার্ত, বুভুক্ষু মানুষ গুঁড়ি মেরে ঢুকেছিল শহরের মধ্যে। অদ্ভুত আক্রোশে তারা হাইটেক সিটির গুদামঘরে আছড়ে পড়েছিল। রবিনসন দেখছিলেন ওদের। মৃত মানুষের মতো টলতে টলতে হাঁটছে। অথচ ওদের সবার চোখগুলো জ্বলজ্বল করছিল। খিদের আগুনে দপদপ করে জ্বলছিল ওদের চোখ। ওদের কঙ্কালসার চেহারা যেন চিৎকার করে জানান দিচ্ছিল, "এই সুন্দর, সুখী জীবন সত্যি নয়। এই মসৃণ গতির জীবন, যা তোমরা মহানন্দে বাঁচছ, তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। এর মধ্যে আমরাও আছি। খিদে আছে, দারিদ্র্য আছে। তা তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না।"

ড. রবিনসনের মনে হচ্ছিল, সত্যি তাঁরা একদল কাঠবিড়ালির মতো নিজের গর্তে মুখ লুকিয়ে ভাবছেন, আর কিছু নেই। আলোর ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় বুঝতে পারছেন না, বাইরে কত অন্ধকার। সেই অন্ধকারকে বারবার অস্বীকার করছে হাইটেক সিটি। তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু অন্ধকার পিছু ছাড়ে না।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

গুদামঘরে আক্রমণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাইটেক সিটির অটোমেটিক সিকিয়োরিটি সিস্টেম অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গিয়েছিল। লোকজনের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল ব্যাপক। তারা পাগলের মতো এদিক ওদিক দিশেহারা হয়ে ছুটছিল। এই নির্জীব অথচ সুলভ মিছিলকে কীভাবে ঠেকানো যায়, কেউ বুঝতে পারছিল না। ওরা সংখ্যায় অগুনতি। একের পর এক মানুষ এগিয়ে আসছে। শুধু অশান্ত ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে গুদামঘরের উপর। কেউ চালের বস্তা থেকে মুঠো মুঠো চাল খাচ্ছে। কেউ পাগলের মতো বস্তার গায়ে মুখ ঘষছে। যেন ওগুলো আনাজ নয়। কোনও রত্নের ভাণ্ডার।

রবি-রেক্স খবর পাওয়ামাত্রই চলে গিয়েছিলেন সেখানে। মাদার কম্পিউটারের তৎপরতায় মুহূর্তের মধ্যে খবর রটে গিয়েছিল যে, হাইটেক সিটির গুদামঘর বহিরাগতদের দ্বারা আক্রান্ত। রবি-রেক্সের সঙ্গে গিয়েছিল রোবটবাহিনী। এবং অবশ্যই ক্লোন আর্মি। বলা বাহুল্য, ড. রবিনসনকেও যেতে হয়েছিল।

এক তেরো-চোদ্দো বছরের কিশোর। হাত-পা সিড়িঙ্গে। পেটটা ঢাউস। দেহটাকে ঠিকমতো নড়াতে পারছে না। অবসন্ন দেহ যেন ভেঙে আসছে। তবু তার মধ্যে কী যেন স্বপ্ন ছিল। ভীষণ আনন্দে সে গুদামঘরের মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। চাল, ডাল মুঠো করে মুখে পুরছিল। বাকিরা সবাই যেখানে খাদ্যবস্তু সরাতে ব্যস্ত, সেখানে এই কিশোর বোধহয় ভুলে গিয়েছিল স্থান, কাল, পাত্রের কথা। ভুলে গিয়েছিল তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে রবি-রেক্সের রোবটবাহিনী। ভুলে গিয়েছিল তাদের হাতে ধরা লেজার রাইফেলের কথা। তার সামনে তখন খুলে গিয়েছে অলীক রাজ্য। যে রাজ্যের কথা সে শুধু রূপকথায় শুনেছে। অথবা স্বপ্নে দেখেছে। সেখানে থরে থরে সাজানো খাদ্যবস্তুর স্তূপ। সেই আশ্চর্য দুনিয়ায় খিদে নেই, কষ্ট নেই। চালের উপর গড়াগড়ি দেওয়া যায়। চালের গন্ধ প্রাণভরে, বুকভরে নেওয়া যায়।

আশ্চর্য! রবি-রেক্স সেই কিশোরকে দেখে যেন ভয় পেলেন। গুদামঘরে গড়াগড়ি দিতে দিতেই সেই কিশোর চোখ তুলে তাকাল রবি-রেক্সের দিকে। তার দিকে তাকিয়ে থেকেই রবি চিৎকার করে উঠলেন, "ও কে? এখানে কী করছে?"

Scanned with CamScanner

ড. রবিনসন অবাক, "কে স্যার?"

"ওই ছেলেটা!" ছেলেটার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন তিনি, "ও! ও আবার এসেছে! আমাকে নিতে এসেছে। শিগগির ওকে মারো। ফায়ার!"

ড. রবিনসন কিছু বোঝার আগে তাঁর হাতের থান্ডার গান ছিনিয়ে নিয়েছিলেন রবি-রেক্স। ওই ছেলেটির দিকে তাক করে টিপে দিয়েছিলেন ট্রিগার। ছেলেটার চোখে তখনও কোনও ভয় ছিল না। সে সকৌতুক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। ঠোঁটের পাশে লেগেছিল চালের গুঁড়ো।

"ছেলেটা শুধু দু' মুঠো খেতে চেয়েছিল মি. রবিন্‌স," ভেজা কণ্ঠস্বরে বললেন তিনি, "অথচ আমি ওকে মেরে ফেললাম।"

"আপনি নন, রবি-রেক্স মেরেছেন।"

"আমি আর রবি-রেক্স আলাদা নই।" নিজের হাতের উপর হাত বোলাতে বোলাতে বললেন ড. রবিনসন, "ওর প্রতিটা খুনের দায় আমার উপরেই বর্তায়। আমি খুনি... আমিই..."

মি. রবিন্‌স দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এ হাহাকারের কোনও সান্ত্বনা নেই, কী বলবেন!

"ভেবেছিলাম লোকটাকে হয়তো বোঝানো যাবে," ড. রবিনসন আপনমনেই বলে যেতে থাকেন, "হয়তো বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক পথে আনতে পারব। বিশ্বাস ছিল, লোকটা তো আর কেউ নয়। আমিই। কত খারাপ হতে পারে, কিন্তু..."

"কিন্তু?"

"কিন্তু আমিই ওর সঙ্গে থেকে থেকে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছি। আমি খুনি হয়ে যাচ্ছি মি. রবিন্‌স।" অসহায়ভাবে বললেন তিনি, "ওর প্রতিটি কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হচ্ছি। যতজনকে ও খুন করেছে, প্রত্যেকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। কিন্তু তাও আমার হাত লাল হয়ে উঠেছে। রক্তে লাল।" বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি আসে, "কী করব বলতে পারেন মি. রবিন্‌স? কী করলে এই লোকটা থামবে?"

"আপনি তো লোকটাকে থামাতে আসেননি," শীতল কণ্ঠ শোনা গেল মি. রবিন্‌সের, "আপনি ওকে বাঁচাতে এসেছেন। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা।"

"মানে?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"আপনার মনে নেই?" মি. রবিন্‌সের কণ্ঠস্বর শীতল, "ফিউচারোস্কোপ বলেছিল, টোয়েন্টিয়েথ ডিসেম্বর আপনি খুন হবেন। আজ নাইন্টিন্থ। উনিশ তারিখ। এখন সাড়ে এগারোটা বাজে। আধঘণ্টা পরেই কুড়ি তারিখ হয়ে যাবে।"

চমকে উঠলেন ড. রবিনসন। তাই তো! আগামীকালই তো ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর খুন হওয়ার কথা! কিন্তু এখনও তিনি বুঝতে পারছেন না যে কে তাঁর আততায়ী? শ্যারন? সৌম্য? টবরো? না অন্য কেউ?

তিনি কিছু বোঝার আগেই একটা প্রচণ্ড আওয়াজ। রোবট ওয়ারিয়রদের গুলি চালানোর শব্দ। একটা প্রচণ্ড জোরালো গুমগুম ধ্বনি। যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিংবা কোনও দৈত্য বিধ্বংসী খিদে নিয়ে গোটা শহর ফাটিয়ে ফুটিয়ে তছনছ করতে চাইছে। কী হল? আবার ছিনতাই? ডাকাতি? না তার থেকেও বড় কিছু?

রবিনসন জানতেন না এই দৈত্যটার নাম খিদে। শহরের বাইরে একদল বুভুক্ষু মানুষ মোটা কাঠের গুঁড়ি নিয়ে ধাক্কা মেরে মেরে ভেঙে ফেলতে চাইছে সমস্ত বর্ডার। উপড়ে ফেলতে চাইছে কাঁটাতারের বেড়া। কাঠ তড়িৎ সুপরিবাহী নয়, তারা জানে। তাও বারবার ধাক্কা মেরে ছিঁড়েখুড়ে একাকার করতে চাইছে এগারোশো ভোল্টের কাঁটাতার। হাইটেক সিটির মানচিত্র বদলের জন্য অসীম খিদে নিয়ে মরিয়া মানুষের দল নেমে এসেছে সম্মুখ সমরের পথে। এবার ডু অর ডাই। করো, নয় মরো। হয় পেটে ভাত পড়বে, নয়তো গুলি। তবু আর সহ্য করবে না এই তিলতিল করে মরা। মরতে হলে মরার মতো করেই মরবে। তাই ওরা প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে শহরে প্রবেশ করার। ইঁদুরের মতো নিশ্চুপে, চুপিসারে নয়। এবার ওদের প্রবেশ হবে প্রকাশ্যে। কাঠের গুঁড়ির ধাক্কায় এবার হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে দেওয়াল। কেঁপে উঠছে কাঁটাতারের বেড়া। যে-কোনও মুহূর্তে ভেঙে পালটে যাবে হাইটেক সিটির মানচিত্র। এই লোকগুলো গিলে ফেলবে হাইটেক সিটিকে।

সর্বপরিবেশগ্রাসী হলে সামান্য ভাতের ক্ষুধা
ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসে নিমন্ত্রণ করে।
দৃশ্য থেকে দ্রষ্টা অবধি ধারাবাহিকতা খেয়ে ফেলে
অবশেষে যথাক্রমে খাব গাছপালা, নদীনালা,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

গ্রামগঞ্জ, ফুটপাথ, নর্দমার জলের প্রপাত,
চলাচলকারী পথচারী, নিতম্বপ্রধান গাড়ি
উড্ডীন পতাকাসহ খাদ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীর গাড়ি
আমার ক্ষুধার কাছে কিছুই ফেলনা নয় আজ।

ভাত দে হারামজাদা, তা না হলে মানচিত্র খাব।

॥ ১৮ ॥

মাথার অনেক উপরে দল বেঁধে শত্রুরা উড়ছিল।

শত্রুর নখ দাঁত অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। গায়ের জোরও বেশি। এক ঝটকায় ছোঁ মেরে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। নোংরা দেখতে এই শত্রুশ্রেণি পালে পালে আকাশে উড়ছে। ওদের কাছে পৌঁছোনো যায় না। ওদের শায়েস্তা করা যায় না। ওরা দুর্দমনীয়। উচ্চতাই ওদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। ওরা যে আকাশে ডানা মেলে দিয়েছে, সেখান থেকে এই মানুষগুলোকে বড় ছোট ছোট দেখায়। এতটাই ছোট যে ওদের অসহায়ত্ব মনে মনে উপলব্ধি করে শত্রুকুল। তাই ওরা ভারী মজা পেয়েছে।

উলটোদিকে এক উন্মাদিনী নীচে বসে ফুঁসছে। তার কোল থেকে সন্তান কেড়ে নিয়ে গিয়েছে এই জন্মের শত্রুরা। চোখের সামনেই খুবলে খুবলে নিয়েছে। এই অপরাধ ক্ষমা করা যায় না। কিন্তু কী-ই বা করা যায়! ওরা যে নাগালের বাইরে। ওদের ধরা যায় না। উন্মাদিনী মা সেকথা জানে। তবু ছেড়ে কথা বলবে না। রোজ সকালে সে আর খাদ্যবস্তুর সন্ধানে যায় না। বরং যেখানে যত তীক্ষ্ণ, ধারালো পাথর পাওয়া যায়, আস্ত হোক কী আধলা ইট, সব জমিয়ে জমিয়ে রাখে। আর হাতের কাছে নিয়ে বসে থাকে সুযোগের অপেক্ষায়। বলা যায় না। যদি কখনও শত্রু দৈবাৎ হাতের নাগালে চলে আসে। যদি কখনও সাঁই সাঁই করে ডানা ঝাপটে নেমে আসে নীচের দিকে। তখন প্রতিশোধ নিতে হবে না?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

বাতাসী চুপ করে বসে থাকে সেই সুযোগের অপেক্ষায়। কখনও কখনও মনে হয় শত্রু অনেকটাই নীচে নেমে এসেছে। এবার চাইলেই ছোঁয়া যাবে ওকে। সেই মুহূর্তে হাতের নাগালে যা পায়, ইট-কাঠ-পাথর, সব ছুড়ে দেয় ওদের দিকে তাক করে। শকুনগুলো অদ্ভুত দক্ষতায় সেই ইট-পাথরের মার এড়িয়ে যায়। কখনও-কখনও ইটের টুকরো পৌঁছোয়ই না ওদের ত্রিসীমানায়। ফলস্বরূপ সেগুলো ব্যর্থ হয়ে নীচেই পড়ে। নিজের ছুড়ে দেওয়া ইট-পাথরে বাতাসী নিজেই ক্ষতবিক্ষত হয়। মাথা ফেটে যায়। তার পা ইটের আঘাতে কখনও কেটে যায়। কখনও পাথরের ঘায়ে কালশিটে জমে। তবু হাল ছাড়বে না।

"এভাবেই নিজের জানটা দেবে বাবু।"

রেশমী ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিল কথাটা। সে আসন্নপ্রসবা। কয়েকদিনের মধ্যেই জন্ম দেবে সন্তানের। নিজের গোটা দেহের চেয়েও ভারী পেটটাকে টানতে টানতে সে ক্লান্ত।

"মেয়েটা ভীষণ জেদি," বাতাসীর দিকে তাকিয়েই বলল সৌম্য, "অত সহজে মরবে না। মেরেই মরবে।"

"মেরেই মরবে? পারবে?"

"পারবে," সৌম্য আত্মবিশ্বাসী, "পারবে বলেই তো বেঁচে আছে ও।"

"আমরা কি পারব?"

রেশমীর প্রশ্নটা শুনে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিলেন সৌম্য। একটু অসন্তুষ্ট হয়েই প্রশ্নর উত্তরটা দিলেন না।

"এভাবে লুঠপাট করে কী হবে?" রেশমী বলছিল, "দু'দিন পরেই ওদের রাস্তা বদল হয়ে যাবে। ট্রাক আর সে পথে আসবে না। রবি-রেক্স একটা গুদাম তৈরি করে তার চারদিকে পাহারা বসাবে বাবু। আমাদের খাওয়ার রাস্তাটুকুও বন্ধ হয়ে যাবে।"

"তুই কি শুধু খেতেই বেঁচে আছিস?" বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "শুধু একবেলা দু'মুঠো ভাত? ব্যস, তাতেই হয়ে গেল! বাঁচতে পারবি?"

"তবে?"

"নিজের অধিকার কেড়ে নিতে পারবি না?" সৌম্য বললেন, "যে জমি থেকে তোদের উৎখাত করা হল, সেই জমি কেড়ে নিতে পারবি না? হাইটেক সিটি যতটা অন্যদের, ততটা তোদেরও। সেটা রবি-রেক্সকে কে বোঝাবে?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

এ বিষয়ে অবশ্য আগেই আলোচনা হয়ে গিয়েছে। আধমরা লোকগুলো নিজেরাই বুঝতে পারছিল, হাইটেক সিটিতে চুরি ডাকাতি করে বেশিদূর এগোতে পারা যাবে না। আরও বড় কিছু করতে হবে।"

"আরও বড় কিছু করতে হলে মরতে হবে। আমাদের অনেককেই মরতে হবে। মারতেও হবে।"

সৌম্যর মনে পড়ে যায় টবরোর বলা কথাগুলো। "আপনি কী করার জন্য জন্মেছেন স্যার?" কী সরল, অথচ কী অমোঘ কথা! সৌম্য কেন বেঁচে আছে। টবরো কেন বেঁচে আছে। কেনই বা বেঁচে আছে এই হাভাতে বিতাড়িত বুভুক্ষু মানুষের দল। শীতে জমে মরবে বলে! নাকি খিদেয়?

'ক্রক' করে একটা শব্দ। সৌম্য আর রেশমী অবাক হয়ে দেখল, একটা শকুন বাতাসীর ছোড়া ইটে গুরুতর জখম হয়েছে। সম্ভবত তার ডানা চোট পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। তাই ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আছড়ে পড়ল মাটিতে। বাতাসী উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে।

"দ্যাখ," সৌম্য উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, "ও পেরেছে!"

সত্যিই ও পেরেছে। শত্রু অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। অনেক বেশি আক্রমণাত্মক। এবং তদুপরি নাগালের বাইরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে পরাজিত করা গিয়েছে। বাতাসী আনন্দে লাফাচ্ছে। এতদিনের প্রতিহিংসা পূর্ণ হল। শত্রুকে সে ঘায়েল করতে পেরেছে।

সৌম্য সেদিকে তাকিয়েই হাততালি দিয়ে উঠলেন। আস্তে আস্তে সেই করতালি সঞ্চারিত হল সবার মনে। সৌম্য দেখলেন, অর্ধমৃত মানুষগুলো সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে বিজয়িনীকে। তিনি রেশমীর দিকে তাকালেন।

"ও পেরেছে। আমরাও পারব।"

সেই রাতেই বিতাড়িত মানুষগুলো আছড়ে পড়ল হাইটেক সিটির বর্ডারে। হাতে জ্বলন্ত মশাল। পেটে খিদে। না, এবার আর গোপনে চুপি চুপি নয়, একদম সামনাসামনি। আর চোরের মতো ঢুকবে না শহরে। বাবু বলেছেন, "রাজার মতো বাঁচতে না পারি, রাজার মতোই মরব। রাজার মতোই ঢুকব

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

ওই শহরে। কারণ হাইটেক সিটিতে আমাদেরও অধিকার আছে। সেই অধিকার কেড়ে নিতেই ঢুকব।"

কয়েকশো লোক একাধিক প্রমাণ সাইজের কাঠের গুঁড়ি নিয়ে ধাক্কা মারছে হাইটেক সিটির দেওয়ালে। একবারে পাথরের দেওয়াল নড়ল না। তাতেও কেউ হাল ছাড়ল না। পাথর ফের প্রতিহত করল। কিন্তু তাতেও না থেমে উপর্যুপরি আক্রমণ। বারবার গোঁ ধরা বন্য বরাহের মতো পিছিয়ে আসছে। পরক্ষণেই আবার তেড়ে গিয়ে ধাক্কা মারছে দেওয়ালে। আবার, আবার এবং আবার। লোকগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। কালো দেহ চুঁইয়ে পড়ছে ঘাম। কিন্তু হাল ছেড়ে দিচ্ছে না। যে করেই হোক আজ ভাঙবে পাথরের অভিমান। শক্ত জগদ্দল কাঠের গুঁড়ি তুমুল বেগ আর প্রচণ্ড শক্তিতে ধাক্কা খাচ্ছে দেওয়ালে। যারা সেই কাঠ বহন করছে, তাদের হাতের নুনছাল উঠে দেখা দিয়েছে সাদা ছাল। কারও হাত কেটে রক্ত পড়ছে। কিন্তু তাও অদ্ভুত জেদে চালিয়ে যাচ্ছে সংগ্রাম। মারো জোয়ান হেঁইও! জোর সে মারো হেঁইও!

আর কতবার প্রতিহত করা যায়? পাথরের দেওয়াল শেষে জবাব দিল। পুরোটা না ভেঙে পড়লেও, প্রথমে কিছু অংশে চিড় দেখা দিল। লোকগুলো উন্মত্ত আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল আবার। চিড়টা ফাটলের আকার নিল। আবার একটা ধাক্কা। অবশেষে সইতে না পেরে দেওয়ালের বেশ কিছু অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল।

দেওয়ালের গায়ের ক্ষতবিক্ষত ভেঙে পড়া অংশ টপকিয়ে এবার ওরা চলে গেল কাঁটাতারের খুব কাছে। সৌম্য অনেক আগে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিল। কাঁটাতারের বেড়ায় এগারোশো ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলা করে বেড়ায়। সেইজন্য সরাসরি সংস্পর্শে যেন না আসে। ওই ভারী ভারী কাঠের গুঁড়ির ধাক্কা মেরে মেরে আগে ইলেকট্রিক পোস্টগুলো উপড়ে ফেলতে হবে। তারপর নির্বিষ কাঁটাতারের বেড়াকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে হবে।

প্ল্যান অনুযায়ী তাই হল। লোকগুলো আপ্রাণ সংগ্রাম চালাচ্ছে কাঁটাতারের সঙ্গে যুক্ত ইলেকট্রিক পোলগুলোকে উপড়ে ফেলতে। সবার সামনে সৌম্য। সে নিপীড়িত মানুষদের ভিড়ে সবচেয়ে আগে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ শক্ত। চোয়াল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রবিকে বুঝিয়ে দিতে হবে খিদের শক্তি। রবিকে বুঝিয়ে দিতে হবে, সবসময় তার মর্জির উপর কিছু নির্ভর করে না।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

উলটোদিকে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীও তৈরি। বুভুক্ষু মিছিলকে অসম্ভব আক্রোশে দেওয়াল ফাটিয়ে এদিকে আসতে দেখেই সজাগ হয়ে গিয়েছিল ওরা। মাদার কম্পিউটারের ইশারায় তাদের হাতে উঠে এসেছে লেজার রাইফেল।

"কেউ আর্মির ধারেকাছে যাবে না," সৌম্য চিৎকার করে ওঠেন, "আমরা এখন ওদের শুটআউট করার নিয়মের বাইরে আছি। নিয়মানুযায়ী আমরা কেউ হাইটেক সিটির ভিতরে নেই। নো ম্যান্‌স ল্যান্ডে আছি। আমরা ওদের উপর কোনও আক্রমণ করিনি। তাই এখন ওরাও কিছু করতে পারবে না। কিন্তু কাছে গেলেই গুলি করবে।"

"কিছু করতে পারবে না বাবু," রেশমী তড়বড় করে ওঠে। হাতের মশালটা তুলে নিয়েছে সে, "এখনই মজা দেখাচ্ছি।" বলতে বলতেই সে মশালটাকে ছুড়ে দিয়েছে কাঁটাতারের বেড়ার ওপ্রান্তে। তার লক্ষ্য রোবট ওয়ারিয়রের দেহ। একটা বিস্ফোরণ! পরক্ষণেই রোবটের দেহ কয়েক টুকরো হয়ে গেল। সৌম্যর মনে হল কানের কাছে কয়েকশো সিংহ যেন গর্জন করে উঠল,

"জয় মা কা—লী!"

রোবট আর্মি এতক্ষণ কোনও শুট টু কিলের আদেশ পায়নি। কারণ শত্রু নাগালের বাইরে ছিল। কিন্তু এবার তারাও চুপ করে বসে থাকল না। মাদার কম্পিউটার নির্দেশ দিল, "কিল!"

কিন্তু বন্দুক ওঠাবে কী। ওপ্রান্ত থেকে একের পর এক মশাল এসে পড়ছে রোবট ওয়ারিয়রদের উপরে। আগুন ধরে যাচ্ছে গায়ে। ফলস্বরূপ ম্যালফাংশন হচ্ছে। প্রোগ্র্যামিং-এর বিভ্রাটের জন্য রোবট ওয়ারিয়রা একে অন্যের গায়েই গুলি চালিয়ে দিচ্ছে। বড় বড় লিথিয়াম ব্যাটারিতে আগুন ধরে যাওয়ার ফলে একটার পর একটা রোবট ফেটে যাচ্ছে। সেলফ ডেসট্রাকশন হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে রোবটের দেহ।

"হুঁ," রেশমি চাপা রাগে বলে, "সব শালা টিনের বাক্স। ওদের জন্য আমাদের মজুরি চলে গিয়েছিল। জল সইতে পারে না, আগুন সইতে পারে না! আমাদের বাপ পিতেমো রোদে পুড়ে, জলে ভিজে কাজ করত। এবার বল শালা, কে বেশি কাজের! টিনের বাক্স, না মানুষ?"

সৌম্য ওর উদ্যম দেখে একটু ভয় পেলেন। রেশমী অনেকটা এগিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

গিয়েছে। সামনে এখনও কাঁটাতারের বেড়া সীমান্ত আগলে দাঁড়িয়ে ছিল, এখনও উপড়ে ফেলা যায়নি সমস্ত ইলেকট্রিক পোলগুলো। এই মুহূর্তে রোবট সীমান্তপ্রহরীর সঙ্গে টক্কর নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ মাদার কম্পিউটার একবার টের পেয়ে গেলে নামিয়ে দেবে অন্য ধরনের রোবট। এমন রোবট, যেগুলো ফায়ারপ্রুফ। রবি এর আগেও বস্তি ভাঙার সময় ফায়ারপ্রুফ রোবট নামিয়েছিল। কে জানে ওর গোডাউনে আরও কতরকমের রোবট আছে।

"আমাদের রুটি আর খাবি? আমাদের কাজ নিয়ে নিবি তোরা!"

প্রচণ্ড ঘৃণার সঙ্গে ছুটে এল শব্দগুলো। তার সঙ্গে এল নুড়ি পাথর আর ইটের বৃষ্টি। পাথরের আক্রমণে রোবটবাহিনী যেন একটু পিছু হটল। তাদের ধাতব শরীরে পাথর লেগে ঠং ঠং করে আওয়াজ করে উঠছে। হাতের কাছে যত কাঠ ছিল, সব মশাল বানিয়ে এনেছিল ওরা। সেই মশাল এখনও কখনও কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে, কখনও উলটোদিক থেকে ছুড়ে মারছে রোবটের গায়ে। রোবটরা জ্বলছে। একের পর এক ফেটে যাচ্ছে।

কয়েকমিনিটের মধ্যেই অবশ্য দৃশ্যটা পালটে গেল। সৌম্য দেখলেন, যে রোবট আর্মি এতক্ষণ লড়ছিল, তার ঠিক পিছনেই আরও বড় বড় দানবের মতো নতুন ধরনের রোবট আসছে। সম্ভবত জল বা আগুনে এই রোবটগুলোর কিছু হয় না। ধাতব দেহ থেকে তেল পিছলে পড়ছে। হেঁটে যাওয়ার মধ্যে অদ্ভুত ঔদ্ধত্য। পেশল চেহারায় বিজয়ীর দম্ভ। হাতে লেজার রাইফেলের চেয়েও উন্নত অস্ত্র।

"পিছিয়ে এসো," সৌম্য চিৎকার করে ওঠে, "সবাই পিছিয়ে এসো এখনই।"

কিন্তু কিছু বোঝার আগেই শুরু হল ফায়ারিং। সৌম্য অবাক হয়ে দেখেন, ওদের হাতের লেজার রাইফেল থেকে অসম্ভব তীব্র ও গরম লেজার রশ্মি বেরিয়ে আসছে। আর সেই রশ্মি জালের আকার ধারণ করছে। লেজার নেটের কথা আগেও শুনেছে সৌম্য। রবি-রেক্সের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে জাইক্লোন বি ছাড়াও ব্যবহৃত হয় এই রশ্মি। একের পর এক লেজার রশ্মি এসে তৈরি করে দশ ফুট লম্বা ও দশজন মানুষ সমান তৈরি জাল। এবং সেই

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

জাল একদল মানুষের মধ্যে দিয়ে চলে যায়। মানুষগুলো চিৎকার করার সময়ও পায় না। টুকরো টুকরো হয়ে যায়। জালটা এত সূক্ষ্মভাবে মানুষগুলোকে কাটে যে তারা টেরও পায় না তারা মারা গিয়েছে। শুধু জালটা ছুঁয়ে যাওয়ার পর পড়ে থাকে টুকরো টুকরো মাংস। যেন কসাইয়ের দোকানে মাংসের কিমা।

সৌম্য বিস্ফারিত নয়নে দেখলেন, রোবট ওয়ারিয়র্সের হাতের বন্দুক থেকে বেরিয়ে আসা লেজ়ার রাইফেল থেকে বেরিয়ে আসা লেজ়ার নেট মিছিলের সম্মুখভাগ স্পর্শ করছে। কী সর্বনাশ! ওদিকে তো রেশমী আছে! রেশমী গর্ভবতী!

"রেশমী সরে যা—আ—আ—আ! সরে যা ওখান থেকে। লেজ়ার নেট আসছে-এ-এ-এ।"

সৌম্য চিৎকার করে উঠলেন। রেশমী তাঁর কথা শুনতে পেয়েছে। মুখ ফিরিয়ে তাকায় মিছিলের দিকে। সৌম্য দেখলেন সে ঘেমে গিয়েছে। সমস্ত ভিড়টাই যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়াল। এখন তাঁর সামনে শুধু একটা মুখ। গর্জন তেলের মতো ঘাম চুঁইয়ে পড়ছে সে মুখ থেকে। চোখদুটোয় অদ্ভুত রসিকতা। ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। যেন সদ্য প্রাণ পাওয়া একটা প্রতিমা। মনে মনে কী যেন বলছে। চোখদুটো কী যেন এক অব্যক্ত কথা উচ্চারণ করতে চায়। কিন্তু সে ভাষা বোঝানোর ক্ষমতা নেই।

লেজ়ার নেটটাকে এদিকে আসতে রেশমীও দেখেছিল। কিন্তু সে একফোঁটা নড়েনি। বরং স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাবুর ডাকে অদ্ভুত কৌতুকে তাকাল মুখ ফিরিয়ে, "এই শেষ মুহূর্তে ডাকলে বাবু? তোমার সঙ্গে বাঁচতে না পারি, তোমার কথাকে শিরোধার্য করে মরতে তো পারি।"

অন্তিত মুহূর্তে তার চোখ বেয়ে দু'-এক ফোঁটা অশ্রু বেরিয়েছিল। মৃত্যুর দুঃখে, না তার বাবু তাকে ডেকেছেন, এই আনন্দে... কে জানে। তারপরই লেজ়ার নেট আলতো স্পর্শ করে বেরিয়ে গেল। সৌম্যর চোখের সামনে আস্ত রেশমী খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। সেই মাংসের স্তূপের ভিতর থেকেও দেখা গেল একটা কচি হাতকে। মায়ের দেহ টুকরো টুকরো হওয়ার সঙ্গে তার গর্ভের অনাগত সন্তানকেও কেটে বেরিয়ে গিয়েছে লেজ়ার নেট। তা সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছে, ছোট্ট হাতটা মুষ্টিবদ্ধ।

দেখতে-দেখতেই সামনে মাংসের টুকরোর স্তূপ জমে গেল। মানুষগুলো

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

যেন ক্রমাগত খেপে যাচ্ছে। উন্মাদের মতো সামনে গিয়ে বলছে, "মার, মার আমাকে!" ছোটু, রঘু, পল্টু, দোদোরা এখনও খ্যাপা ষাঁড়ের মতো গাছের গুঁড়ি নিয়ে ধাক্কা মারছে কাঁটাতারের বেড়ায়। তাদের রোষ দেখে বুঝি মনে হয়, আজকেই ওই বেড়া ছিন্নভিন্ন করে বর্ডারের প্রতিটি খুঁটিকে ধূলিসাৎ করে ভেতরে ঢুকবে ওরা।

সৌম্যর হঠাৎ নিজেকে বড্ড ছোট মনে হয়। তার কথা শুনে লোকগুলো নির্বিবাদে মরতে চলে এসেছে। অথচ সে এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। মরার কথা তো তার! মরতে হবে তাকে। মরতেই হবে।

সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল আরও সামনে। শান্ত গলায় রোবট রক্ষীদের বলল, "মারো! সবার আগে আমায় মারো!"

রোবটরা কী বুঝল কে জানে। তাদের হাতের অস্ত্র আবার ঝলসে উঠল। আবার কয়েক সেকেন্ডের ভগ্নাংশে তৈরি হবে লেজ়ার নেট। এসে ছিন্নভিন্ন করে দেবে সৌম্যকে। শুধু কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা। তিনি সজোরে শ্বাস টানলেন। ওই তো লেজ়ার নেট তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু মাংসখণ্ডে পরিণত হবেন তিনি। কেউ তাঁকে খুঁজে পাবে না ওই মাংসের স্তূপে। রবিও জানতে পারবে না, এর মধ্যে কোনটা সৌম্য। মরতে তিনি ভয় পান না। গিনিপিগ হয়ে কতবারই তো মরলেন। এবার নিজের নিয়তিতে তিনি লিখে নেবেন মৃত্যু। এসো মৃত্যু। স্বাগতম।

ভাবতে ভাবতেই চোখ বুজে ফেলেছিলেন তিনি। হঠাৎ সজোরে একটা শব্দ তাঁর চেতনাকে নাড়া দিয়ে গেল। মনে হল যেন কিছু ফাটল। মুহূর্তের মধ্যে হাইটেক সিটির উজ্জ্বল আলোকে কে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল। চতুর্দিকে অন্ধকার। সৌম্য বিস্মিত হয়ে দেখলেন, রোবটরা এক লহমায় থমকে দাঁড়িয়ে গেল। রোবটগুলোর হাত থেকে ঝুপঝাপ অস্ত্র খসে পড়ছে। আচমকা কে যেন ওদের নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। থামিয়ে দিয়েছে সব তোড়জোড়।

রোবটগুলোর পাহাড়প্রমাণ শরীর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কোনও সাড় নেই। পরাজিত দানবের মতো শুধু দানবীয় দেহটাই নিশ্চল, অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নেই কোনও নড়াচড়া।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

প্রথমে ছোট্ট কাঁটাতারের গায়ে হাত দিয়ে দেখল। এগারোশো ভোল্টের বিদ্যুৎ থেমে গিয়েছে। এখন কাঁটাতার সাধারণ কাঁটাতারের মতোই নির্বিষ। তার গায়ে বিদ্যুতের চিহ্নমাত্র নেই।

উল্লাসে বুভুক্ষু মানুষের দল চিৎকার করে উঠল। এই মুহূর্তে তাদের থামাতে পারে, এমন কোনও শক্তি নেই। কোনও এক অজানা কারণে রোবট যোদ্ধারা চলচ্ছক্তিহীন হয়ে গিয়েছে। উল্লসিত জনতা তীব্র গর্জন করে ছুটে চলল রবি-রেক্সের প্রাসাদের দিকে। তাদের আটকানোর জন্য রোবো পুলিশ নেই। রোবো আর্মি নেই। হাইটেক সিটি বিদ্যুৎহীন! গোটা শহরটাই আচম্বিতে থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

সৌম্য শুনলেন, ওরা তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। কিন্তু আর কেউ না বুঝুক, তিনি বুঝেছেন আসলে ঠিক কী হয়েছে। যে জোরালো আওয়াজটা শুনেছিলেন, সেটা সম্ভবত কোনও বিস্ফোরণের ছিল। সেই বিস্ফোরণে মাদার কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অথবা কেউ তাকে নষ্ট করে দিয়েছে। ফলস্বরূপ গোটা সিস্টেম গিয়েছে থমকে। মাদার কম্পিউটার সব রোবটকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু সম্ভবত সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কিন্তু মাদার কম্পিউটারে বিস্ফোরণ হল কী করে? আপনা থেকেই হয়েছে? তিনি মাথা নাড়লেন। নাঃ, এত সহজে মাদার নষ্ট হতে পারে না। কেউ তাকে নষ্ট করেছে।

কিন্তু কে?

॥ ১৯ ॥

টবরো নিজের বন্দিশালায় চুপ করে বসে ছিল।

আজ রাতেই তাকে ডিসম্যান্টল করে দেওয়া হবে। এই ক'দিন রবি-রেক্স সৌম্যর খোঁজ পাওয়ার জন্য তন্নতন্ন করে ঘেঁটে দেখেছেন সমস্ত প্রোগ্রাম, সব মেমোরি। কিন্তু কিছুই পাননি। বলা বাহুল্য, টবরো এই আশঙ্কাতেই আগেভাগে সমস্ত ডিলিট করে দিয়েছিল। রবি-রেক্স শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গর্জন করে উঠেছিলেন, "তুই আমার সঙ্গে বেইমানি করেছিস টবরো! সমস্ত মেমোরি ডিলিট করে দিয়েছিস ইচ্ছে করে!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

টবরো মুখ নিচু করে ছিল। দীর্ঘদিন পাশে থাকার শেষ পর্যন্ত এই ফল! বেইমান বিশেষণ। শুধু মৃদুস্বরে বলেছিল, "আপনি অপশব্দ বলছেন স্যার।"

"অপশব্দের নিকুচি করেছে," রবি-রেক্স রাগে থরথর করে কাঁপছেন, "আমি তোকে হুকুম করছি। বল, সৌম্য কোথায়!"

"আপনি নিজে আমার মেমোরি ঘেঁটে দেখেছেন স্যার।" টবরোর ঠান্ডা জবাব, "যা আমার মেমোরিতে নেই, তা আমি কী করে বলব! আমি তো রোবট মাত্র!"

"আমিও আগে তাই ভাবতাম," রবি-রেক্স বললেন, "কিন্তু তোর হাবভাব এখন অনেক পালটেছে। তুই রোবট নেই আর। তুই এখন..."

বলতে বলতে থমকে গিয়েছিলেন তিনি। যে কথাটা মুখে এসেছিল, তা একেবারে অসম্ভব! তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, "তুই এখন মানুষ হয়ে যাচ্ছিস।"

টবরো বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল। রোবোটিক্সের তিনসূত্র অনুযায়ী যে রোবট মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক, তার বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। রবি-রেক্সের কথাতেই তার দ্যোতনা ছিল। একটু সময় নিয়ে টবরো বলল, "তবে আমাকে ডিসম্যান্টল করে দিন স্যার।"

রবি-রেক্সের মুখ কঠিন হয়ে গেল। তিনি যতখানি ভাবেননি, টবরো তার চেয়ে বেশি ভেবে ফেলেছে। চ্যালেঞ্জ করছে নাকি? কী ভেবেছে? রবি-রেক্স ওকে ডিসম্যান্টল করতে পারবে না? এতখানি স্পর্ধা! তিনি টবরোর দিকে রক্তচোখে তাকালেন। টবরোও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে হিমশীতলতা।

"ঠিক আছে। তাই হবে," তিনি কম্যান্ডার ইলেভেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কম্যান্ডার, ওর ইচ্ছেই পূর্ণ হোক তা হলে।"

এমনভাবে বললেন, যেন স্বয়ং দেবতা তাঁর ভক্তের ইচ্ছেপূরণের জন্য বললেন, "তথাস্তু!" টবরোর কোনও ভাবান্তর হয়নি। তার নিস্পৃহ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু কম্যান্ডার ইলেভেনের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে পাংশু পীতাভ এক ছায়া ওঁর মুখে ছাপ ফেলে সরে গেল। যখন কথা বললেন, তখন গলার স্বরটাও অস্বাভাবিক। ধরা ধরা।

"স্যার, ডিসিশনটা একটু ভেবে নিলে পারতেন না?"' ধীরে ধীরে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

বললেন কম্যান্ডার ইলেভেন, "টবরো আপনার বহু বছরের সঙ্গী। এ তো লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়ে গেল।"

"কম্যান্ডার," কঠিন গলায় বললেন রবি-রেক্স, "তুমি তো দেখছি আমার বিচারের উপর বিচার করা শুরু করেছে। শুনতে পাওনি কী বললাম?"

"ইয়েস স্যার!" কম্যান্ডার ইলেভেন মুখ নিচু করেছেন।

"যদি তোমার এতই দরদ থাকে তবে আরেকটা টবরো তৈরি করে তোমায় দিয়ে দেব," রবি-রেক্সের মুখে চোখে কঠিন নিষ্ঠুরতা, "এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। টবরো জেনারেশন টু-এর রোবট। ওর চেয়ে উন্নততর, আরও অনেক ভাল জাতের টবরো বানাব আমি। কিন্তু এই রোবটটিকে আমি আর দেখতে চাই না! ও বিশ্বাসঘাতক। আমার সঙ্গে বেইমানি করেছে।"

টবরো-র রবি-রেক্সের কথা শুনলে মাঝেমধ্যে অবাক লাগে! মানুষ আর রোবট, দুটোই কি এক ওর কাছে? কথায় কথায় বলেন, "আমি আবার নতুন একটা বানিয়ে নেব।" কখনও সৌম্যস্যারের প্রসঙ্গে বলেন। কখনও টবরোর ব্যাপারে বলেন! যেন মানুষটা বা রোবটটার কোনও দাম নেই! একজন ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে গেলেই তিনি তাকে শেষ করে দিয়ে আবার একটা নতুন মানুষ বা রোবট বানিয়ে নেবেন! কী অদ্ভুত অহংকার! স্বয়ং ঈশ্বরও বোধহয় নিজের সৃষ্টি করার ক্ষমতা নিয়ে এত অহংকার করেন না!

টবরো তার নিজের বন্দিশালায় বসে মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। মৃত্যুকে সে ভয় পায় না। বরং মৃত্যু কী জিনিস, তা জানার আগ্রহ রয়েছে। সে লক্ষ করে দেখেছে, কোনও মানুষই মরতে চায় না! অথচ সৌম্যস্যার নিজের বেঁচে থাকা নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। কেন? জীবন কি তবে কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক! তবে অন্য মানুষেরা মরতে চায় না কেন? মৃত্যু মানে তো শেষ! সব কিছুরই অন্ত। এই যে রবি-রেক্সের এত অহংকার, এত গরিমা, তারও তো কোনও শেষ আছে! মানুষ শুরু করতে চায়, অথচ শেষ করতে চায় না কেন?

সৌম্যস্যার বলতেন, প্রত্যেক মানুষের জীবনের নাকি কোনও না কোনও উদ্দেশ্য থাকে। টবরো মানুষ নয়। তবু তার মনে হয়, তার জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক কী? ত্রিশ বছর অবধি সে রবি-রেক্সের পাশে পাশে থেকেছে। কিন্তু কোনওরকম কাজে লাগল কই? শুধুমাত্র একজন মানুষের সঙ্গী হয়ে থাকা, তার চিত্ত বিনোদন করাটাই কি তার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল? আজ তার

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

প্রয়োজনীয়তা শেষ বলে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে? শুধু এই তুচ্ছ কারণে এতদিন ধরে বেঁচে আছে টবরো? শুধু এইটুকুর জন্যই তার সৃষ্টি? একটা খেলার পুতুলের মতোই তার জীবন? খেলা শেষ! পুতুলের প্রয়োজনীয়তাও শেষ!

ভাবতে ভাবতেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল টবরো! আচমকা একটা ভয়ানক শোরগোলের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল। মানুষের গলার চিৎকার এখন গর্জনে পর্যবসিত হয়েছে। এত লোক হাইটেক সিটির মধ্যে চিৎকার করছে কেন? আবার উদ্বাস্তুদের রোবট আর্মির যুদ্ধ লাগল নাকি? খাবার লুঠপাট না অন্য কিছু?

খুট করে একটা শব্দ! টবরো উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কেউ কারাগারের তালা খুলল। তবে কি এতক্ষণে সময় হয়েছে?

"কে?"

উলটোদিকের ছায়ামূর্তিটা কোনও কথা বলল না। অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে সে টবরোর সামনে। যেন কী বলবে, কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না! টবরো তার নাইট মোড ভিশন অন করে চিনতে পারল লোকটাকে। কম্যান্ডার ইলেভেন! তার মানে এখন সময় হয়েছে।

"কম্যান্ডার ইলেভেন," টবরো উঠে দাঁড়ায়। শান্তস্বরে বলে, "চলুন।"

কম্যান্ডার ইলেভেন কিন্তু নড়ে না চড়ে না। কুণ্ঠিত বেদনার্ত চোখদুটোয় অপরিসীম দ্বিধা ছাড়া আর কিছু নেই। যেন মনে মনে ক্ষমাপ্রার্থনা করে চলেছে নিরন্তর। টবরো নিশ্চিত হল। এ মানুষ আর যে-ই হোক, কম্যান্ডার ইলেভেন নয়। রবি-রেক্সের ক্লোনগুলো এত সহৃদয় হয় না। এ মানুষ অন্য কেউ! এ আসলে মানুষ, ক্লোন নয়!

"ডক্টর?"

অন্যমনস্ক হয়ে বলে ফেলে কম্যান্ডার ইলেভেন, "উঁ?"

কথাটা বলে ফেলেই সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন ড. রবিনসন! সর্বনাশ! টবরো তাঁকে ধরে ফেলেছে! মুহূর্তের ভুলে তাঁর রহস্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে তাঁরই তৈরি এক রোবটের কাছে। আশ্চর্য! টবরো তাঁকে চিনে ফেলল! একটা রোবটের এতখানি চিন্তাশক্তি!

"চিন্তা করবেন না! আপনার রহস্য আমার সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে," টবরো বলল, "কিন্তু আপনি এখানে এলেন কী করে? আপনার তো ত্রিশ

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

বছর আগে থাকার কথা! ত্রিশ বছর আগের ড. রবিনসনকে আমি খুব ভালভাবেই চিনি।" একটু থেমে সে বিড়বিড় করে যোগ করল, "অবশ্য ত্রিশ বছর পরের রবি-রেক্সকে আমি চিনি না!"

"আমি টাইম ট্র্যাভেলিং করে ত্রিশ বছর পরে এসে পৌঁছেছি।" আস্তে আস্তে সব কথাই বললেন ড. রবিনসন। ফিউচারোস্কোপের ভবিষ্যদ্বাণীর কথাও বলতে ভুললেন না। সব শুনে একটু যেন অবাক হল টবরো। সে তার স্বভাবজাত ধীর ভঙ্গিতে বলল, "২০১৬ থেকে টাইম ট্র্যাভেলিং করে এসেছেন। কিন্তু টাইম ট্র্যাভেলিং-এর যন্ত্র বা টাইম মেশিন তো এখনও আবিষ্কারই হয়নি! ২০৪৬-এও যে আবিষ্কারটা হয়নি, সেটাকে আপনি ২০১৬-তে পেলেন কী করে?"

ড. রবিনসন স্তম্ভিত! মনে হল, তাঁকে কেউ মহাকাশ থেকে সপাটে ছুড়ে মারল পৃথিবী লক্ষ্য করে। গোটা ঘটনাটাই একটা গোলকধাঁধা মতো ঠেকল! তাঁর মাথাটা এবার কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। যদি ২০৪৬-এও আবিষ্কারটা না হয়ে থাকে, তবে ২০১৬ তে মি. রবিন্‌সের সঙ্গে তিনি টাইম ট্র্যাভেলিং করছেন কীভাবে! টবরো মিথ্যে কথা বলে না। রবি-রেক্সের সঙ্গে থেকে থেকে সেও বিজ্ঞানের দুনিয়ার খুঁটিনাটির সঙ্গে পরিচিত। সুতরাং সে যা বলছে, তা সঠিক। তাই যদি হয়, তবে তিনি ২০৪৬-এ এসে পৌঁছোলেন কী করে! এ তো অসম্ভব!

"যাক গে! আমিই বোধহয় ভুল জানি," টবরো বলল, "সময় হয়েছে তো? চলুন!"

টবরোর কথায় সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল ড. রবিনসনের। ওর কথায় সংবিৎ ফিরে পেলেন। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল তার। আর কত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে তাঁকে! কতবার নিজের মানুষগুলোকে এক-এক করে শেষ করবেন তিনি! ওদিকে সীমান্তে রোবট-যুদ্ধ লেগেছে। যারা এতদিন হাইটেক সিটি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, তারা ফের হাইটেক সিটিকে ঢুকে নিজেদের অধিকার কায়েম করার জন্য লড়ছে। ঘনঘন গর্জন করে উঠছে সীমান্তরক্ষীদের রাইফেল! মানুষ মরছে একের পর এক। রোবটদেরও ছাড়ছে না মানুষেরা। কিন্তু ড. রবিনসন জানেন, ওরা বেশিক্ষণ পারবে না! মাদার কম্পিউটারের নির্দেশে উন্নততর রোবট চলে গিয়েছে রণক্ষেত্রে। এরপর শুধু মৃত্যু যন্ত্রণাময় আর্তনাদ

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

আর লাশের স্তূপ ছাড়া আর কিছু থাকবে না। রোবট মানুষের যুদ্ধে মানুষকেই মরতে হবে! অন্যমনস্ক হয়েই নিজের গ্লাভ্‌সের দিকে তাকালেন ড. রবিনসন। হাতে আবার কয়েকশো নিরপরাধ মানুষের রক্ত লাগবে। গ্লাভ্‌সটা কি একটু লাল লাগছে? এই নরমেধ যজ্ঞ কি কোনওভাবেই থামানো যায় না? নিজেকে আর কত নীচ হতে দেখবেন? আর কত নীচে নামবেন তিনি!

বাইরে তখন প্রবল বিশৃঙ্খলা! মানুষের চিৎকার আর রোবটের ফায়ারিং-এর আওয়াজ। টবরো বেশ কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে শুনল। তারপর বলল, "আবার যুদ্ধ লেগেছে। তাই না?"

ড. রবিনসন মাথা নাড়লেন। চাপাস্বরে বললেন, "এই সুযোগ টবরো। রোবটেরা সবাই রাস্তায় নেমে গিয়েছে। যা করার এখনই করতে হবে।"

"কী করতে বলছেন?"

"পালিয়ে যা!" ড. রবিনসনের কণ্ঠ কাঁপছে, "তোকে ডিসম্যান্টল করতে আমি পারব না।"

টবরো একটু চুপ করে থেকে বলল, "ত্রিশ বছর আগে পারতেন না। কিন্তু এখন তো পেরেছেন স্যার!"

নিজের উপর লজ্জায়, ঘেন্নায় কুঁকড়ে গেলেন ড. রবিনসন। টবরোর দিকে সরাসরি তাকাতেও পারছেন না। কোনওমতে বললেন, "অতশত বুঝি না টবরো! তুই পালিয়ে যা।"

"পালিয়ে কোথায় যাব?" সে শান্ত ভঙ্গিতে জানায়, "কী করব? আমি তো জানি না কোন কারণে আপনি আমায় সৃষ্টি করেছেন! কেন সৃষ্টি করেছিলেন আমায় আপনি?"

টবরোর কথায় কিছুক্ষণের জন্য মূক হয়ে গেলেন ড. রবিনসন। সত্যিই তো! টবরোকে কোনও উদ্দেশ্য তো তিনি দেননি। নিছকই নিজের সাহায্যের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন তাকে। এর বেশি কোনও উদ্দেশ্য তো ছিল না। ওর যে জীবনের কোনও কারণ, কোনও মিশন থাকতে পারে, একবারও তো ভাবেননি।

অথচ টবরো ভেবেছে! একজন মানুষের মতোই টবরো আত্মজিজ্ঞাসা করে চলেছে।

তিনি কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে বললেন, "টবরো, এখন এসব কথা বলার

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

সময় নয়। এখন বাইরে রোবট-মানুষ যুদ্ধ হচ্ছে। রোবটেরা ব্যস্ত। রবি-রেক্স ব্যস্ত। এর চেয়ে আর ভাল সুযোগ পাওয়া যাবে না। তুই পালিয়ে যা!"

"রোবট-মানুষ যুদ্ধ হচ্ছে?" টবরোর চোখে নীলাভ আলো ঝলসে উঠল, "তা হলে তো আরও মানুষ মরবে।"

"মরুক! তুই পালা।"

টবরো যেন উত্তেজিত হয়। কী যেন ভাবছে সে। ভাবতে ভাবতে আপনমনেই বলে, "তাই তো! তাই তো!"

"টবরো, বেশি সময় হাতে নেই। তুই যা!"

সে বেশ কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে নেয়। তারপর শান্তস্বরে বলে, "পালানোর জন্য তো আপনি আমায় প্রোগ্রাম করেননি স্যার। বরং আমার কাজ, আমার ধর্ম মানুষকে রক্ষা করা! মানুষের কোনও ক্ষতি হতে না দেওয়া। রোবোটিক্সের প্রথম সূত্র তাই বলে!"

"মানে?"

"আমি এতদিনে বুঝতে পেরেছি, কেন আপনি আমায় তৈরি করেছেন," টবরোর চোখ ঝলসে ঝলসে ওঠে, "কেন মাদার কম্পিউটারের আওতার বাইরে আমি। আপনি আমায় রোডিয়ামের শরীর দিয়েছেন স্যার! সেই শরীরই আজ মানুষকে রোবটের হাত থেকে রক্ষা করবে!"

"কী বলছিস!"

টবরো একটু কী যেন ভেবে নেয়। তারপর বলে, "মাদার কম্পিউটারের ধারে কাছে কোনও মানুষ যেতে পারে না। অন্য কোনও রোবটও নয়! মাদার কম্পিউটারকে রক্ষা করছে যে বার্নিং জেল, তা মানুষকে পুড়িয়ে দেয়। রোবটকে গলিয়ে দেয়। যতই ফিফ্‌থ জেনারেশনের উন্নত রোবট হোক, মাদার কম্পিউটারের ধারে কাছে গেলেই বার্নিং জেলে গলে যাবে। কিন্তু একমাত্র আমিই পারি মাদার কম্পিউটারের কাছে যেতে। কারণ আমার শরীর রোডিয়ামের। আর রোডিয়ামকে বার্নিং জেল গলাতে পারে না।"

এবার ব্যাপারটা বুঝলেন ড. রবিনসন! রবি-রেক্স যতই উন্নত রোবট তৈরি করুক তাদের গায়ের ধাতব আবরণ বার্নিং জেলের তীব্র দহন সহ্য করতে পারে না! অথচ সেই বার্নিং জেলই রোডিয়ামের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না। তাই একমাত্র টবরোই ঢুকতে পারে মাদার কম্পিউটারের ত্রিসীমানায়। রবি-রেক্স নিজের অজান্তেই টবরোকে সেই ক্ষমতা দিয়েছেন।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"রোবটরা ব্যস্ত! রেক্স ব্যস্ত! তার মানে মাদার কম্পিউটারের আশেপাশে এখন কেউ নেই। আমি যদি মাদার কম্পিউটারটাকে ভেঙে ফেলতে পারি, তবে কোনও রোবট আর কাজ করবে না। গোটা সিস্টেমই ভেঙে যাবে। মানুষগুলো বাঁচবে স্যার।"

"কিন্তু মাদার কম্পিউটারকে ভাঙলে তো তুইও..."

বাকি কথাটা আর বলতে পারলেন না ড. রবিনসন। মাদার কম্পিউটার যদি ভাঙে তবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হবে! আর সেই বিস্ফোরণে তার আশেপাশের সমস্ত জিনিস চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে! সবার আগে যে ধ্বংস হবে সে টবরো স্বয়ং!

"আমি জানি স্যার," টবরোর চোখ উত্তেজনায় নীলাভ আভা ছড়াচ্ছে, "কিন্তু আমারও কিছু করার নেই। এটাই আমার মিশন! এটাই জীবনের উদ্দেশ্য! মানুষের পাশে দাঁড়াতে আমায় হবেই! এটাই আমার জীবনের লক্ষ্য!"

বলতে বলতেই ছুটে বেরিয়ে গেল টবরো! ড. রবিনসন কিছু করার আগেই সে দৌড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করলেন ড. রবিনসন, "টবরো! হারামজাদা! দাঁড়া, দাঁড়া বলছি।"

টবরো থমকে দাঁড়ায়। তার মুখ নির্বিকার। কিন্তু চোখে যেন কৌতুকের নীলাভ আলো জ্বলে ওঠে। সে শুধু শেষবারের মতো বলল, "আপনি অপশব্দ বলছেন স্যার।"

তারপরেই সে চলে গেল। ক্ষণিকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল দৃষ্টিপথ থেকে। ড. রবিনসন তখনও স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখ বেয়ে দু'-এক ফোঁটা অশ্রু পড়ল। স্খলিত উচ্চারণে একবার শুধু বললেন, "ট-ব-রো!"

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। পরক্ষণেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। ড. রবিনসনের পায়ের তলায় মাটিটা যেন কেঁপে উঠল। চোখের সামনে মুহূর্তের মধ্যেই অন্ধকার হয়ে গেল হাইটেক সিটি। রোবটদের হাতের অস্ত্রের গর্জনও থেমে গেল মুহূর্তের মধ্যে...!

মাদার কম্পিউটার ধ্বংস হয়েছে... সেই সঙ্গে টবরোও...!

টবরোর মানুষ হতে ইচ্ছে করত! শেষ পর্যন্ত সে মানুষ হতে পেরেছিল!

ওরা কেউ জানত না, রবি-রেক্স আড়াল থেকে ওদের সব কথা শুনেছেন। সব দেখেছেন। কিন্তু কিছু বললেন না। বরং ওদের অজান্তেই উঠে গেলেন

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

সিঁড়ি বেয়ে। চোখ বুজে কম্যান্ডার ইলেভেনের কথা মনে করতেই মস্তিষ্কের ইশারা ধরে ফেলল রিমেম্বারিং ডিভাইস। পরক্ষণেই ভেসে উঠল কম্যান্ডারের থ্রি ডি ইমেজ। তার ডাকে কম্যান্ডার ইলেভেন সাড়া দিয়েছে।

"ইয়েস স্যার?"

একবার আমার ঘরে এসো কম্যান্ডার। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, "জরুরি কথা আছে। কাম শার্প।"

"ওকে স্যার।"

॥ ২০ ॥

বাঁ দিকের বুক-পকেটটা সামলাতে সামলাতে
হায়! হায়! লোকটার ইহকাল পরকাল গেল!
অথচ আর একটু নীচে
হাত দিলেই সে পেত
আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপ
তার হৃদয়
লোকটা জানলই না!
তার কড়ি গাছে কড়ি হল
লক্ষ্মী এলেন
রণপায়ে।
দেওয়াল দিল পাহারা
ছোটলোক হাওয়া
যেন ঢুকতে না পারে!
তারপর
একদিন গোগ্রাসে গিলতে গিলতে
দু' আঙুলের ফাঁক দিয়ে
কখন
খসে পড়ল তার জীবন-
লোকটা জানলই না!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

রবি-রেক্স স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন সেই ছেলেটাকে। সেই ছেলে, যে কারাগারের দেওয়ালে পাখির ছবি আঁকত। সেই ছেলে, যে শেষমুহূর্তেও ছিল নির্ভীক। সেই ছেলেটা তার অর্ধগলিত শবদেহটা টেনে টেনে এসে বসেছে তার পাশে। এখন আর অত ভয় করছে না রবি-রেক্সের। বরং অনেক শান্ত লাগছে। মাথাটা যেন বরফের মত ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে।

বাইরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাইটেক সিটির আলো নিভে গিয়েছে একটু আগেই। থেমে গিয়েছে রোবটবাহিনী। টবরো আত্মবিসর্জন দিয়ে মাদার কম্পিউটারকে নষ্ট করে দিয়েছে। এখন আর রোবটগুলো রক্ষা করতে পারবে না তার প্রভুকে। কিন্তু সেজন্য কারও মনে কোনও ক্ষোভ নেই! বরং তিনি টবরো ও কম্যান্ডার ইলেভেনের সমস্ত কথাই শুনেছেন আড়াল থেকে। এই মুহূর্তে কোনও কিছুই অজানা নেই তাঁর। মনে মনে ভাবছিলেন রবি-রেক্স, 'টবরো মানুষের সঙ্গে থেকে থেকে মানুষ হয়ে গেল! আর আমি যে কবে রোবট হয়ে গেলাম, জানতেই পারলাম না... জানতেই পারলাম না...! কেন পারলাম না!'

বাইরে তখন প্রবল চিৎকার। মারমুখী জনতা এসে ঘিরে ধরেছে রবি-রেক্সের প্রাসাদ। নোংরা নোংরা কালো হাত তুলে বিদ্রোহ জানাচ্ছে। ক্লোনরক্ষীরা অবশ্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে তাদের আটকানোর। প্রাসাদের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়েছে তারা। কিন্তু রবি-রেক্স শুনতে পাচ্ছিলেন প্রচণ্ড বেগে জনতার দরজায় আছড়ে পড়ার শব্দ। ওদের ছোড়া ইট-পাটকেলে কাচের জানলা ঝনঝন করে ভাঙছে। বেশিক্ষণ ওদের আটকানো যাবে না। ওরা ভেঙে ফেলবে। আর তারপর...?

"ভয় করছে?" সেই আশ্চর্য ছেলেটা জানতে চাইল।

"আগে করত," রবি-রেক্স খুব ঠান্ডা স্বরে উত্তর দিলেন, "এখন করছে না।"

"কেন? জানো না আজ কত তারিখ?"

"জানি। ২০ তারিখ। টুয়েন্টিয়েথ ডিসেম্বর।"

"তবু ভয় পাচ্ছ না?"

"না," রবি-রেক্স বললেন, "এখন আর ভয় করছে না। মানুষ নিজের ভবিষ্যতকে জানে না বলেই ভয় পায়। আমি জানি আমার সঙ্গে কী হতে চলেছে। তাই ভয় পাচ্ছি না।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"তুমি হেরে গিয়েছ?"

"না!" অসম্ভব দম্ভ উঠে এল তাঁর কণ্ঠস্বরে, "আমি মরতে পারি। হেরে যেতে পারি না।"

"কিন্তু ওরা তো দখল করে নিয়েছে গোটা শহর।" ছেলেটা তার নিষ্পাপ চোখদুটো ন্যস্ত করেছে রবি-রেক্সের মুখের উপরে, "রোবট আর্মিও নেই। এবার তবে তোমায় কে বাঁচাবে?"

রবি-রেক্স মৃদু মৃদু হাসছেন। তিনি জানেন তাঁকে কে বাঁচাবে। এই মুহূর্তে তাঁর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। তাঁর উদ্ধারকর্তা এদিকেই আসছে।

"মরতে খুব কষ্ট হয়?" আগের প্রশ্নের জবাবটা না দিয়ে প্রতিপ্রশ্নটা ছুড়ে দিয়েছেন রবি-রেক্স, "কতটা কষ্ট হয় বলতে পারো?"

"খুব বেশি নয়। মরা অনেকটা ঘুমিয়ে পড়ার মতো," ছেলেটা জবাব দেয়, "প্রথম দিকে একটু কষ্ট হয়। তবে পরে আর হয় না।"

"বেশ তবে..." তিনি আরও কিছু বলার আগেই শশব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে কম্যান্ডার ইলেভেন। ঠিক যেমনটি ভেবেছিলেন! হাতে লেসার তরবারি। পরনে ইউনিফর্ম! কোমরের বেল্টে থান্ডারগান ঝুলছে। এই তো! অবিকল তেমনই...!

"স্যার, উদ্বাস্তুরা দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে। আপনার এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত," কম্যান্ডার ইলেভেন বলল, "ছাতে কোয়াডকপ্টার আছে। আপনি আমার সঙ্গে চলে আসুন।"

রবি-রেক্স মুচকি মুচকি হাসলেন। যেন ভারী মজা পেয়েছেন। হাসতে হাসতেই বললেন, "কোয়াডকপ্টার তো আছে। কিন্তু চালাবে কে?"

"কেন স্যার?" কম্যান্ডার ইলেভেনের চটজলদি জবাব, "কোয়াডকপ্টার তো স্বয়ংক্রিয়..."

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বললেন রবি-রেক্স, "মাদার কম্পিউটার অ্যাকটিভ থাকলে ওটার অটো পাইলট কাজ করে। এটা তো তোমার জানা উচিত। যেখানে মাদার কম্পিউটারই নেই, সেখানে অটো পাইলটের প্রশ্নই আসে না! আর আমি হেলিকপ্টার তো দূর, একটা গাড়িও চালাতে পারি না। আর যেটা ত্রিশ বছর পরেও আমি শিখিনি, তা তুমি ত্রিশ বছর আগে শিখবে কী করে কম্যান্ডার?" বলেই একটু থেমে যোগ করলেন, "কম্যান্ডার? না, ড. রবিনসন বলব?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

ড. রবিনসন কেঁপে উঠলেন। তবে রবি রেক্সেরও অজানা কিছু নেই। টবরোর মতো রবি রেক্সও তবে বুঝে গিয়েছেন।

"যখন তুমি টবরোকে ছাড়াতে গিয়েছিলে, তখন তোমার পিছু পিছু আমিও গিয়েছিলাম। সব শুনেছি, সব দেখেছি," রবি রেক্স তখনও মুচকি মুচকি হাসছেন, "তুমি যা যা বলেছ, সব আমার জানা হয়ে গিয়েছে। তোমার সাহসের প্রশংসা করতে হয়! কিন্তু কীভাবে এখানে এসে পৌঁছোলে সেটা আমি এখনও বুঝতে পারছি না!"

এবার একটু সাহস পেয়ে মুখ তুলে তাকালেন ড. রবিনসন। মনে মনে খুঁজলেন মিস্টার রবিন্‌সকে। কিন্তু টবরোর আত্মঘাতী হওয়ার পর থেকে আর মি. রবিন্‌সের অস্তিত্ব টের পাচ্ছেন না। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কিনা কে জানে!

"আমি টাইম ট্র্যাভেলিং-এর মাধ্যমে এখানে এসেছি..." ড. রবিনসন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই তাঁকে থামিয়ে গর্জন করে উঠলেন রবি-রেক্স, "মিথ্যেবাদী! মিথ্যেবাদী তুমি! টাইম মেশিন আজও আবিষ্কার হয়নি। এখনও সফলভাবে টাইম ট্র্যাভেলিং সম্ভব হয়নি। আর তুমি বলছ, তুমি নাকি ত্রিশ বছর আগে থেকে টাইম ট্র্যাভেলিং করছ!"

মরিয়া হয়ে বলতে চাইলেন ড. রবিনসন, "মস্ এর মালিক মি. রবিন্‌সের সাহায্যেই আমি এখানে এসে পৌঁছোতে পেরেছি। উনিই আমায় টাইম ট্র্যাভেলিং-এর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন এখানে!"

"অসম্ভব!" ফের গর্জে উঠলেন রবি-রেক্স, "মি. রবিন্‌স তাঁর জীবদ্দশাতে অনেক চেষ্টা করেও টাইম ট্র্যাভেলিং করতে পারেননি। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে টাইম মেশিনের কাজ থেমে গিয়েছে ওখানেই। তুমি মিথ্যুক! চিরকাল তুমি মিথ্যে কথা বলে এসেছ। কখনও স্ত্রীকে, কখনও মেয়েকে! এসকেপিস্ট কোথাকার! আজ তোমার জন্যই আমার এই অবস্থা!"

এবার ড. রবিনসনের মাথার ভিতরটাও দপ করে জ্বলে উঠল, "আমি মিথ্যুক হতে পারি, কিন্তু কসাই নই! তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে কত নিরপরাধ মানুষকে আমি মেরেছি সে খেয়াল রাখো? একবারও ভেবে দেখেছ কত লোকের রক্ত লেগে আছে তোমার গ্লাভ্‌সে? তোমার এই প্রাসাদের পিছনে কত-কত লোকের দীর্ঘশ্বাস আছে?"

"যাই হোক সেটা আমি বানিয়েছি," রবি-রেক্স উত্তেজিত হয়ে উঠে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

দাঁড়িয়েছেন, "মহান রবি-রেক্স করেছে। কোথায় ছিলে ড. রবিনসন, যখন অর্থাভাবে তোমার স্ত্রী মারা গিয়েছিল? কোথায় ছিল তোমার এত ন্যায়-অন্যায় বোধ? ফিউচারোস্কোপের পেছনে মেতে উঠে যখন সর্বস্বান্ত হয়েছিলে, তখন মনে ছিল না যে এরপর কী হবে?"

"তবু আমি তোমার মতো নীচ হইনি! লড়াই করেছি! যতখানি সম্ভব একা লড়ে গিয়েছি। মারণাস্ত্র বিক্রি করে নিজের মাথাটা বেচে দিইনি অন্যের কাছে," ড. রবিনসনের গলায় ক্ষোভ, "আমি চিরদিন মারণাস্ত্র তৈরির বিপক্ষে ছিলাম।"

"কার জন্য লড়েছ ড. রবিনসন?" রবি-রেক্সের গলায় ব্যঙ্গ, "মেয়ের জন্য লড়েছ? স্ত্রীয়ের জন্য?"

ড. রবিনসনকে কে যেন জোরদার ঝাঁকুনি দিল। তিনি অধোবদন হয়ে রইলেন। সত্যিই তো! নিজের স্ত্রীকে তিনি কোনও দিন গুরুত্ব দেননি। স্ত্রী গর্ভবতী জানার পরও থেকেছেন উদাসীন। অন্যান্য বাবাদের মতো অনাগত সন্তানকে ঘিরে তাঁর কোনও উৎসাহ নেই। উন্মাদনা নেই। তাঁর স্ত্রীয়ের গর্ভের ভ্রূণ ধীরে ধীরে চন্দ্রকলার মতো বেড়েছে। কিন্তু সেই রূপান্তরে তাঁর কোনও উচ্ছ্বাস ছিল না! কোনও দিন স্ত্রীয়ের তলপেটে হাত রেখে বুঝতে চাননি আরেকটা প্রাণীর অস্তিত্ব। তার ছোট ছোট পায়ের লাথি অনুভব করেননি কখনও। ড. রবিনসনের বুকটা খাঁ খাঁ করে ওঠে। সত্যিই অনেক কিছুই করেননি। হয়তো করা উচিত ছিল। কিন্তু করেননি।

"ফিউচারোস্কোপের পেছনে না দৌড়ে যদি একটু ভদ্রলোকের মতো নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে তবে আজ আমার স্ত্রী জীবিত থাকত! ভবিষ্যৎ জানার যন্ত্র বানিয়েছ, অথচ নিজের ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করোনি! এমনকী শরিকি বাড়িটাও বেচেবুচে দিয়ে হা ঘরে হয়ে বস্তিতে থাকতে চলে গিয়েছিলে," রবি-রেক্সের গলায় তিক্ততা, "কী নোংরা! কী আবর্জনা! ভাবতেই ঘেন্না করে। ভাবতেই লজ্জা করে যে আমি কোনওদিন ওই বস্তিতে ছিলাম।"

"সেইজন্যই বস্তিবাসীদের হা ঘরে করছ? ধরে ধরে মারছ তাদের! তাড়িয়ে দিচ্ছ শহর থেকে! এ কী নিষ্ঠুরতা!"

"হ্যাঁ! তাড়িয়ে দিয়েছি। বেশ করেছি। ওই নোংরা লোকগুলোর মধ্যে থেকে তুমি বুঝেছ যে ওরা শুধু আবর্জনা মাত্র। তোমার অনুভূতি আর

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

উপলব্ধি, চাপা রাগ থেকেই আমি ওদের তাড়িয়েছি! আমি নিষ্ঠুর! কার জন্য?" তিনি আঙুল তুললেন ড. রবিনসনের দিকে, "তোমার জন্য! তুমিই আমাকে শিখিয়েছ নিষ্ঠুর হতে! তোমার ভালমানুষি এবং ব্যর্থতা আমাকে শিখিয়েছে যে ভালমানুষ হতে নেই। তোমার অক্ষমতা আমায় ক্ষমতালোভী করেছে। তুমি নিজেকে প্রতারণা করেছ। এখনও করছ! আমি অশুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হতে পারি, কিন্তু কাপুরুষ নই। তুমি কাপুরুষ! তুমি যে-যে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছ, তার ফলভোগ আমাকে করতে হয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি কখনও হওনি। তুমি আসলে ব্যর্থ! লুজার! আমার সাফল্য দেখে তুমি ঈর্ষান্বিত!"

"তোমার সাফল্য?" ড. রবিনসন হেসে ফেললেন, "তোমার সাফল্য তো দেখতেই পাচ্ছি। কিছু লোক তোমায় ছিঁড়ে খেতে চাইছে। তোমার বন্ধু, তোমার সঙ্গী, তোমার মেয়ে, সবাই তোমার বিরুদ্ধে। কেউ তোমায় ভালবাসে না। বরং খুন করতে চায়। তুমি একে সাফল্য বলো?"

রবি-রেক্স চুপ করে গেলেন। তাঁরও একটা ঝাঁকুনি লাগল। বড় অপ্রিয় সত্য বলে ফেলেছেন ড. রবিনসন।

"যে সৌম্য তোমায় ভালবাসত, সে তোমাকে ঘৃণা করে। যে টবরো তোমার পাশে থেকেছে সে তোমার বিরুদ্ধে। এই তো তোমার সাফল্য!"

রবি-রেক্স বুকে মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। নীচের শোরগোল ক্রমাগতই বাড়ছে। কিন্তু সেদিকে মন নেই তাঁর। কী যেন নিবিষ্ট চিত্তে ভেবে চলেছেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "ঈগল পাখির জীবনটা কেমন জানো?"

ড. রবিনসন কোনও কথা না বলে তাকিয়ে রইলেন।

"ঈগল পাখি যতদিন নর্ম্যালি বাঁচে, আসলে তার দ্বিগুণ সময় বাঁচতে পারে।" আস্তে আস্তে বললেন রবি-রেক্স, "যখন তার বয়স হয়, তখন নখগুলো বেঁকে যায়। এতটাই বেঁকে যায় যে শিকারকে নখে ধরতে পারে না। নখগুলো ভোঁতা হয়ে যায়। ঠোঁটটাও এতটাই বেঁকে যায় যে মাংস ছিঁড়তে পারে না। আর ডানার পালক ভারী হতে হতে বুকের চামড়ার সঙ্গে আটকে যায়! ফলস্বরূপ উড়তে কষ্ট হয়। অনেক সময় উড়তেও পারে না। যার ফলে ওরা শিকার করতে পারে না। না খেতে পেয়ে আস্তে আস্তে মরে যায় ওরা।" বলতে বলতেই একটা চুরুট ধরালেন রবি-রেক্স, "কিন্তু সব

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

ঈগল এভাবে মরে না। কিছু কিছু ঈগল পাখি আরও বেশিদিন বাঁচে। কী করে জানো?"

কোনও উত্তর না দিয়ে ড. রবিনসন তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

"যেসব ঈগলরা বেশিদিন বাঁচতে চায় ও তারা অত সহজে হার মানে না।" এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন রবি-রেক্স, "তারা উঁচু কোনও পাহাড়ে চলে যায়। সেখানে সে একা লড়াই করে! খিদের সঙ্গে, যন্ত্রণার সঙ্গে। একটা যন্ত্রণাময় প্রসেসের মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হয়। পোকামাকড় খেয়ে দিন যাপন করে। পাহাড়ের শক্ত পাথরে ঠুকে-ঠুকে ভেঙে ফেলে ঠোঁট আর নখ। পুরনো, শক্ত, পালকগুলোকে টেনে-টেনে নিজেই ছিঁড়ে ফেলে। সঙ্গে-সঙ্গে চামড়াও ছিঁড়ে যায়। কী অসহ্য যন্ত্রণাময় প্রসেস! কিন্তু এরপর ভাঙা ঠোঁটের জায়গায় নতুন, শার্প ঠোঁট গজায়, ভাঙা নখের জায়গায় শিকার করার উপযুক্ত তীক্ষ্ণ, ধারালো নখ। পুরনো স্টিকি পালকের জায়গায় নতুন ঝরঝরে পালক গজায়। সে আবার শিকার করার উপযুক্ত হয়। আবার উড়ান দেয় শিকারের খোঁজে। আবার ফিরে আসে মূল জীবনের স্রোতে। দিস ইজ কলড ট্রান্সফর্মেশন। ট্রান্সফর্মেশন ফর সার্ভাইভাল।"

বলতে বলতেই চোখ বুজলেন রবি-রেক্স, "তুমি হচ্ছ সেই সব ঈগলের মতো, যারা আয়ুর মাঝপথেই বাঁকা ঠোঁট, বাঁকা নখ নিয়ে মরে যায়। আর আমি দ্বিতীয় জাতের ঈগলের মতো। যারা ট্রান্সফর্মেশনের মাধ্যমে সার্ভাইভ করতে জানে! আমি চার্লস ডারউইনের ইভোলিউশনারি থিয়োরির ন্যাচারাল সিলেকশনের সক্ষম প্রাণী। আর হার্বার্ট স্পেন্সার আমার মতো মানুষদের ক্ষমতাকেই 'সার্ভাইভাল অফ ফিটেস্ট' বলেছেন। আমি 'সার্ভাইভ' করার জন্য একটা যন্ত্রণাময় প্রসেসের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। আমায় সবকিছু ত্যাগ করতে হয়েছে। পুরনো মূল্যবোধ, পুরনো সম্পর্ক, পুরনো বন্ধুত্ব, সব আমি বাস্তব নামের পাথরটার গায়ে ঠুকে ঠুকে ভেঙে ফেলেছি। পুরনো অনুভূতি, সুখ-দুঃখ-ভালবাসা, সব পালকের মতো টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছি। কী মনে হয় তোমার? যন্ত্রণা হয়নি? রক্তক্ষরণ হয়নি? তবু সার্ভাইভ করেছি। তোমার মতো মূল্যবোধ, চেতনা নিয়ে চলতে গেলে আমায় মরতে হত। কী ছিলে তুমি? একটা হতদরিদ্র সামান্য বৈজ্ঞানিক। আর আজ তোমাকে আমি কোথায় দাঁড় করিয়েছি!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"এমন জায়গায় দাঁড় করিয়েছ যেখানে আমার পায়ের তলায় মাটি নেই," ড. রবিনসন ফুঁসে ওঠেন, "কেউ নেই তোমার! তাকিয়ে দেখো, কেউ নেই তোমার কাছে।"

"আই অ্যাডমিট," রবি-রেক্স এবার একটু ক্লান্তভাবেই বললেন, "শৃঙ্গে উঠতে গেলে সঙ্গে দলবল নিয়ে ওঠা যায় না। একাই উঠতে হয়! অনেককে পদপিষ্ট করে উঠতে হয়! এটা তুমি এখন বুঝবে না! বুঝতে তোমার আরও অনেক সময় লাগবে। যখন বুঝবে তখন তুমিই ড. রবিনসন থেকে রবি-রেক্স হতে চাইবে। তুমি নিজেই ট্রান্সফর্মড হবে রবি-রেক্সে। যেদিন আমি জিতে যাব আর তুমি হারবে," বলতে বলতেই একটু থামলেন, "আমি জানি না তুমি কেমন করে এসেছ, কিন্তু আমাকে বাঁচানোর জন্য আসা তোমার ভুল হয়েছে যেভাবে এসেছ, সেভাবেই ফিরে যাও। হাতে সময় নেই। ওরা আসছে।"

"আর তুমি?"

ড. রবিনসনের কথায় রবি-রেক্স মৃদু হাসলেন। লোভাতুর দৃষ্টিকে একবার তাকালেন ড. রবিনসনের হাতে ধরা লেসার তরবারির দিকে!

"তোমার কী হবে?"

নীচে তখন প্রবল শব্দ। ক্ষিপ্ত জনতা দরজা ভেঙে ফেলেছে। প্রচণ্ড শোরগোলের আওয়াজ। মারমার করতে করতে তারা ছুটে আসছে ওপরের দিকে। ক্লোনবাহিনী প্রাণপণ যুদ্ধ করছে বটে। কিন্তু অতগুলো লোকের সঙ্গে বেশিক্ষণ পারবে না।

"রবি-রেক্স মরতে পারে, কিন্তু হারতে পারে না," বলতে বলতেই তিনি নতজানু হয়ে বসে পড়েছেন ড. রবিনসনের সামনে, "আমাকে বাঁচাতে এসেছ, বাঁচিয়ে যাও। মৃত্যু দিয়ে যাও আমাকে।"

ড. রবিনসনের মেরুদণ্ড বেয়ে একটা হিমস্রোত নেমে গেল। তার হাতের লেসার তরবারির দিকে তাকালেন রবি-রেক্স, "বেশি সময় নেই। ওরা এখনই এসে পড়বে। তুমি টবরোকে মুক্তি দিতে গিয়েছিলে। আমাকেও মুক্তি দিয়ে যাও!"

"কী বলছ!"

"সত্যি কথাই বলছি," তিনি হাসলেন, "আমার ভবিষ্যতে লেখা ছিল 'মার্ডারড বাই নিয়ারেস্ট অ্যান্ড ডিয়ারেস্ট ওয়ান!' তুমিই সেই নিয়ারেস্ট

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

অ্যান্ড ডিয়ারেস্ট ওয়ান! কারণ নিজেকে ছাড়া কাউকে আমি কখনও ভালবাসিনি। আমার ফিউচারোস্কোপ ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেনি! করতে পারে না!"

ড. রবিনসন অনুভব করলেন তাঁর হাতদুটো যেন ক্রমাগতই ভারী হয়ে উঠেছে! পা দুটো কেউ যেন বেড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে! কোনওমতে বললেন, "আমি পারব না!"

"পারবে," রবি-রেক্স বললেন, "যে লোকগুলো একদিন আমার চোখের দিকে তাকাতেও ভয় পেত, তারা আজ আমার প্রাসাদের দখল নিয়েছে। হাইটেক সিটির দখল নিয়েছে। এদিনটা আমি দেখতে পারব না। আমার নিজেকে লুজার বলে মনে হবে। সে মৃত্যুর চেয়েও কঠিনতর শাস্তি।"

"এসকেপিস্ট বলে মনে হবে না?"

রবি-রেক্স হাসলেন, "সে তো আমি চিরদিনই ছিলাম। তোমার চেয়ে ভাল আর কে জানে? তুমি ত্রিশ বছর পেরিয়ে আমাকে বাঁচাতে এসেছ। বাঁচাও।"

"আমি পারব না।" দুর্বল হয়ে পড়ছেন ড. রবিনসন। ভেতরে ভেতরে অনেক ভাঙচুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। কিছু ভাঙছে। ভেঙে যাচ্ছে।

"মনে করো, আমার জন্যই সৌম্য ফেরার হয়ে দিন কাটাচ্ছে। আমার জন্যই বারবারই ক্যানসারের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে ওকে। আমিই ওর 'শুট অ্যাট সাইট'-এর অর্ডার দিয়েছি। এখনও বেঁচে আছে কিনা কে জানে!"

"আমি পারব না! অসম্ভব!"

"মনে করো রবিনসন, আমার জন্যই টবরো শেষ হয়ে গেল! আমার জন্যই তোমার একমাত্র মেয়ে শ্যারন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। বাঁচবে কিনা কে জানে! আমার জন্যই তোমার হাতে অনেকের রক্ত লেগেছে... তুমি যাকে ঘৃণা করো...আমি সেই-ই! ঘৃণা করো আমাকে...প্রচণ্ড ঘৃণা করো... আর কিছু ভেবো না! শুধু ঘৃণা...মারো আমায় রবিনসন...মারো...!'

রবি-রেক্স আর কী কী বললেন ড. রবিনসনের কানে গেল না! তাঁর কানে শুধু তখনও বেজে চলছে, "তুমিই সেই নিয়ারেস্ট অ্যান্ড ডিয়ারেস্ট...তুমিই আমার ঘাতক...তুমিই আমায় খুন করবে...চালাও তরবারি...চালাও...!"

মনে হল এখনই তিনি পড়ে যাবেন। এখনই সব শেষ হয়ে যাবে...সব

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

কিছু...নীচে প্রবল আওয়াজ...ওরা ছুটে আসছে...ওরা আসছে! ওই তো ওদের ছুটে আসার দুড়দাড় আওয়াজ! সমস্ত দলিত মথিত করে পাগলা ঘোড়ার মতো ওরা এদিকেই আসছে!

"মারো আমায় রবিনসন। কিল মি," রবি-রেক্স চেঁচিয়ে উঠলেন, "কিল মি আই সে!"

তিনি অসহায়ের মতো একবার তাকালেন তাঁর দিকে। তারপরই তাঁর চোয়াল আকস্মিকভাবে শক্ত হয়ে ওঠে। তিনি অগ্রপশ্চাৎ কিছু না ভেবেই চোখ বুজে বিদ্যুৎগতিতে তলোয়ারটা বসিয়ে দিলেন রবি-রেক্সের বুকে...! চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসছে। সারা গা থরথর করে কাঁপছে। সমস্ত জগৎটা যেন বিলীন হয়ে আসছে। শুধু মনে হল অনেক দূর থেকে যেন রবি-রেক্স বলছেন, 'থ্যাঙ্কস, থ্যাঙ্কস আ লট! আর কেউ না জানুক অন্তত তুমি জানো, ত্রিশ বছর আগে আমি খারাপ মানুষ ছিলাম না...!'

তারপর
একদিন
গো-গ্রাসে গিলতে গিলতে
দু' আঙুলের ফাঁক দিয়ে
কখন
খসে পড়ল তার জীবন
লোকটা জানলই না!

"মি. রবিন্‌স! মি. রবিন্‌স! আমায় কি ছেড়ে গেলেন?"

...পায়ের তলা দিয়ে যেন একটা অন্ধকার সময় ছুটে চলেছে!...চতুর্দিকে শুধু অন্ধকার!...একটা সুড়ঙ্গ সামনে...! অন্ধকার যেন হাঁ-করে গিলে খেতে চাইছে...! সময়... চতুর্দিকে শুধু ছুটে চলা সময়। আর কোথাও কিছু নেই। দম বন্ধ হয়ে আসছে। অস্ফুটভাবে যেন একটাই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন ড. রবিনসন। ঘড়ির নিরন্তর চলার শব্দ। টিক...টক...টিক...টক। সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়...!

"মি. রবিন্‌স! আপনি কোথায়?"

সময়ের গোলকধাঁধার ভেতরে ঘুরতে ঘুরতে ড. রবিনসন অসহায়ের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

মতো ডেকে চলেছেন। আচমকা অন্ধকারের মধ্যে এক ঝলক সাদা আলো তাঁর চোখের ওপর এসে পড়ল। এতক্ষণ পর মনে হল একটু নিশ্বাস নিতে পারছেন। কানের কাছে ভেসে এল একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর, "ওয়েলকাম ব্যাক ডক্টর।"

চোখ খুললেন ড. রবিনসন। প্রথমে বুঝতে পারলেন না কোথায় আছেন। ক্ষীণস্বরে বললেন, "আমি কোথায়?"

উত্তর এল, "আপনি আপনার ল্যাবেই আছেন ড. রবিনসন।"

এবার ভাল করে দেখতেই কোথায় আছেন বুঝতে পারলেন ড. রবিনসন। বুঝতে পেরেই তাঁর স্নায়ুতে একটা ধাক্কা লাগল। এ কী! এ তো তাঁরই ল্যাবরেটরি! সেই চেনা পরিবেশ! সেই শ্যাওলা পরা প্রাচীন ঘর! এই ঘরে বসেই তো তিনি ও মি. রবিন্‌স গল্প করছিলেন! কিন্তু এখন তো তাঁর এখানে থাকার কথা নয়! তিনি তো মি. রবিন্‌সের সঙ্গে তাঁর ল্যাবে গিয়েছিলেন। সেই প্রকাণ্ড বড় সাদা ল্যাবটা কোথায় গেল? তারপর সেখান থেকে টাইম ট্র্যাভেল করে...

পুরনো কথা মনে পড়তেই মাথা ঝাঁকালেন ড. রবিন্‌স! সত্যিই কি তিনি টাইম ট্র্যাভেল করেছিলেন? কিন্তু তা সম্ভব কী করে? টবরো আর রবি-রেক্স, দু'জনের কথা অনুযায়ী ২০৪৬ সালেও টাইম ট্র্যাভেলিং-এর উপায় আবিষ্কৃত হয়নি। দু'জনেই আলাদা আলাদাভাবে একই কথা বলেছে। দু'জনেই ভুল করতে পারে না। তবে এতক্ষণে যা হল সেটা কী? কোনও দুঃস্বপ্ন? যদি ২০৪৬-এও টাইম ট্র্যাভেলিং করা সম্ভব না হয়ে থাকে, তবে তিনি ২০১৬-তে টাইম ট্র্যাভেলিং করলেন কী করে? কে নিয়ে গেল তাঁকে? সবটাই কি সত্যি? না তাঁর মানসিক ভ্রান্তি? চোখে হাত দিতেই ভেজা ভেজা লাগল! সে কী! এতক্ষণ কি তবে কাঁদছিলেন! বুকের মধ্যেটা এখনও ধড়ফড় করছে! এতক্ষণ যা দেখলেন, তবে কি সত্যি সেসব ঘটছিল? মি. রবিন্‌সের ল্যাবটা স্পষ্ট মনে আছে তাঁর। কিন্তু ওই ল্যাব থেকে নিজের ল্যাবে ফিরলেন কী করে তিনি? মি. রবিন্‌সকেও তো দেখা যাচ্ছে না! অথচ ওই মুহূর্তেই তাঁর কণ্ঠস্বর শুনলেন। কোথায় গেলেন মি. রবিন্‌স?

"আপনি ঠিক আছেন?"

মি. রবিন্‌সের কণ্ঠস্বর আবার স্পষ্ট শুনতে পেলেন ড. রবিনসন। অথচ

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

তাঁকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না! লোকটা গেল কোথায়? নাকি আড়াল থেকে কথা বলে ভয় দেখাচ্ছেন? বিরক্ত হলেন ড. রবিনসন। বুড়ো মানুষের এ কী জাতীয় ছেলেমানুষি খেলা।

"আমি ঠিক আছি। আপনি কোথায়?" বিরক্তিমাখানো স্বরে বললেন তিনি। এখন কি এসব হাইড অ্যান্ড সিক খেলার সময়? এইমাত্র নিজের জীবনের সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্নটা দেখে উঠলেন। চোখের জল এখনও শুকোয়নি। এখন কি খেলা পোষায়?

"আমি তো আপনার পাশেই আছি," মি. রবিন্‌সের গমগমে ভরাট কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, "পাশেই ছিলাম সবসময়। আপনি বুঝতেই পারেননি।"

"পাশে!" ড. রবিনসন অবাক হয়ে পাশে তাকালেন। সেখানে মি. রবিন্‌স নেই। বরং এখন একটা অদ্ভুত ঝলমলে আলো খেলা করছে! এত আলো এল কোথা থেকে? এত আলো! কত আলো! সেদিকে তাকাতেই তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে গেল!

সাদা আলোটা আস্তে আস্তে একটা মানুষের মূর্তি ধরছে! ড. রবিনসনের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনেই সেই অপূর্ব জ্যোতি মি. রবিন্‌সের মূর্তি ধরল। সেই সাদা ধবধবে পোশাক। সেই সাদা পাটের গুচ্ছের মতো চুল! সেই সাদা ভুরু ও ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি! এখন অদ্ভুত জ্যোতির্ময় লাগছে তাঁকে। ভীষণ শুচি, স্নিগ্ধ। যেন এইমাত্র আলোর ঝরনায় স্নান করে এলেন। ড. রবিনসনের মনে পড়ে গেল মি রবিন্‌সের কথাগুলো। সেই মন পড়ে ফেলার ক্ষমতা। অদ্ভুতভাবে মনের কথা বুঝতে পারা। যেন অন্তর্যামী! কে! কে এই মি. রবিন্‌স!

"কে," মুখ দিয়ে কথা সরছে না তাঁর। তবু কোনওমতে বললেন, "কে আপনি?"

"আমার নামটা শুনেও বোঝেননি?" স্মিত হাসলেন মি. রবিন্‌স, "আমি রবিন্‌স আর আপনি রবিনসন। এর থেকেও কি বুঝতে পারছেন না?"

'রবিন্‌স' আর 'রবিনসন'! 'রবিন'সন! অথবা শব্দটাকে ঠিকমতো উচ্চারণ করলে, রবিন্'স সন'! মাথায় মধ্যে লক্ষ লক্ষ ওয়াটের বাল্‌ব যেন জ্বলে ওঠে। স্খলিতস্বরে বললেন ড. রবিনসন, "আপনি আমার বাবা! কিন্তু তা কী করে সম্ভব! আমার বাবা তো আপনার মতো দেখতে নন!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

তিনি আর কিছু বলার আগেই তাঁকে বাধা দিলেন মি. রবিন্‌স, "যে জন্মদাতা পিতাকে আপনি দেখেছেন সেই পিতা নই মাই ডিয়ার সন! আমি সেই পিতা যাঁকে কখনও দেখা যায় না! আমি বিশ্বপিতা। অথবা বলতে পারেন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী। এই বিশ্ব, বিশ্বের তুচ্ছতম প্রাণী থেকে শুরু করে শ্রেষ্ঠতম জীবও আমারই সৃষ্টি। আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। সবার পিতা।"

"অসম্ভব...অসম্ভব," কয়েক কদম পিছিয়ে গেলেন ড. রবিনসন। বিড়বিড় করে বললেন, "আমি ভুল দেখছি! আমি নির্ঘাত ভুল দেখছি।"

মি. রবিন্‌স আবার স্মিত হাসলেন। যেন একদমক আলো বয়ে গেল, "আপনি ঠিকই দেখেছেন! এতক্ষণ ধরে যা যা দেখেছেন, যা যা শুনেছেন, সব সত্যি! টবরো আর রবি-রেক্স ঠিকই বলেছে। ত্রিশ বছর পরেও টাইম মেশিন আবিষ্কার হয়নি। আমি নিজের ক্ষমতায় আপনাকে ভবিষ্যতে নিয়ে গিয়েছিলাম!"

হঠাৎ ভীষণ কান্না পেয়ে গেল ড. রবিনসনের। বুকের ভেতরে একটা কষ্ট মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে। তা হলে যা দেখেছেন সব সত্যি! মিথ্যে নয়! দুঃস্বপ্ন নয়! রবি-রেক্সই তবে তারই ভবিষ্যৎ!

দু'হাত জোড় করে নতজানু হয়ে বসে পড়লেন ড. রবিনসন। শরীর যেন আপনা থেকেই শিথিল হয়ে গেল! আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে সেই জ্যোতির্ময়ের পায়ের কাছে বসে পড়েছেন। মনে পড়ে গেল নিজের দম্ভোক্তিগুলো। মনে পড়ে গেল চার্চে না যাওয়া! মনে পড়ে গেল ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রবল অস্বীকার করা! নিজেকে ঈশ্বরের সমপর্যায়ে গণ্য করা! সৌম্যকে বলেছিলেন, 'আই অ্যাম গড!' মনে পড়ে যায় রবি-রেক্সের কথা। লোকটা বলেছিল, 'আমি হাইটেক সিটির ঈশ্বর।'

"আপনি আছেন?" কান্নাজড়ানো গলায় বললেন তিনি, "সত্যিই আছেন?"

"আছি। যে-কোনওভাবেই হোক, আমি সত্যিই আছি," আবার সেই রহস্যময় হাসিটা উঠে এল মি. রবিন্‌সের ঠোঁটে, "বিশ্বাস করলে আমি দর্শন অথবা ধর্ম। নয়তো বিজ্ঞান! হয় আমি ঈশ্বর! অথবা ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী, যে মানুষের মতো জটিল আবিষ্কার করেছে। ভালবেসে যেভাবেই আমাকে ভাবুন, আমি আছি।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

"তা হলে আমি যা দেখেছি সব সত্যি!" স্খলিত, ক্লান্ত স্বরে বললেন ড. রবিনসন।

"সব সত্যি।"

"রবি-রেক্সই তবে আমার ভবিষ্যৎ।"

"হ্যাঁ। ওটাই আপনার ভবিষ্যৎ। কিন্তু ভবিষ্যৎ তো বদলেও যেতে পারে!"

মি. রবিন্‌সের কথা শুনে অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে তাকালেন ড. রবিনসন। কাঁপা, ক্রন্দনবিকৃত কণ্ঠে বললেন, "ভবিষ্যৎ পালটে দিতে পারেন আমার? আমার ভবিষ্যৎ থেকে টেনে বের করতে পারেন রবি-রেক্সকে? রবি-রেক্স বলেছিল, আমি ট্রান্সফর্মড্ হয়ে যাব! আর যেদিন আমি রবি-রেক্স হয়ে দাঁড়াব সেদিন ও জিতে যাবে! আমি হারতে চাই না! আমায় দয়া করুন! ভবিষ্যৎ পালটে দিন।"

"না। আমি তা পারি না," তিনি স্মিত হাসলেন, "তবে সবই ঈশ্বরকে পারতে হবে এমন কোনও কথা নেই।"

"তবে?"

"আপনি নিজেই ঈশ্বর হতে চেয়েছিলেন না? আপনিও চেয়েছিলেন, রবি-রেক্সও চেয়েছিল," স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন মি. রবিন্‌স, "জোর করে ঈশ্বর হওয়া যায় না ঠিকই, কিন্তু আপনি জানেন না, কখনও কখনও মানুষ নিজের অজান্তেই ঈশ্বর হয়ে যায়! আপনিই তো বলেছিলেন, ভবিষ্যৎ জানলে আপনি নিজেই পালটে ফেলতে পারেন। এখন আপনি নিজের ভবিষ্যৎ জানেন। নিজেই নিজের ফিউচারকে বদলে দিতে পারেন না?"

"মানে?" স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন ড. রবিনসন। তাঁর নিজের দম্ভোক্তিগুলো মনে পড়তেই লজ্জায় মরে যাচ্ছেন!

"মানে আপনিও চাইলে এক দিনের ঈশ্বর হতে পারেন। নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ পালটে ফেলতে পারেন। পারেন না?"

আকস্মিকভাবেই কী যেন মনে পড়ে গেল ড. রবিনসনের। তিনি একটা জোরালো শ্বাস টানলেন। অবিন্যস্ত মনটাকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতেই কী যেন ভাবছেন। তাঁর চোখ বেয়ে ফোঁটায়-ফোঁটায় জল পড়ছিল। হাত দিয়ে চোখ মুছলেন। মি. রবিন্‌স তখনও সকৌতুকে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে ঘিরে যেন রুপোলি আলোর খেলা চলছে!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

ফিউচারোস্কোপটা টেবিলের ওপরেই ছিল। এখনও পরদায় নীলাভ আলো জ্বলছে। তার মধ্যে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল কয়েকটা অক্ষর দেখতে পেলেন ড. রবিনসন, 'ওয়েলকাম টু ফিউচার।'

"এটাই যত নষ্টের গোড়া!" আপনমনে হিসহিসিয়ে বললেন ড. রবিনসন। এখন তাঁকে সামান্য অপ্রকৃতিস্থ লাগছে। চোখের ভিতরে যেন জমাট বেঁধেছে রক্ত। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "এই আবিষ্কারটার জন্যই এত কিছু হয়েছে! এই আবিষ্কারই আমার সুনাম, সাফল্য, অর্থের সঙ্গে প্রভূত ক্ষমতা দেবে! ফিউচারোস্কোপের জন্যই, এই আবিষ্কারের জোরেই আমি হয়ে উঠব 'রবি-রেক্স'।"

"রবি-রেক্স হতে চান না আপনি? ক্ষমতা চান না?"

"না," স্পষ্ট জবাব ড. রবিনসনের। তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপছে, "ক্ষমতা কী জিনিস তা আমি দেখে নিয়েছি! বুঝে নিয়েছি! সেই ক্ষমতার স্বরূপ বুঝতে গিয়ে নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি আমি। আর নয়...! আর নয়...! চাই না! কিচ্ছু চাই না...!"

বলতে বলতেই ল্যাবের টেবিলে থাকা কম্পিউটারটাকে তুলে সপাটে আছাড় মারলেন! ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল ফিউচারোস্কোপ। এতদিনের পরিশ্রমে তিলতিল করে গড়ে তোলা আবিষ্কার চোখের পলকেই চুরমার হয়ে গেল। সেখানে একটা আস্ত আবিষ্কার ছিল, এই মুহূর্তে সেখানে ভাঙা তোবড়ানো একটা মনিটর আর ভাঙা কাচের ছড়াছড়ি।

"ভেঙে ফেলব... সব ভেঙে ফেলব...!"

পাগলের মতো একটা হাতুড়ি দিয়ে ড. রবিনসন পিটিয়ে পিটিয়ে ভাঙছেন ফিউচারোস্কোপের আনুষঙ্গিক জিনিসগুলোকে। হ্যান্ড স্ক্যানার, ডি এন এ স্ক্যানার, সব এক মুহূর্তে ভেঙে ছত্রাকার হয়ে পড়ল! চোখের সামনে নষ্ট হয়ে গেল! ফিউচারোস্কোপ! তাঁর একমাত্র স্বপ্ন! তাঁর চিরদিনের আকাঙ্খা! যার জন্য এত কষ্ট সহ্য করেছেন, যার জন্য দিন-রাত এক করে দিয়েছেন, যার জন্য নিজের শেষ সম্বলটুকুও নিঃশেষ করেছেন, সেই ফিউচারোস্কোপ এক লহমায় ধ্বংস হয়ে গেল!

ড. রবিনসন ফিউচারোস্কোপ ভাঙতে ভাঙতেই উন্মত্তের মতো হো হো করে হেসে উঠলেন, "শেষ করে দিয়েছি, সব শেষ করে দিয়েছি। আর রবি-রেক্স তৈরি হবে না! আর রবি-রেক্স আমার ফিউচার স্পয়েল করতে পারবে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

না! ফিউচারোস্কোপের সঙ্গে রবি-রেক্সও ধ্বংস হয়েছে। মি. রবিন্‌স, মি. রবিন্‌স, দেখে যান আমি পেরেছি! আমি আমার ভবিষ্যৎ বদলে দিয়েছি! আই অ্যা-ম গ-ড! আ-ই অ্যা-ম গ-ড! আ-ই অ্যা-ম...!"

বলতে বলতেই প্রচণ্ড বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লেন রবিনসন।

॥ উপসংহার ॥

সাল ২০৪৬, কলকাতা

'আমার পাখি হতে খুব ইচ্ছে করে।'

একটি বাচ্চা ছেলে মাটিতে চারকোল গিয়ে খুব যত্ন করে পাখি আঁকছিল। কথাটা ছুড়ে দিয়েই সে তার মার্বেলের মতো চোখ তুলে তাকায় উলটোদিকে বসা এক বৃদ্ধের দিকে। বিরলকেশ, দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ। এই বুড়ো যে বেশ্যাপট্টিতে, বস্তির ভেতরে কী করছে তা ভগবানই জানে! তাকে দেখলে এখানকার বাসিন্দা মনে হয় না। ভিখিরিও মনে হয় না। সাধারণ ভিখিরির মতো সে ইনিয়ে বিনিয়ে ভিক্ষাও চায় না। বরং তার চোখেমুখে বুদ্ধির দীপ্তি খেলা করে। এমন মানুষের এখানে থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রায়ই এই মানুষটা এখানে ঘুরঘুর করে বেড়ায়। আর সুযোগ পেলেই এই পাখি পাগল ছেলের সঙ্গে বকবক করে। বস্তির লোকেরা ওকে নিয়ে মজা করে। দু'-একজন করুণাও করে। কেউ খিস্তি দেয়। কেউ বা আবার মুড়ির বাটি নিয়ে আসে। কিন্তু বুড়োর কোনও কিছুতেই হেলদোল নেই!

"তোকে আমি এক জোড়া ডানা তৈরি করে দেব।" হাসতে হাসতে বলল বুড়ো।

"সত্যি?" ছেলেটার কালো চোখে আনন্দ উপচে পড়ে।

"সত্যি!" বৃদ্ধ আত্মপ্রসাদের হাসি হাসতে হাসতে বলে, "আমি আমার ভবিষ্যৎ পালটে দিয়েছি, একটা বড়সড় যুদ্ধ থামিয়েছি আর সামান্য এক জোড়া ডানা বানাতে পারব না?"

"তাই বুঝি? কবে দেবে?"

"তাড়াতাড়িই বানিয়ে দেব," বুড়োর চোখ চকচক করে ওঠে, "তুই

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

জানিস? আমি একটা যুদ্ধ থামিয়েছি! সে কী যুদ্ধ! এত বড় বড় সব রোবট... হাতে লেসার তরোয়াল...!"

বস্তির এক বাসিন্দা ফিক করে হেসে বলল, "বুড়োটা ফের ভাট বকতে শুরু করেছে।"

ব্যস, শুরু হয়ে গেল! এখন ওই বৃদ্ধ একটা আস্ত যুদ্ধের বর্ণনা দেবে! আর দাবি করবে যে অত বড় একটা যুদ্ধ সে থামিয়েছে। মহাতৃপ্তিতে মিটমিট করে হাসতে হাসতে বলবে, "তোমরা কেউ জানো না! আমি একটা যুদ্ধ থামিয়েছি...একটা যুদ্ধ থামিয়েছি আমি...তোমরা কেউ জানো না!"

সবাই তার এই কথা শুনে টিটকারি দেয়। হাসাহাসি করে। মজা করে। পিছনে বলে, "পাগলা বুড়ো!"

ওরা কেউ জানল না যে, লোকটা সত্যিই একটা যুদ্ধ থামিয়েছিল। কেউ জানল না, লোকটা নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই পালটে দিয়েছিল। কেউ জানল না, মানুষ কখনও কখনও ঈশ্বর হতে পারে। এই লোকটার বড় ঈশ্বর হওয়ার ইচ্ছে ছিল! কেউ জানল না, লোকটা একদিনের জন্য হলেও ঈশ্বর হতে পেরেছিল...।

হলই বা একদিনের। তবুও ঈশ্বরই তো!... তাই না?

(এই কাহিনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও আজগুবি। এর সঙ্গে বাস্তবের কোনও ঘটনা, বস্তু ও চরিত্রের যোগ নেই)।

THE DHAKURIA PUBLIC LIBRARY
ESTD.-1904
KOLKATA

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সায়ন্তনী পুততুন্ডর জন্ম ১৯৮৫, কলকাতায়। শিক্ষা যাদবপুর বিদ্যাপীঠ স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। কিছুদিন সাংবাদিকতা করার পর বর্তমান জীবিকা লেখালেখি ও ফ্রি-লান্সিং। স্কুলে পড়ার সময়েই সাহিত্যচর্চায় হাতেখড়ি, ১৯৯৭ সালে একটি দৈনিকে ছোটগল্পের মাধ্যমে প্রথম প্রকাশ। শিশু সাহিত্য পত্রিকা 'সাহানা'য় গোয়েন্দা গল্প ও থ্রিলার ছোটদের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। বাংলাদেশের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত হয় প্রথম গ্রন্থ—ত্রিমূর্তি যখন ভয়ঙ্কর (২০১১)। বইটি পাঠকের অভিনন্দন-ধন্য।

শারদীয়া আনন্দলোক পত্রিকায় (২০১১) প্রকাশিত 'আনন্দধারা' উপন্যাসটিই পাঠকের দরবারে প্রথম বৃহত্তর আত্মপ্রকাশ।

.....

প্রচ্ছদ মহেশ্বর মণ্ডল

Scanned with CamScanner

টাইম ট্রাভেল করে বিজ্ঞানী রবিনসন

পৌঁছন ত্রিশ বছর পরের পৃথিবীতে।

আগামী সেই ত্রিশ বছরে নিজের

পরিবর্তন, নিজের নৃশংসতা দেখে

রবিনসন শিউরে ওঠেন নিজেই। কিন্তু

বিজ্ঞানী কি শেষমেশ পারেন নিজের খুন

হওয়া আটকাতে? কে মারতে চেয়েছিল

তাঁকে? কী হয় তাঁর যন্ত্রের ভবিষ্যৎ?

9 789350 407288

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner